এলজিইডি'র বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ঃ ২০১৬-২০১৭

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
অক্টোবর, ২০১৭

এলজিইডি'র বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ঃ ২০১৬-২০১৭

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
অক্টোবর, ২০১৭

মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের কর্মকান্ডের সাফল্য গ্রন্থবদ্ধ করতে 'বার্ষিক প্রতিবেদন' প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত 'রূপকল্প-২০২১' অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করা এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্য অর্জনে ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। পাশাপাশি জাতিসংঘ ঘোষিত 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০' অর্জনে দারিদ্র নিরসন ও জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নকে প্রাধান্য দিয়ে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে।

'রূপকল্প-২০২১' বাস্তবায়নে গ্রামীণ জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের পাশাপাশি দেশে বিদ্যমান পাঁচ স্তরের স্থানীয় সরকার কাঠামোকে শক্তিশালী, কার্যকর ও জনমুখী করে গড়ে তুলতে এলজিইডি অন্যতম ভূমিকা রাখছে। গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষিজ-অকৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি, পণ্যের সহজ বাজারজাতকরণ, ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন এবং পরিকল্পিত নগর উন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের অর্থনীতির ভীত শক্তিশালী করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের সুষম উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জনে এলজিইডি'র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ভৌত ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন কর্মকান্ডের পাশাপাশি দারিদ্র্য নিরসন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত মোকাবিলা, পরিবেশ সুরক্ষায় বৃক্ষরোপণের মত কার্যক্রমসমূহ এলজিইডি-কে সার্বজনীন উন্নয়ন সংস্থায় পরিণত করেছে।

২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম ও ২০৪১ সালের মধ্যে দেশকে উন্নত আয়ের দেশে পরিণত করার যে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে এলজিইডি তার বৃহৎ অংশীদার হিসেবে চলমান কার্যক্রমের পাশাপাশি দেশি-বিদেশি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সমন্বয়ে জোরালো ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করি।

আমি এলজিইডি'র 'বার্ষিক প্রতিবেদন' প্রকাশনার সার্বিক সাফল্য কামনা করি এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক

(খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি)

সচিব

স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তায় পল্লি ও শহরাঞ্চলে অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ, ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে কারিগরি সহায়তা প্রদানে কাজ করছে। এসব দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে এলজিইডি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সরকারের জাতীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

"উন্নয়নের গণতন্ত্র শেখ হাসিনার মূলমন্ত্র" এই শ্লোগানকে ধারন করে এলজিইডি কাজ করে যাচ্ছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে ধারাবাহিক সাফল্যের কারণে সরকারের বেশ কিছু মন্ত্রণালয় অবকাঠামো উন্নয়নের দায়িত্ব এলজিইডিকে দিয়েছে, যা অনেক তাৎপর্যের বিষয়।

সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) বাস্তবায়নে ধারাবাহিক সাফল্যের কারণে এলজিইডি প্রতিবছরই বাজেটে বর্ধিতহারে বরাদ্দ পাচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এলজিইডি'র এডিপি বাস্তবায়ন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৯,৩২৪.৪০ কোটি টাকা। সংশোধিত এডিপিতে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১০,৮১৯.৫০ কোটি টাকা, যা মূল এডিপি লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১,৪৯৫.১০ কোটি টাকা বেশি। এলজিইডি মোট ১০,৬৬৬.৯২ কোটি টাকা ব্যবহার করতে সক্ষম হয়, যা পূর্ববর্তী ২০১৫-১৬ অর্থবছরের তুলনায় ১,৬১৫.০০ কোটি টাকা বেশি।

এলজিইডি'র অনুকূলে প্রতিবছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর বরাদ্দ যেমন বাড়ছে, তেমনই বাড়ছে এর বাস্তবায়ন সক্ষমতা। গত পাঁচ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের গড় অগ্রগতি ৯৯%; যা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। এডিপি বাস্তবায়নের পাশাপাশি রাজস্ব বাজেটের আওতায় গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবায়নে এলজিইডি ক্রমাগত সাফল্যের প্রমাণ রেখে চলেছে।

এলজিইডির সাফল্যচিত্র জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতে প্রতিবছরের মতো এবারও এলজিইডি'র বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৬-১৭ প্রকাশিত হচ্ছে। ধারাবাহিক এই উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই। এই বার্ষিক প্রতিবেদনে এলজিইডির বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও অর্জন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যাবে, যা যে কোনও উন্নয়ন সংস্থার জন্য অতি প্রয়োজনীয় একটি দলিল। প্রতিবেদন তৈরীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আবদুল মালেক

প্রধান প্রকৌশলী
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

বাণী

গত শতাব্দির ষাটের দশকে পূর্ত কর্মসূচির মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করে বর্তমানে এলজিইডি পল্লি ও নগর অবকাঠামো উন্নয়নে বিশাল মহিরুহে পরিণত হয়েছে। বহুমাত্রিক প্রকৌশল সংস্থা হিসেবে এলজিইডি পল্লি, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ সেক্টরে কাজ করে থাকে।

দেশব্যাপী এলজিইডির বিস্তৃত সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক রয়েছে। ইতোমধ্যে প্রায় এক লক্ষ আট হাজার কিলোমিটার সড়ক পাকা করা হয়েছে। এসব সড়ক কেবলমাত্র সড়ক নয়; কর্মসংস্থান, জীবিকা ও উন্নততর জীবনের অবলম্বন। নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামগুলোকে উন্নয়নের মহাসড়কের সঙ্গে সংযুক্ত করতে এলজিইডি এসব সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ করছে, যা খুলে দিয়েছে উন্নয়নের নতুন দিগন্ত।

গ্রামীণ অর্থনীতিকে গতিশীল রাখতে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার পাশাপাশি হাট-বাজারের উন্নয়ন অপরিহার্য। এলজিইডি নির্মিত গ্রোথ সেন্টার/গ্রামীণ হাট-বাজার একদিকে যেমন স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্যকে সম্প্রসারণ করছে, অন্যদিকে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে দুঃস্থ নারী-পুরুষের জন্য।

এলজিইডি প্রতিবছর অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে যে সম্পদ তৈরী করছে, উন্নয়নকে টেকসই করতে প্রতিবছর রাজস্ব বাজেট ও উন্নয়ন প্রকল্পে এসব অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে। একইসঙ্গে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী সাম্প্রতিক সময়ে সড়কের পাশে তালগাছ লাগানো হচ্ছে। উল্লেখ্য, জলবায়ু পরিবর্তন জনিত অভিঘাত মোকাবেলায় এলজিইডি পরিবেশ বান্ধব ও জলবায়ু সহিঞ্চু অবকাঠামো নির্মাণেও কাজ করছে।

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান নগরায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একুশ শতকের উপযোগী পরিকল্পিত নগর গড়তে এলজিইডির রয়েছে নানা উদ্যোগ। বিভিন্ন নগর উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে পৌর এলাকার নাগরিক সুবিধা বাড়াতে এবং সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার নগর পরিকল্পনা, তথ্য প্রযুক্তি, সুশাসন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষতা উন্নয়নে কাজ করছে এলজিইডি।

ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মাধ্যমে এলজিইডি দেশব্যাপী সেচ সম্প্রসারণ, শস্য বহুমুখিকরণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, পুষ্টি উন্নয়ন এবং একইসঙ্গে কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে কাজ করছে। সারাদেশে এ পর্যন্ত প্রায় এগারোশ' ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

সরকারের রূপকল্প ২০২১ এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) অর্জনে নিবিড়ভাবে কাজ করছে এলজিইডি।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে এলজিইডির কার্যক্রমসমূহ একটি ফ্রেমে ধারণ করতে প্রতিবছরের মতো এবারও এলজিইডির বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে। এই প্রতিবেদনে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এলজিইডির সাফল্যচিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। যারা এই বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতে কাজ করেছেন আমি সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ চিরজীবি হোক

(শ্যামা প্রসাদ অধিকারী)

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

এলজিইডি সদর দপ্তরে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল

সাফল্যের স্বর্ণালী সময়

৫ নভেম্বর ২০১৬ তারিখে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে "জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৪" অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক "কৃষিভিত্তিক/সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন"শ্রেণিতে পুরস্কার গ্রহণ করেন এলজিইডি'র অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের আওতায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন গনকা গ্রামের অগ্রণী সেচ উপ-প্রকল্পের সম্পাদক জনাব এনামুল হক।

খন্দকার মোশাররফ হোসেন, মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, কুষ্টিয়া-হরিপুর সংযোগ সড়কের গড়াই নদীর উপর নির্মিত ৬০৪ মিটার (ভায়াডাক্টসহ) দীর্ঘ শেখ রাসেল সেতুর শুভ উদ্বোধন করেন।

সূচিপত্র

বর্ণনা	পৃষ্ঠা
২০১৬-১৭ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত উন্নয়ন কর্মকান্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন	
পটভূমি	
এলজিইডি'র মূখ্য অধিক্ষেত্র	
প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়িত এলজিইডি'র কর্মকান্ড	
অন্যান্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত এলজিইডি'র ভৌত কর্মকান্ড	
এলজিইডি সদর দপ্তরে স্থাপিত বিভিন্ন ইউনিটসমূহ	
২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক পরিচালিত প্রধান প্রধান কার্যক্রম ঃ	
প্রশাসনিক ইউনিট	
প্রশাসনিক	
কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদান	
নতুন নিয়োগ	
পদোন্নতি	
প্রশাসনিক শৃঙ্খলাজনিত কার্যক্রম	
আইন সংক্রান্ত	
রাজস্ব আয়	
আর্থিক কার্যক্রম নিরীক্ষা (অডিট)	
ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি (আইসিটি) ইউনিট	
ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (MIS)	
জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম (GIS)	
পরিকল্পনা ইউনিট	
ডিজাইন ইউনিট	
ব্রিজ ডিজাইন সংক্রান্ত কাজ	
ভবন ডিজাইন সংক্রান্ত কাজ	
২০১৬-১৭ অর্থবছরে ডিজাইন ইউনিট কর্তৃক ডিজাইনকৃত কতিপয় ভবনের ত্রি-মাত্রিক মডেল	
প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ণ ইউনিট	
প্রতিবেদন প্রণয়ন	
মাসিক প্রাক-পর্যালোচনা সভা	
মাসিক পর্যালোচনা সভা	
এলজিইডি'র উন্নয়ন কর্মকান্ডের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা	
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীবর্গ এবং জাতীয় সংসদের জন্য তথ্য সরবরাহ	
পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ পর্যালোচনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ	
২০১৬-১৭ অর্থ বছরে পরিদর্শন টীমসমূহের প্রদত্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ	
২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভৌত কর্মসূচি বাস্তবায়ন	
অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কর্মকান্ডে এলজিইডি'র সম্পৃক্ততা	
২০১৬-১৭ অর্থবছরে কৃষি সেক্টরের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম	
২০১৬-১৭ অর্থ বছরে পানি সম্পদ সেক্টরের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম	
২০১৬-১৭ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ	
২০১৬-১৭ অর্থবছরে অনুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ	

কিছু স্মরণীয় মূহুর্ত
২০১৫-১৬ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত পল্লি অবকাঠামোসমূহের সচিত্র প্রতিবেদন
সড়ক উন্নয়ন
২০১৬-১৭ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক কয়েকটি উন্নীত সড়কের আলোকচিত্র
ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ
গ্রোথ-সেন্টার/হাট-বাজার উন্নয়ন
ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ
উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ ও সম্প্রসারণ
বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি
রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট
রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম
রক্ষণাবেক্ষণ বরাদ্দ ও ব্যয়
নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট
নগর ব্যবস্থাপনা
অবকাঠামো উন্নয়ন
এলজিইডি'র নগর সেক্টরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ
নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম
মগবাজার-মৌচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্প
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতুর নক্শা প্রণয়ন
কুয়াকাটা পর্যটন উন্নয়ন মহাপরিকল্পনার অনুমোদন, গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ এবং গেজেট নোটিফিকেশন সম্পন্ন
খিলগাঁও ফ্লাইওভারের লুপ নির্মাণ (সায়েদাবাদ প্রান্তে) প্রকল্প
তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প-৩
অগ্রগতি
ইউজিআইআইপি-৩ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামোর চিত্র
নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প
নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প
নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ/কর্মশালা, বৈদেশিক মিশন ও উল্লেখযোগ্য সাফল্যঃ
(ক) প্রশিক্ষণ/কর্মশালা
নারী কাউন্সিলরসহ পৌরসভার কর্মকর্তাদের জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণ
নারী কাউন্সিলরসহ পৌরসভার কর্মকর্তা এবং ঠিকাদারদের Safeguard, GAP Implementation & Monitoring বিষয়ক Refresher প্রশিক্ষণ
খ) মিশন
রিভিউ মিশন
কেএফডব্লিউ মিশন
গ) উল্লেখযোগ্য সাফল্য
নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) কর্তৃক পুরস্কৃত
নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় পূর্তকাজের কিছু আলোকচিত্র
নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট
ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প
উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প
নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন অর্জন
পরিচালন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

দক্ষতা বৃদ্ধি
কম্পিউটারাইজেশন
পরিকল্পিত নগরায়ণে সহায়তা
কমিউনিটি মবিলাইজেশন
তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার
নগর ব্যবস্থাপনা সাপোর্ট ইউনিট (UMSU) কর্তৃক সম্পাদিত প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম ঃ
প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে অবস্থিত এ টু আই প্রোগ্রামের সহিত সম্পৃক্ত কার্যক্রম
স্থানীয় সরকার বিভাগের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট
পরিকল্পনা ও ডিজাইন সেকশন (আইডব্লিউআরএম)
উপ-প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ
ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পসমূহ
বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প
অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প
খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প
দূর্যোগ মোকাবেলা করে কৃষকদের মুখে হাসি ফোটানোর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সুনামগঞ্জ জেলায় এলজিইডি কর্তৃক নির্মিত ঘাঘটিয়া ও গজারিয়া খাল রাবার ড্যাম।
পূর্ণভবা নদী ধন্যসাহারঘাট রাবার ড্যামের হস্তান্তর অনুষ্ঠান সম্পন্ন ও কার্যক্রম শুরু হলো
রাজস্ব বাজেটের আওতায় সেচ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম
জাইকা'র কারিগরী সহায়তা প্রকল্প
প্রশিক্ষণ ইউনিট
প্রশিক্ষণ
অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
রাজস্ব বাজেটভুক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
উন্নয়ন বাজেটভুক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালা সংক্রান্ত তথ্যাদি
প্রকিউরমেন্ট ইউনিট
অবকাঠামোগত অগ্রগতি (Infrastructural Progress)
মানব সম্পদ উন্নয়ন (Capacity Building)
মান নিয়ন্ত্রণ ইউনিট
মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীর বিবরণ
মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীতে বিদ্যমান পরীক্ষা সুবিধাদি
মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীসমূহে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সংগৃহীত যন্ত্রপাতি
মান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ
ল্যাবরেটরী পরীক্ষা সংক্রান্ত সরকারী ফি আদায় সংক্রান্ত মনিটরিং
প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা ইউনিট
২০১৬-১৭ অর্থবছরে দারিদ্র্য বিমোচনে এলজিইডি'র সাফল্য
পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন
রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেইনটেনেন্স প্রোগ্রাম-২ শীর্ষক প্রোগ্রামের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন
হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (HFMLIP), এলজিইডি অংশ
জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন প্রকল্প
হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (হিলিপ)

মানবসম্পদ উন্নয়ন
IFAD মিশণ কর্তৃক হিলিপ কার্য এলাকা পরিদর্শন
বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির সহায়তায় দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাবসহন প্রকল্প
২০১৬-১৭ অর্থবছরের অর্জন
দুর্যোগ সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রমসমূহ ঃ
লোকাল লেভেল প্ল্যানিং
দুর্যোগ মোকাবেলা সক্ষম অবকাঠামো
দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ ও আত্মকর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ
উৎপাদন মুখী বিনিয়োগের জন্য অনুদান
কর্মসূচি বাস্তবায়নে মহিলাদের অংশগ্রহণ
বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রকল্পের কাজের মূল্যায়ন
IFFRI প্রতিবেদনের উদ্ধৃতাংশ
অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন
নগর উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন
অন্যান্য কর্মকান্ডের মাধ্যমে সৃষ্ট কর্মসংস্থান এবং দারিদ্র বিমোচন
মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে এলজিইডি
এলজিইডি'র বিশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ কর্মকান্ড
রাবার ড্যাম কৃষি উৎপাদনে একটি বাস্তবতা
ই-গভর্ণমেন্ট প্রকিউরমেন্ট
জেণ্ডার ও উন্নয়ন (GAD)
ডে-কেয়ার সেন্টার
আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৭ উদ্‌যাপন
জেণ্ডার কার্যক্রমে সফল ব্যক্তিদের সম্মাননা প্রদান
''কাইজেন'' কার্যক্রম
২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাতীয় অনুষ্ঠানে এলজিইডি'র অংশগ্রহণ
২০১৬-১৭ অর্থবছরে এলজিইডি'র উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গোপালগঞ্জ জেলার টুংগীপাড়া পৌরসভায় "শেখ রাসেল পৌর শিশু পার্ক" নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজের সাতরাস্তা মোড় থেকে এফডিসি মোড়, মগবাজার মোড় হয়ে হলিফ্যামিলি পর্যন্ত অংশের শুভ উদ্বোধন
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গোপালগঞ্জ সদর উপজেলায় গোপালগঞ্জ-সিংগাতি রাস্তায় মধুমতি নদীর ওপর চাপাইল ঘাটে ৫৮৮.৬৫ মিটার দীর্ঘ প্রিস্ট্রেসড কংক্রীট গার্ডার সেতুর শুভ উদ্বোধন
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক রাজধানীর পূর্বাংশ থেকে কেন্দ্রস্থলে যান চলাচলের সুবিধার্থে খিলগাঁও ফ্লাইওভারের সায়েদাবাদ প্রান্তের নবনির্মিত লুপটির ফলোক উন্মোচন
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলায় বংশাই নদীর ওপর নির্মিত ৩০০মিটার দীর্ঘ সেতু এবং লৌহজং নদীর ওপর নির্মিত ৪০০ মিটার দীর্ঘ সেতর শুভ উদ্বোধন
২০১৫-১৬ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক স্বাক্ষরিত উল্লেখযোগ্য চুক্তিসমূহ
স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এর মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর
বাংলাদেশ এবং ডেনমার্ক সরকারের মধ্যে অনুদান চুক্তি স্বাক্ষর
২০১৫-১৬ অর্থবছরে এলজিইডি'র অর্জন/প্রাপ্ত প্রশংসা
ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট এর নিকট থেকে "শ্রেষ্ঠ জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা" ক্যাটাগরীতে সম্মাননা সদন প্রাপ্তি
এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) থেকে 'Annual Performance Recognition Award 2015' প্রাপ্তি
ইফাদ ঘোষিত 'আউটস্ট্যান্ডিং প্রোজেক্ট ইন বাংলাদেশ' ২০১৫ অর্জন করলো সিসিআরআইপি

Abbreviations:

ADB	-	Asian Development Bank
ADP	-	Annual Development Progamme
BARI	-	Bangladesh Agricultural Research Institute
BIM	-	Bangladesh Institute of Management
BRRI	-	Bangladesh Rice Research Institute
CBO	-	Community Based Organization
CDC	-	Community Development Committee
CDD	-	Community Driven Development
CDTA	-	Capacity Development Technical Assistance
CFW	-	Cash For Work
CIDA	-	Canadian International Development Agency
CMSU	-	Central Municipal Support Unit
CPT	-	Cone Penetration Test
CPTU	-	Central Procurement Technical Unit
CPWF	-	Challenge Program on Water and Food
DAE	-	Department of Agricultural Extension
DANIDA	-	Danish International Development Agency
DFC	-	Danida Fellowship Centre
DFID	-	Department for International Development
DLS	-	Department of Livestock Services
DPEC	-	Departmental Project Evaluation Committee
ECNEC	-	Executive Committee of the National Economic Council
E-GP	-	Electronic Government Procurement
ERD	-	Economic Relations Division
ESCB	-	Engineering Staff College, Bangladesh
FAPAD	-	Foreign Aided Project Audit Directorate
FSDD	-	Feasibility Study and Detailed Design
GAD	-	Gender and Development
GAP	-	Gender Action Plan
GAAP	-	Governance and Accountability Action Plan
GICD	-	Governance Improvement & Capacity Development
GIS	-	Geographic Information System
GIZ	-	Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
ICT	-	Information and Communication Technology
IDA	-	International Development Association
IDB	-	Islamic Development Bank
IEB	-	Indian Economy Blog
IEI	-	Institution of Engineers (India)
IFAD	-	International Fund for Agricultural Development
IMED	-	Implementation, Monitoring and Evaluation Division
JDCF	-	Japan Debt Cancellation Fund
JFPR	-	Japan Fund for Poverty Reduction
JICA	-	Japan International Cooperation Agency
KfW	-	Kreditanstalt für Wiederaufbau

LGED	-	Local Government Engineering Department
LAN	-	Local Area Network
LCS	-	Labour Contracting Societies
MIS	-	Management Information System
MSU	-	Municipal Support Unit
NORAD	-	Norwegian Agency for Development Cooperation
OFID	-	OPEC Fund for International Development
ORAF	-	Operational Risk Assessment Framework
UMPS	-	Urban Management Policy Statement
PBMC	-	Performance Based Maintenance Contract
PCR	-	Project Completion Report
PEC	-	Project Evaluation Committee
PPRP-II	-	Second Public Procurement Reform Project
PPR-2008	-	The Public Procurement Rules, 2008
PRA	-	Participatory Rural Appraisal
PROMIS	-	Procurement Management Information System
RERMP	-	Rural Employment and Road Maintenance Programme
RDS	-	Rural Development Strategy
RFLDC	-	Regional Fisheries and Livestock Development Component
HILIP	-	Haor Infrastructure and Livelihood Improvement Project
HFMLIP	-	Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project ()
RTIP-II	-	Second Rural Transport Improvement Project
RUMSU	-	Regional Urban Management Support Unit
SCG	-	Savings and Credit Group
SFD	-	Saudi Fund for Development
SIC	-	Slum Improvement Committee
SWBRDP	-	South-West Bangladesh Rural Infrastructure Development Project
TLCC	-	Town Level Coordination Committee
UGIAP	-	Urban Governance Improvement Program
UGIIP-II	-	Second Urban Governance and Infrastructure Improvement Project
PSSWRSP	-	Participatory Small Scale Water Resources Sector Project
UK	-	United Kingdom
UNDP	-	United Nations Development Program
UMSU	-	Urban Management Support Unit
USAID	-	United States Agency for International Development
TA MSP-2	-	Technical Assistance for Municipal Services Project-2
WAN	-	Wide Area Network
WFP	-	World Food Program
WLCC	-	Ward Level Coordination Committee

২০১৬-১৭ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত উন্নয়ন কর্মকান্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন

পটভূমি

দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার দূরদৃষ্টি সম্পন্ন একটি পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা স্থাপন করেছেন এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণের ফলে ইতোমধ্যেই উল্লেখযোগ্য হারে দরিদ্রতা হ্রাস করতে সফল হয়েছেন। দরিদ্রতা হ্রাসের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার মূখ্য উপকরণগুলির মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন অন্যতম। বাংলাদেশ একটি কৃষি নির্ভরশীল দেশ হওয়ায় এর অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনের ক্ষেত্রে কৃষিপণ্য উৎপাদন এবং তার যথাযথ বিপণন একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্থল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর যা 'এলজিইডি' নামে সমধিক পরিচিত, দেশের এরূপ স্থল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে, বিশেষ করে প্রত্যন্ত পল্লি অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রে। তবে শুধুমাত্র পল্লি অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের মধ্যেই এলজিইডি'র দায়িত্ব সীমাবদ্ধ নয় - নগর অঞ্চলের অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণসহ কৃষি উৎপাদন সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নেও এলজিইডি কার্যকর ভূমিকা রাখছে। এছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ, সম্প্রসারণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রেও এলজিইডি একটি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছে। উপরন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার অংশ হিসাবে দুর্যোগপ্রবণ এলাকাবাসিদের দুর্যোগকালীন নিরাপত্তা বিধানে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণও এলজিইডি'র একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের ভোক্তাগণকে সম্পৃক্ত করে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে উপকারভোগীদের কাছে সুফল পৌঁছে দেয়াই এলজিইডি'র মূল নীতি। এভাবেই সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল-এ পৌঁছানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রতিটি এলাকা ও স্তরের জনমানুষের, বিশেষ করে হত-দরিদ্রের জীবন মান উন্নয়নে সুস্পষ্ট অবদান রেখে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে সরকারের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে এলজিইডি তার দায়িত্বাবলী পূর্ণ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে চলেছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং সরকার কর্তৃক প্রণীত ৭ম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনাকে অনুসরণ করে সমগ্র দেশের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপের অংশ হিসাবে এলজিইডি উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে। এই প্রতিবেদন মূলতঃ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সরকার কর্তৃক বরাদ্দের প্রেক্ষিতে এলজিইডি কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সেক্টর ভিত্তিক প্রকল্পসমূহের অধীনে বাস্তবায়িত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডসমূহে ব্যয়িত অর্থের বিবরণসহ একটি বাৎসরিক ক্ষতিয়ান। রাজস্ব অর্থে পরিচালিত সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির তথ্যাদি, এলজিইডি'র প্রশাসনিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং বাস্তবায়িত নির্মাণ কার্যক্রমের গুণগত মান রক্ষা সম্পর্কিত তথ্যাদিও এই প্রতিবেদনে প্রদর্শিত হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে পরিচালিত এলজিইডি'র সার্বিক কর্মকান্ড সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা প্রদানের জন্য এই প্রতিবেদন প্রণয়নে প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে।

এলজিইডি'র মূখ্য অধিক্ষেত্র

এলজিইডি কর্তৃক প্রতিপালিত দায়িত্বসমূহের মধ্যে প্রধান প্রধান কর্মকান্ড নিচে প্রদত্ত অনুচিত্রে প্রদর্শিত হয়েছে।

প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়িত এলজিইডি'র কর্মকান্ড

এলজিইডি'র উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হিসাবে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় পরিচালিত। প্রধানতঃ গ্রামীণ, নগর এবং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নের উপর পরিকল্পিত ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন/রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি এলজিইডি কর্তৃক পরিচালিত এবং বাস্তবায়িত হয়ে থাকে, যে সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা নিচের সারনিতে প্রদত্ত হয়েছে।

এলজিইডি'র প্রধান প্রধান কর্মকান্ড

গ্রামীণ অবকাঠামো	নগর অবকাঠামো	ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন
সড়ক, ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ/ পুনর্বাসন/রক্ষণাবেক্ষণ গ্রোথসেন্টার/হাটবাজার উন্নয়ন/ সংস্কার ঘাট/জেটি নির্মাণ ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নির্মাণ উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ ঘূর্ণিঝড়/বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ বৃক্ষরোপণ	সড়ক/ফুটপাত নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ নর্দমা নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ বাস/ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ বাজার উন্নয়ন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কমিউনিটি ল্যাট্রিন/স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মাণ ক্ষুদ্র-ঋণ কর্মসূচি	স্লুইস গেট নির্মাণ রাবার ড্যাম নির্মাণ খাল খনন ও পুনঃখনন বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা

অন্যান্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত এলজিইডি'র ভৌত কর্মকান্ড

স্থানীয় সরকার বিভাগের কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি কৃষি মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উন্নয়ন প্রকল্প এলজিইডি সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবায়ন করে আসছে। এরূপ প্রকল্পের ভৌত অঙ্গসমূহের বিবরণ নিম্নরূপঃ

অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় এলজিইডি'র কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান ভৌত অংগ

অংগের নাম
সড়ক, ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ
বাজার উন্নয়ন
ল্যান্ডিং স্টেজ/ঘাট/জেটি নির্মাণ
রাবার ড্যাম নির্মাণ
রেগুলেটর নির্মাণ
ড্রেন নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/মেরামত
ভূমিহীন অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের বাসস্থান নির্মাণ
উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ
মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ,
কমিউনিটি ল্যাট্রিন/সেপটিক ট্যাংক/টয়লেট/পাবলিক টয়লেট নির্মাণ
চর এলাকায় সাইক্লোন সেল্টার ও কিল্লা নির্মাণ
প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ, অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ ও ২/৩ কক্ষ সম্প্রসারণ
পিটিআই ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ

বর্ণিত কর্মসূচিসহ অন্যান্য কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি) ও অন্যান্য মন্ত্রণালয় হতে উন্নয়ন ও রাজস্ব বাজেটের আওতায় এলজিইডি'র অনুকূলে প্রদত্ত মোট অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ১৪,১২৯.০০ কোটি টাকা। প্রাপ্ত বরাদ্দের মধ্যে ১৩,৭৪৬.০০ কোটি টাকার উন্নয়ন কাজ এলজিইডি বাস্তবায়ন করেছে যা বাংলাদেশ সরকারের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মোট বাজেটের (১,১০,৭০০.০০ কোটি টাকা) শতকরা ১২.৪২ ভাগ। নিচে প্রদর্শিত পাইচিত্রে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগ, অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও রাজস্ব কর্মসূচির প্রেক্ষিতে এলজিইডি'র অনুকূলে সেক্টরওয়ারী অর্থ বরাদ্দের আনুপাতিক হার প্রদর্শিত হয়েছে।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে এলজিইডি'র অনুকূলে অর্থ বরাদ্দের আনুপাতিক চিত্র

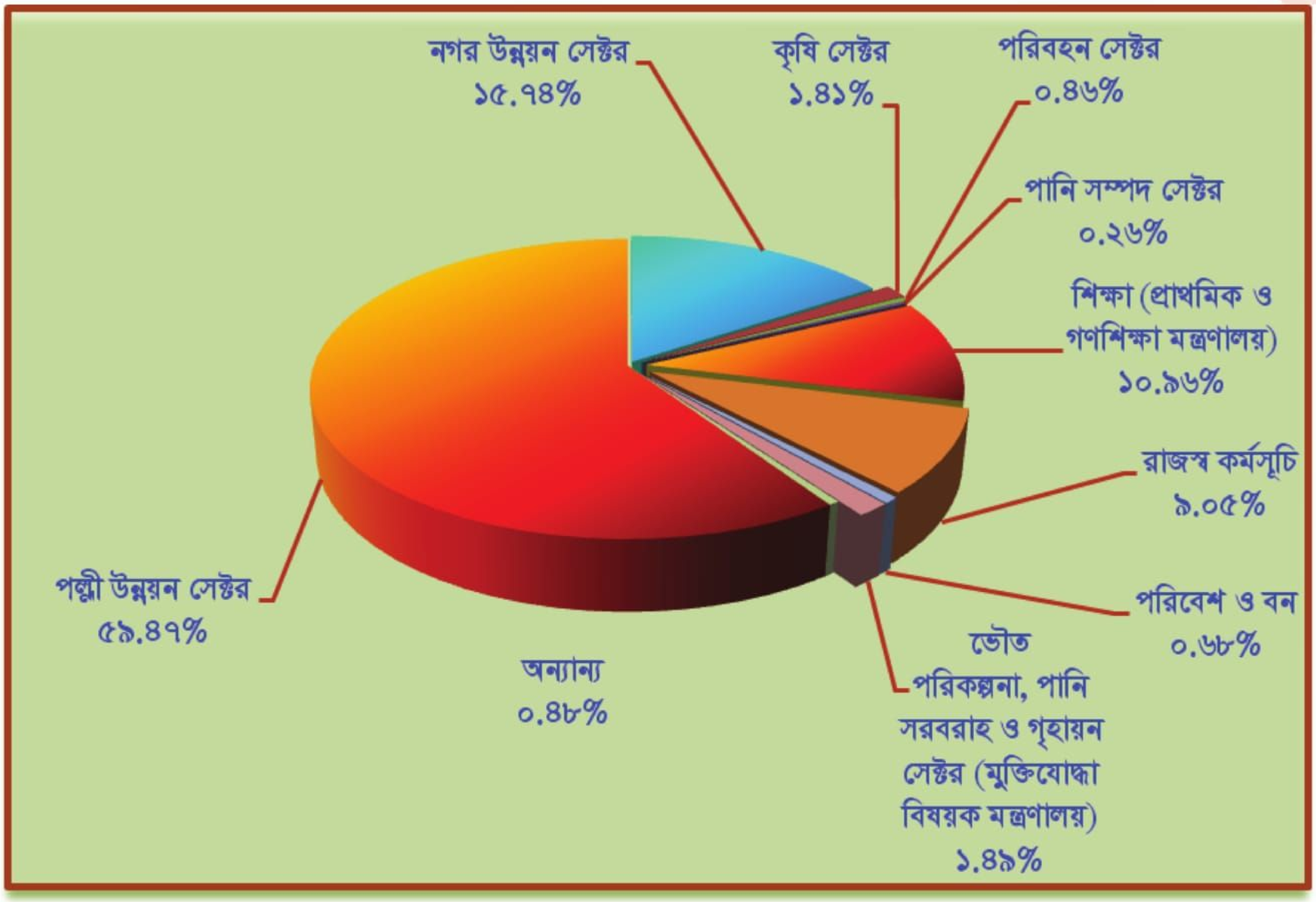

এলজিইডি সদর দপ্তরে স্থাপিত বিভিন্ন ইউনিটসমূহ

এলজিইডি'র সদর দপ্তরে স্থাপিত নিচের বক্সে প্রদর্শিত ১১ টি ইউনিটের মাধ্যমে এলজিইডি তার উপর অর্পিত সকল দায়িত্বাবলী পালন করে। প্রত্যেকটি ইউনিটই তাদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত যাবতীয় কর্মকান্ড পূর্ণ সক্রিয়তার সঙ্গে একটি নিয়মতান্ত্রিক ও যথোপযোগী পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে পরিচালনা করে থাকে এবং ইউনিটের পূর্ণ কার্যকারিতা নিশ্চিত করে।

এলজিইডি'র সদর দপ্তরে স্থাপিত ইউনিটসমূহ

১) প্রশাসনিক
২) ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি (আইসিটি)
৩) পরিকল্পনা
৪) ডিজাইন
৫) প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন
৬) রক্ষণাবেক্ষণ
৭) নগর ব্যবস্থাপনা
৮) পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (পরিকল্পনা ও ডিজাইন)
৯) পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)
১০) প্রশিক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ
১১) প্রকিউরমেন্ট

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক পরিচালিত প্রধান প্রধান কার্যক্রম

প্রশাসনিক ইউনিট

প্রশাসনিক

সদর দপ্তর পর্যায়ে ২১৯ জন (মোট জনবলের ১.৯৬%), ৭টি বিভাগের ৬০ জন (মোট জনবলের ০.৫৪%), ১৪টি আঞ্চলিক পর্যায়ে ১৪০জন (মোট জনবলের ১.২৫%), জেলা পর্যায়ে ১,২৮২ জন (মোট জনবলের ১১.৪৬%), জেলা পরিষদে (প্রেষণে) ২০৪ জন (মোট জনবলের ১.৮৩%) এবং উপজেলা পর্যায়ে ৯,২৭৯ জন (মোট জনবলের ৮৩%), অর্থাৎ সর্বমোট ১১,১৮৪ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী সমন্বয়ে এলজিইডির সাংগঠনিক কাঠামো গঠিত। এই সমস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দই তাদের আনুগত্য , প্রতিশ্রুতি, নিষ্ঠা, সততা এবং উচ্চ কর্মদক্ষতা দিয়েই এলজিইডির উপর অর্পিত সকল দায়িত্ববলী যথাসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে সুচারুরূপে সম্পন্ন করে থাকেন। এলজিইডির সর্বোচ্চ পদ অর্থাৎ প্রধান প্রকৌশলী পদে বর্তমানে জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী অত্যন্ত দায়িত্বশীলতা ও দক্ষতার সঙ্গে তার দায়িত্ববলী পালনে সম্পূর্ণ সচেষ্ট।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রশাসনিক ইউনিটের মাধ্যমে অর্জিত সাফল্য সম্পর্কিত প্রধান প্রধান কার্যাদি সংক্ষিপ্ত আকারে নিচে বিবৃত হয়েছে।

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদান

নতুন নিয়োগ

২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২৬ জন সহকারী প্রকৌশলী/উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

পদোন্নতি

- নির্বাহী প্রকৌশলী হতে ২১ জনকে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হিসেবে চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।
- সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী হতে ৬৮ জনকে নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।
- উপ-সহকারী প্রকৌশলী হতে ৫৮ জনকে সহকারী প্রকৌশলী/উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদানের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে পিএসসিতে সুপারিশ প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রশাসনিক শৃঙ্খলাজনিত কার্যক্রম

কর্তব্যকর্মে অবহেলা কিংবা উন্নয়ন কাজে পরিলক্ষিত ত্রুটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে পরিদর্শন টীম বা তদন্ত কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের অংশ হিসেবে অপরাধ ভেদে বিভিন্ন মাত্রার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। জুলাই ২০১৬ থেকে জুন ২০১৭ সময়ে এলজিইডির ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মোট ২৭টি বিভাগীয় মামলা দায়েরের প্রস্তাব করার প্রেক্ষিতে ১ জনকে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক চাকুরী হতে অবসান ঘটানো হয়েছে, ১২ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে, ২ জনকে অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে এবং ১২টি মামলা চলমান রয়েছে। এলজিইডির ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ২১টি বিভাগীয় মামলার বিপরীতে ৫ জনকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে, ১ জন চাকুরীচ্যুত, ৮ জনের উপর বিভিন্ন ধরনের শাস্তি আরোপ করা হয়েছে এবং ৭টি বিভাগীয় মামলার চলমান আছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দাপ্তরিক শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত মামলাসমূহের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিম্নরূপঃ

১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা

ক্রমিক নং	পদের নাম	মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মামলা		অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা
			অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদানের সংখ্যা	শাস্তি আরোপের সংখ্যা	
১)	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক, নির্বাহী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলী ও সহকারী প্রকৌশলী	২৭	২	১৩	১২

২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারী

ক্রমিক নং	পদের নাম	মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মামলা		অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা
			অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদানের সংখ্যা	শাস্তি আরোপের সংখ্যা	
১)	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	১৮	৪	৮	৬
২)	নক্সাকার (উপ-সহকারী প্রকৌশলী)	৩	১	১	১
	মোট	২১	৫	৯	৭

এলজিইডি'র উন্নয়নমূলক কাজ সুষ্ঠু বাস্তবায়নে বা প্রশাসনিক কার্যাবলী পরিচালনায় পরিলক্ষিত ব্যর্থতার অভিযোগে ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা ৬৯ জন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ১৮ জন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে প্রাথমিকভাবে কৈফিয়ত তলব করা হয় । এ সম্পর্কিত তথ্যাদি নিচের সরণিতে প্রদর্শিত হয়েছে ।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে কৈফিয়ত তলব সংক্রান্ত তথ্যাদি

ক্রমিক নং	পদের নাম	কৈফিয়ত তলবের সংখ্যা
১)	অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক, নির্বাহী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলী ও সহকারী প্রকৌশলী ও উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী	৬৯
২)	উপ-সহকরী প্রকৌশলী	১৭
৩)	নক্সাকার(উপ-সহকারী প্রকৌশলী)	১
	মোট	৮৭

আইন সংক্রান্ত

প্রতিষ্ঠার পর থেকে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের কাজের পরিধি বৃদ্ধির সাথে সাথে সাংগঠনিক কলেবর বৃদ্ধি পেতে থাকে। জনবল ও কাজের বৃদ্ধির সাথে সাথে নানা প্রকার আইনি জটিলতাও একই সাথে বাড়তে থাকে। সেই প্রেক্ষাপটে, সর্বত্র আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও জনগণের সম্পদ ব্যবহারে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২০০৯ সালে সদর দপ্তরে আইন ইউনিটের কার্যক্রম শুরু হয়।

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশাসন) এর তত্ত্বাবধানে একজন নির্বাহী প্রকৌশলী, এক জন সহকারী প্রকৌশলী এবং একজন আইনজীবী সহ মোট ০৯ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী সমন্বয়ে আইন ইউনিট পরিচালিত হচ্ছে। সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ অনুযায়ী বিভিন্ন বিভাগীয় মামলায় প্রদত্ত শাস্তির বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বিভিন্ন মামলা, উন্নয়ন প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের রাজস্ব বাজেটে আত্মীকরণ মামলা, উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়নের জন্য জমি অধিগ্রহণ, দরপত্র গ্রহণ, দরপত্র চুক্তি বাস্তবায়ন, দরপত্র চুক্তি বাতিল ও তা থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন মামলা এই ইউনিট পরিচালনা ও সমন্বয় করে থাকে।

এই প্রতিষ্ঠানটি যে সমস্ত মামলা মোকাবেলা করে, তা সাধারণত তিন প্রকার আদালত এর আওতাভূক্ত। মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ও আপীল বিভাগ, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ও জেলা জজ কোর্ট এর বিভিন্ন শ্রেনীর কোর্ট।

শুরু থেকে এ পর্যন্ত মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে মোট ৭৮০টি মামলা দাখিল হয় যার মধ্যে প্রায় ৩৮৪টি মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে এবং ৩৯৬টি মামলা অনিষ্পন্ন অবস্থায় আছে।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে হাইকোর্ট বিভাগে ৪০টি রীট মামলা হয়েছে। ৫টি রীট মামলার শুনানী এবং নিস্পত্তি হয়েছে। যার মধ্যে ২টি সরকারের পক্ষে এবং ৩টি সরকারের বিপক্ষে রায় হয়েছে।

সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৪টি সিপি মামলা হয়েছে। তবে এই অর্থ বছরে পূর্বে দাখিলকৃত ৯টি সিপি মামলার শুনানী এবং নিস্পত্তি হয়েছে। যারমধ্যে ২টি সরকারের পক্ষে এবং ৭টি (Discharge by Time barred) সরকারের বিপক্ষে রয়েছে।

এছাড়া সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৪টি সিএমপি মামলা হয়েছে। ৪টি সিএমপি মামলার শুনানী এবং নিস্পত্তি হয়েছে। যারমধ্যে ৪টি সরকারের পক্ষে রায় হয়েছে।

শুরু থেকে এ পর্যন্ত প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে মোট ৬৭টি মামলা হয়েছে। উক্ত ৬৭টি মামলার মধ্যে ৩২টি মামলা নিস্পত্তি হয়েছে। যার মধ্যে ১৩টি মামলার রায় সরকারের পক্ষে এবং ১৯টি মামলার রায় সরকারের বিপক্ষে হয়েছে। বর্তমানে ৩৫টি মামলা চলমান রয়েছে।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ১৩টি এবং ২টি সহ মোট ১৫টি মামলা হয়েছে।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে শুনানী ও নিস্পত্তি হয়েছে মোট ৮টি মামলা। যাহা সরকারের পক্ষে ৩টি এবং সরকারের বিপক্ষে ৫টি রায় হয়েছে।

এছাড়াও অত্র আইন ইউনিটের পরামর্শ ও সহযোগীতায় বিভিন্ন জেলায়, ঠিকাদারের কার্যাদেশ বাতিল ও কালো তালিকাভুক্তি আদেশের উপর আদালতের প্রদত্ত স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার সহ প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য, ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে, মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ, তার এক যুগান্তকারী রায়ে সংবিধানের ১১৭ অনুচ্ছেদেও আওতাধীন, চাকুরী ও তার বিভিন্ন শর্ত সংক্রান্ত সকল মামলা, হাইকোর্ট এর পরিবর্তে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে দাখিলের নির্দেশনা প্রদান করেছেন। যার ফলে চাকুরী সংক্রান্ত বিভিন্ন মামলা মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ খারিজ করে দিচ্ছেন। ফলে এ সংক্রান্ত রীট মামলার সংখ্যা দ্রুত কমে যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের সর্বক্ষেত্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, কারিগরী জ্ঞানের পাশাপাশি আইনে প্রাজ্ঞ ও দূরদর্শী প্রধান প্রকৌশলী, জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী মহোদয়ের নেতৃত্বে তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ ও দিক নির্দেশনায় বিভিন্ন মামলার অধিকাংশ রায়/আদেশ সরকার/এলজিইডি'র পক্ষে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে।

রাজস্ব আয়

২০১৬-১৭ অর্থ বৎসরে জন্য এলজিইডি রাজস্ব আয়ের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১৯০.৩৪ কোটি টাকা। অর্থবছর শেষে বিভিন্ন আয়ের উৎস যেমন-বিক্রয়, ল্যাব টেষ্ট ফি, যানবাহন/রোড রোলার ভাড়া ইত্যাদি থেকে মোট রাজস্ব প্রাপ্তি ২৪২.৮৭ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৬.৯৪% বেশী।

২০১৬-১৭ অর্থবছরের রাজস্ব আয় সংক্রান্ত তথ্যাদি

(হাজার টাকায়)

ক্রমিক নং	আয়ের উৎস	২০১৬-১৭ অর্থ বৎসর		শতকরা হার
		আয়ের লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত আয়	
১	২	৩	৪	৫
১	কোম্পানী সমূহের রেজিষ্টেশন ফি (ঠিকাদারী লাইসেন্স তালিকাভূক্তি)	৩,১০,০০	২,০৩,৮১	৬৫.৭৫
২	লাইসেন্স ফি (লাইসেন্স নবায়ন ফি)	৭,৫০,০০	৩,৬৩,৮১	৪৮.৫১
৩	জরিমানা দন্ড	১৩,০০,০০	৫,০৫,০৭	৩৮.৮৫
৪	বাজেয়াপ্ত করণ	৬,৫০,০০	৪,৫৫,০৭	৭০.০১
৫	পরীক্ষণ ফি (ল্যাবঃ টেষ্ট ফি)	৬৮,০০,০০	৮০,৫২,৯৯	১১৮.৪৩
৬	পরীক্ষা ফি	৫৫,০০	৭১,৮৪	১৩০.৬২
৭	সরকারী যানবাহনের ব্যবহার	২২,০০	৩,০৭	১৩.৯৫
৮	যন্ত্র ও সরমঞ্জামাদির ভাড়া	৩২,০০,০০	২৮,১৯,৫৯	৮৮.১১
৯	টেন্ডার ও অন্যান্য দলিল পত্র	২০,০০,০০	৩,৫৯,০০	১৭.৯৫
১০	অব্যবহৃত দ্রব্যাদি/দলিল পত্র বিক্রয়	১৬,০০,০০	৬৯,৬৩,৭৩	৪৩৫.২৩
১১	অতিরিক্ত প্রদত্ত অর্থ আদায়	৮,০০,০০	১,০৪,২৫	১৩.০৩
১২	অনাবাসিক ভবন সমূহের ভাড়া	১৭,০০	৭,৪৩	৪৩.৭১
১৩	আবাসিক ভবন সমূহের ভাড়া	১৩,০০০	২,০৮,৬৬	১৬০.৫১
১৪	বিবিধ রাজস্ব	১৪,০০,০০	৪১,৭৪,৬৪	২৯৮.১৯
	মোট =	১৯০,৩৪,০০	২৪২,৯০,৪১	১২৭.৬২

আর্থিক কার্যক্রম নিরীক্ষা (অডিট)

সরকারী অর্থের যথাযথ ব্যবহার ও আর্থিক শৃঙ্খলা রক্ষায় নিরীক্ষা কার্যক্রমের উপর এলজিইডি সবিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এজন্য বিভিন্ন পর্যায়ে উত্থাপিত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ FAPAD (বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর) এর সাথে এবং জিওবি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ ও জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীগণ পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের (Works Audit) সাথে সমন্বয় করে অডিট আপত্তির জবাব সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরে প্রেরণ পূর্বক নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন। অডিট আপত্তির গুরুত্ব ভেদে প্রয়োজনে দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপত্তি সমূহ নিষ্পত্তি করা হয়। ২০১৬-২০১৭ অর্থবৎসরে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

- বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের ২০১৫-২০১৬ অর্থবৎসর পর্যন্ত অনিষ্পন্ন ২০১টি ও ২০১৬-১৭ অর্থবৎসরের নতুন ৫৯টিসহ মোট ২৬০টি অডিট আপত্তির মধ্যে ৩২টি নিষ্পত্তি হয়েছে এবং ২২৮টি অনিষ্পন্ন আছে।
- জিওবি প্রকল্পের মোট ৩৩৪টি আপত্তির মধ্যে ২৭৫টি নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা ৫৯টি।
- পূর্ত অডিটের (জেলা পর্যায়) মোট ২৪০৫টি আপত্তির মধ্যে ৬৯০টি নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা ১৭১৫টি।

এলজিইডি'র সূচনাকাল থেকে ২০১৬-১৭ অর্থ বছর পর্যন্ত অডিট সংক্রান্ত তথ্য

অডিট আপত্তির ধরন	বিগত ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অডিট আপত্তির সংখ্যা	ইতোপূর্বে অনিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির সংখ্যা	মোট অডিট আপত্তির সংখ্যা	বিগত বছরে নিষ্পত্তি হওয়া অডিট আপত্তির সংখ্যা	বিগত বছরে নিষ্পত্তি না হওয়া অডিট আপত্তির সংখ্যা	নিষ্পত্তি না হওয়া আপত্তিতে সম্পৃক্ত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প সম্পর্কিত	৫৩০১	২৬০	৫৫৬১	৫৩৩৩	২২৮	২৯৯.৫১
পূর্ত অডিট আপত্তি (জিওবি প্রকল্প) সম্পর্কিত	৮৩৯	৩৩৪	১১৭৩	১১১৪	৫৯	৮৩৮.১০
পূর্ত অডিট আপত্তি (জেলা পর্যায়) সম্পর্কিত	৫৯৪৫	২৪০৫	৮৩৫০	৬৬৩৫	১৭১৫	৪৬৪৩.৮৫
মোট	**১২০৮৫**	**২৯৯৯**	**১৫০৮৪**	**১৩০৮২**	**২০০২**	**৫৭৮১.৪৬**

ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি (আইসিটি) ইউনিট

এলজিইডি'র কাজকর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারে এলজিইডি যথেষ্ট উৎসাহী। আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন দায়িত্ব পালনকে সুন্দর, সাবলীল ও সুসংহত করার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনে প্রতিষ্ঠানটির জন্য অত্যন্ত সহায়ক। এই সফলতাই এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে দেশে বিদেশে এবং উন্নয়ন সহযোগীদের কাছে সমাদৃত হওয়ার ব্যাপারে একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসাবে অবদান রেখেছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে কারিগরী সহায়তা প্রদান, পল্লী ও শহর অঞ্চলে অবকাঠামো উন্নয়ন ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য দূরীকরণে এলজিইডি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এলজিইডি কর্তৃক অনুসৃত বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে Information and Communication Technology (ICT)`র ব্যবহার এলজিইডি'র কর্মব্যবস্থাপনাকে বরাবরই প্রভাবিত করে আসছে। সারাদেশের অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরীবিক্ষণ গতিশীল ও কার্যকর করতে এলজিইডি'র MIS ও GIS ইউনিট ICT ভিত্তিক বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনা করে।

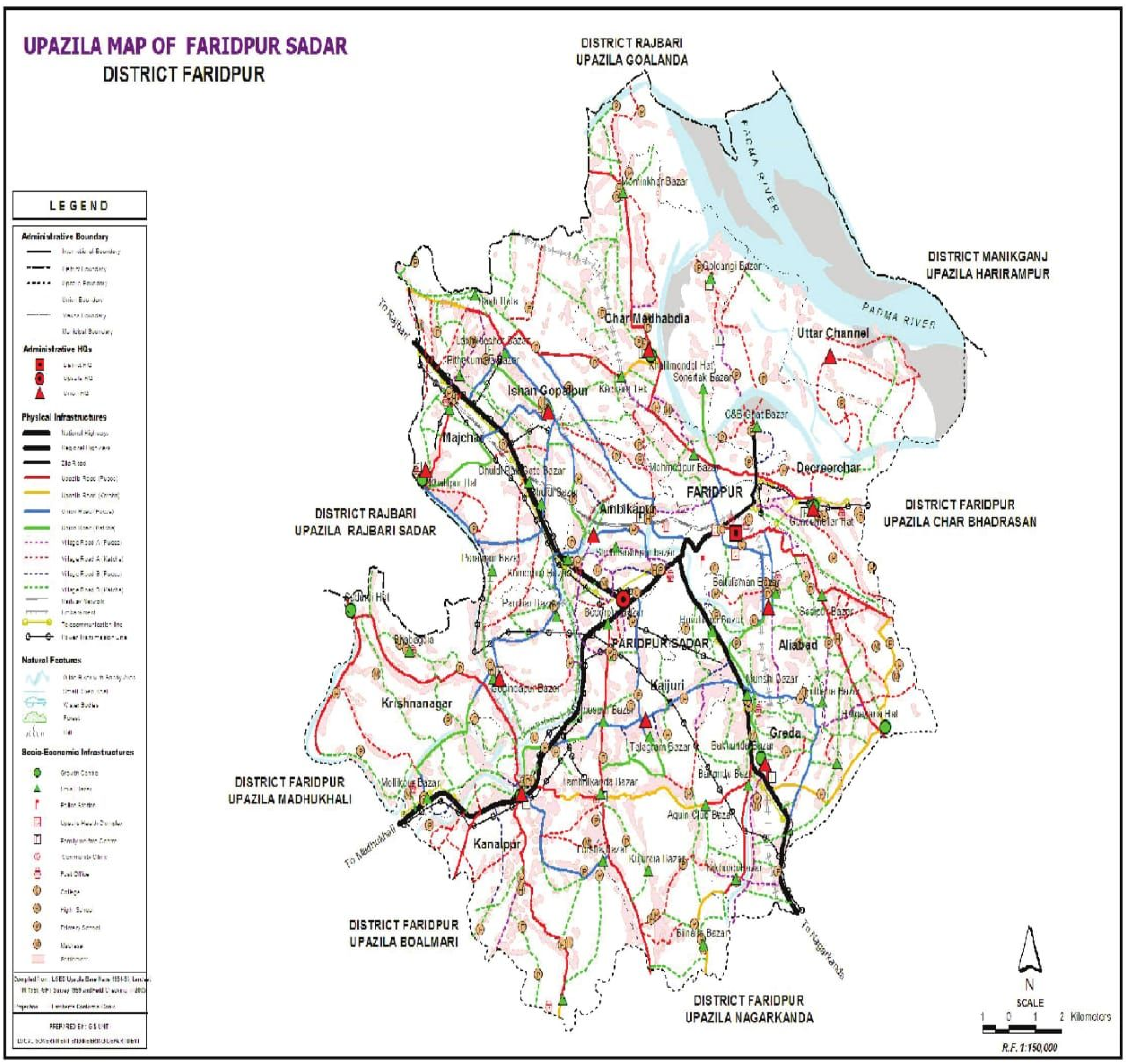

দেশের সকল জেলা/উপজেলায় পরিকল্পনা কাজে ব্যবহৃত উপজেলা ম্যাপ

ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (MIS)

তথ্য প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার করে এলজিইডি'র উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রকল্প পরিবীক্ষণ, প্রশাসনিক কার্যক্রম ইত্যাদি বিষয় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য MIS Section গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

MIS সেকশনের নিয়মিত কার্যাবলীঃ

১) এলজিইডি'র বিভিন্ন কার্যালয়ের চাহিদা পূরণে ল্যান (Local Area Network) ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ।

২) কেন্দ্রীয় ফাইল সার্ভার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ।

৩) এলজিইডি কর্মকর্তাদের জন্য ডেস্কটপ ও পোর্টেবল কম্পিউটার ক্রয়, ইন্সটল ও তার রক্ষণাবেক্ষণে সহায়তা করা।

৪) দাপ্তরিক বিভিন্ন চাহিদা মোতাবেক সফটওয়্যার উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে সহায়তা করা।

৫) ই-মেইল ও ইন্টারনেট ব্যবস্থার মাধ্যমে এলজিইডি'র অভ্যন্তরীণ ও বাইরের ব্যবহারকারীদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন ও তার রক্ষণাবেক্ষণ।

৬) ব্যাকআপ পাওয়ার সাপ্লাই, ভাইরাস প্রোটেকশন, নিয়ন্ত্রিত অ্যাক্সেস, ডাটা ব্যাকআপসহ বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে নিরাপত্তা ব্যবস্থা স্থাপন ও তার রক্ষণাবেক্ষণ করা।

৭) হেল্পলাইন ও সফটওয়্যার-হার্ডওয়্যার সার্ভিসের মাধ্যমে ব্যবহারকারীদের সহায়তা প্রদান।

৮) স্থানীয় সরকার বিভাগের অন্যান্য কার্যালয়সমূহকে আইসিটি বিষয়ক কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান।

৯) এলজিইডি'র বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য সফটওয়্যারের স্পেসিফিকেশন তৈরী করা ও হোস্টিং সংক্রান্ত কাজে সহায়তা করা।

উল্লেখিত কাজের পাশাপাশি সাম্প্রতিককালে এই সেকশন নিম্নবর্ণিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো ও সম্পাদন করছেঃ

১) এলজিইডি'র ডাইনামিক ওয়েবসাইটটি (www.lged.gov.bd) বাংলা ও ইংরেজি দুটি ভাষাতে বিকেন্দ্রিকভাবে নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। ওয়েবসাইটে প্রতিটি জেলা, প্রকল্প ও ইউনিট কার্যালয়ের জন্য আলাদা পেইজ রয়েছে। এছাড়াও তথ্য অধিকার, ইনোভেশন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, NOC & GO ইত্যাদি বিষয়ে পৃথক পেইজ তৈরী করে ওয়েবসাইটটি তথ্যসমৃদ্ধ করা হয়েছে।

২) এলজিইডি'র প্রশাসনিক কাজের সহায়ক হিসেবে সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর ব্যক্তিগত ও চাকরী সংক্রান্ত সকল তথ্য সংরক্ষণ, বদলী, পদোন্নতি ইত্যাদি সকল বিষয় কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য ওয়েব ভিত্তিক Personnel Management Information System (PMIS) সফটওয়্যার তৈরী করা হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ২১০০ জন কর্মকর্তা সিস্টেমে তথ্য প্রদান করেছেন।

৩) বিগত অর্থবছরে এলজিইডি'র সকল কার্যালয়ের মোট ১৯৬১টি দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি ও কার্যাদেশ এলজিইডি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

৪) এলজিইডি'র সকল স্তরের কর্মকর্তাদের দ্রুত এবং সহজভাবে তথ্যের আদান-প্রদান নিশ্চিত করতে নিজস্ব ডোমেইনে ই-মেইল সুবিধা দেয়া হচ্ছে। মেইল সার্ভারটি বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল-এ হোস্টিং করা হয়েছে, ফলে জতীয় ডাটা সেন্টারের ধারণ ক্ষমতা এবং কারিগরি সুবিধা ব্যবহার করা যাচ্ছে। এছাড়া সদর দপ্তর থেকে বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তার সাথে দ্রুত জরুরী বার্তা পাঠানোর জন্য এসএমএস সার্ভিস কার্যকরভাবে চলছে।

৫) Local Area Network (LAN)- এর অওতায় বর্তমানে এলজিইডি সদর দপ্তরের ১৪৫০টি কম্পিউটার বিভিন্ন সার্ভারের মাধ্যমে সংযুক্ত রয়েছে। e-Ticketing এর মাধ্যমে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সদর দপ্তরের কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও নেটওয়ার্ক বিষয়ক প্রায় ১২৮৩ টি সমস্যার সমাধান করা হয়েছে।

৬) এলজিইডি সদর দপ্তরে ইন্টারনেট সংযোগের গতি প্রায় ৩গুণ বাড়িয়ে 100mbps করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ১৪৫০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কেন্দ্রীয়ভাবে ইন্টারনেট সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

৭) Proxy Means Testing Administration (PMT)-এর নতুন ডাটা ও এ্যাপ্লিকেশান সার্ভার স্থাপন করা হয়েছে। এম মাধ্যমে Remotely ডাটা সংগ্রহ করে কেন্দ্রীয় সিস্টেমে দেয়া যায় এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এর জন্য কাস্টমাইজড রিপোর্ট প্রস্তুত করা যায়।

৮) IWRM ইউনিটের Backup Server স্থাপন করা হয়েছে।

৯) এলজিইডি সদর দপ্তরে নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Web Proxy Server I Central Anti-Virus ব্যবহার করা হচ্ছে।

১০) Digital LGED গড়ার লক্ষ্যে এলজিইডি'র IT-ICT Strategy & Action Plan তৈরী, ডাটা সেন্টার, Integrated Decision Suport System (IDSS) সহ বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তি বাস্তবায়ন কাজের তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

১১) এলজিইডি'র সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ICT বিষয়ে দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এছাড়া ই-ফাইলিং, ই-জিপিসহ বিভিন্ন ই-সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ICT ইউনিটের মাধ্যমে সহায়তা দেয়া হচ্ছে।

জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম (GIS)

উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কাজে ভৌগলিক তথ্য প্রযুক্তির আধুনিক সুবিধা প্রয়োগের ক্ষেত্রে এলজিইডি'র GIS সেকশন গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা প্রদান করছে।

GIS সেকশনের নিয়মিত কার্যাবলীঃ

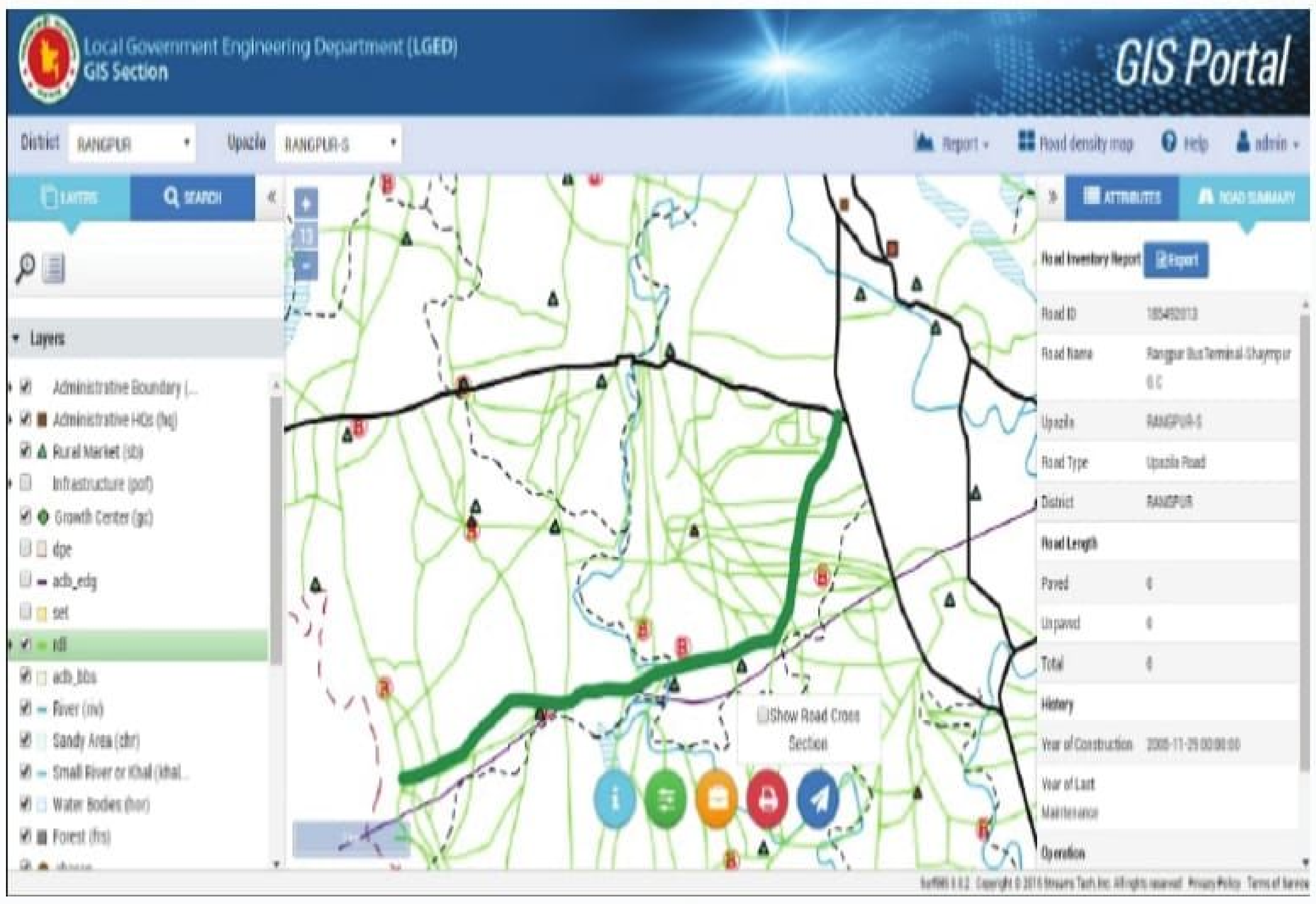

১) প্রকল্প পরিকল্পনায় জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহার করার লক্ষ্যে একটি ওয়েব বেজড এ্যাপ্লিকেশন তৈরী করা হয়েছে, যা বর্তমানে পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই এ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে এলজিইডি'র নতুন উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের সময় সড়ক নির্বাচনের ক্ষেত্রে দ্বৈততা খুব সহজেই পরিহার করা যাবে এবং স্বল্প সময়ে ও নির্ভুলভাবে ডিপিপি প্রণয়ন করা যাবে। এছাড়া এর মাধ্যমে জনসাধারণ জেলা-উপজেলা ম্যাপ এমনকি নিজ বাড়ীর এলাইনমেন্ট দেখতে পাবেন এবং নিজ নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী কাস্টমাইজড ম্যাপ প্রস্তুত করতে পারবে। এই সেবাটি অনলাইনে gis.lged.gov.bd ওয়েব এড্রেসে পাওয়া যাবে। এই এ্যাপ্লিকেশন ব্যবহারের ফলে সাধারাণ জনগণ ও এলজিইডি'র কর্মকর্তা উভয় পক্ষের সময়, খরচ ও ভোগান্তি হ্রাস পেয়েছে।

২) নবসৃষ্ট লালমাই উপজেলার প্রশাসনিক সীমানা অনুযায়ী ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে। এলজিইডি'র ম্যাপসমূহ জনসাধারণের বিনামূল্যে পাওয়ার জন্য এলজিইডি'র ওয়েবসাইটে দেয়া রয়েছে। এছাড়া মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এলজিইডি-তে বিদ্যমান GIS ডাটাবেজ নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করার পাশাপাশি জেলা ও উপজেলা ম্যাপসমূহ হালনাগাদ করা হচ্ছে। এসব ম্যাপ এলজিইডি ছাড়াও অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ করা হচ্ছে।

৩) বাংলাদেশের সকল প্রাইমারী স্কুলের জিআইএস ডাটাবেজ হালনাগাদ করণের কাজ চলমান রয়েছে।

৪) এলজিইডি'র মাধ্যমে নির্মিতব্য সকল প্রাইমারী স্কুলের একটি ওয়েব ভিত্তিক জিআইএস-এমআইএস এ্যাপ্লিকেশন তৈরীর কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এই এ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে স্কুলের জিআইএস-এমআইএস ডাটাবেজ ব্যবহার করে স্বল্প সময়ে ড্রয়িং, ডিজাইন ও প্রাক্কলন করে নির্মাণ কাজ শুরু করা যাবে। জিআইএস ডাটাবেজে টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে ডাটা, RL ডাটা, স্কুলের ৩৬০° ভিউ, স্কুলের চারপাশের ভিউ ইত্যাদি তথ্য থাকবে।

৫) এলজিইডি'র বিভিন্ন প্রকল্পের চাহিদা অনুযায়ী ৩৫ ধরনের Customized ম্যাপ তৈরী করা হয়েছে।

৬) এলজিইডি'র সকল উপজেলা সড়কসমূহ Google Map এর সাথে সমন্বয় করে সংশোধনের কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে। স্বল্প সময়ের মধ্যে Google Map এ সকল রাস্তাসমূহ দেখা যাবে।

৭) Google Map এর সাহায্যে ১:৫০০০ স্কেলে সেটেলমেন্টের ডাটা হালনাগাদ করা হচ্ছে।

৮) বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে এলজিইডি'র জিআইএস সেকশনের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তাছাড়া জাহাঙ্গীরনগর ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবান ও রিজিওনাল প্লানিং এর শিক্ষার্থীবৃন্দ প্রতিবছর তাদের ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে জিআইএস সেকশনে কাজ করেন।

৯) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রাম, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সেনাবহিনী, মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটসহ বেশকিছু কার্যালয়ে তাদের চাহিদা মোতাবেক জিআইএস সেকশন থেকে ডাটা সরবরাহ করা হয়েছে।

১০) জিআইএস ডাটা শেয়ার করার অভিন্ন প্লাটফর্ম হিসেবে আইসিটি মন্ত্রণালয়ের অধীন GEODESH ওয়েবসাইট তৈরী করা হয়েছে, যেখানে এলজিইডি'র জিআইএস সেকশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত ডাটাসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ডাটা শেয়ার করেছে।

পরিকল্পনা ইউনিট

এলজিইডি'র পরিকল্পনা ইউনিট পক্ষে দেশের পল্লী ও শহরাঞ্চলে স্থানীয় অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ সহ ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সম্পর্কিত এলজিইডি'র বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি সনাক্ত ও প্রণয়নের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনপূর্বক দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন ও কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা রাখছে। বিনিয়োগ প্রকল্প, জরিপ/সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প ও কারিগরী সহায়তা প্রকল্পসমূহ এই ইউনিট প্রণয়ন করে থাকে। Rural Development Strategy 1984, Rural Infrastructure Strategy Study 1996, National Rural Development Policy 2001, National Land Transport Policy 2004, Urban Management Policy Statement 1999, National Water Policy 1997, Seventh Five Year Plan (2016-20), Perspective Plan (2010-21), Rural Road Master Plan ইত্যাদির আলোকে প্রকল্প গ্রহণের ভিত্তি, দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় প্রকল্প গ্রহণের যৌক্তিকতা, সমপর্যায়ের সমাপ্ত বা চলমান প্রকল্পের ফলাফল ও অভিজ্ঞতা, অন্য প্রকল্প/কর্মসূচির সংগে দ্বৈততা, দেশের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী জাতীয় নীতি/পরিকল্পনায় বর্ণিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রকল্পের অবদান, আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষন, আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণে প্রকল্পের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়গুলি এরূপ প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পায়।

পরিকল্পনা ইউনিট প্রাক-প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সকল কার্যাবলী যেমন উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি), সমীক্ষা/জরীপ প্রস্তাব এবং কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের (টিএপিপি) প্রস্তাব প্রস্তুত এবং ক্ষেত্র বিশেষে ঐ সকল প্রস্তাব/ ছকের সংশোধনের কাজ করে থাকে। তাছাড়া, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও অর্থ বিভাগের সাথে আলোচনা অনুযায়ী পরবর্তী অর্থ বছরসমূহে গৃহীতব্য সম্ভাব্য প্রকল্পসমূহের তালিকা প্রণয়নের ব্যবস্থা এই ইউনিট গ্রহণ করে থাকে। বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের সাথে এলজিইডি'র সমন্বয় সাধনের কাজও পরিকল্পনা ইউনিট এর মাধ্যমে হয়ে থাকে। কোন প্রকল্পের জন্য বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রাথমিক উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (পিডিপিপি) প্রণয়ন করাও এ ইউনিটের উপর অর্পিত দায়িত্বের অংশবিশেষ।

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে মোট ১১২০০.০০ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয়ে ৩৯টি নতুন প্রকল্প অনুমোদিত হয়, যার মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে এবং বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট গৃহীত প্রকল্পের সংখ্যা যথাক্রমে ৩৬টি এবং ৩টি। উক্ত ৩৯টি প্রকল্পের মধ্যে পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরে ২৮টি এবং ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন সেক্টরে ৭টি এবং কৃষি সেক্টরে ১টি প্রকল্প রয়েছে। ৩১ টি প্রকল্প সংশোধন করা হয়েছে যাতে অতিরিক্ত ১৭২৬.৪৫ কোটি টাকা অর্থের সংস্থান হয়েছে।

আলোচ্য অর্থবছরে ADB'র ১৯টি, World Bank'র ১৩টি, IDB'র ২টি, Kuwait Fund এর ১টি বৈদেশিক মিশন/ প্রতিনিধি দলের সাথে প্রাক-সম্ভাব্যতা/সম্ভাব্যতা ইত্যাদি বিষয়ে এলজিইডি'র পরিকল্পনা ইউনিটের আলোচনা হয়েছে।

উপরে বর্ণিত বিষয়াদি ছাড়াও নিচে বর্ণিত কার্যাদি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে পরিকল্পনা ইউনিট সম্পাদন করেছে।

- দূর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি-হ্রাস এবং পানি সম্পদের সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের (GED) উদ্যোগে Bangladesh Delta Plan-2100 প্রণয়নের কাজ বর্তমানে চলছে। এই পরিকল্পনা প্রণয়নে Working Group এর সদস্য হিসাবে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সাথে যুক্ত হয়ে এলজিইডি যথাযথ অবদান রাখছে। Bangladesh Delta Plan-2100 এর আওতায় ২০১৬-২০৩০ সাল মেয়াদে বাস্তবায়ন উপযোগী প্রকল্প তালিকায় পরিকল্পনা ইউনিট সম্ভাব্য প্রকল্প সমূহের ধারণাপত্র প্রদান করেছে। একই সাথে, Bangladesh Delta Plan-2100 এর খসড়া প্রতিবেদনে এলজিইডি মতামত প্রদান করেছে।
- পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের মাধ্যমে JICA সাহায্যপুষ্ট Strengthening Public Investment Management System শীর্ষক প্রকল্পের কাজে এলজিইডি'র পরিকল্পনা ইউনিট যুক্ত রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায়, প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নকালে Cost Benefit Analysis (CBA) এবং Log Frame Analysis (LFA) এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যাতে এ ইউনিটের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেছেন। তাছাড়া এ প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের Sector Strategy Plan প্রণয়ন করা হচ্ছে যাতে স্থানীয় পর্যায়ে অবকাঠামো উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিশদ স্ট্র্যাটেজি রয়েছে। এতে এলজিইডি'র পরিকল্পনা ইউনিট সহযোগিতা করছে।
- এ অর্থবছরে "Disaster Risk Management Enhancement" নাম সম্বলিত JICA সাহায্যপুষ্ট একটি নতুন প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে এবং এতদসংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। দেশের দূর্যোগপ্রবণ জেলাগুলির দূর্যোগ মোকাবেলার সক্ষমতা বাড়ানোর এই প্রকল্পে এলজিইডি, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর যৌথভাবে কাজ করবে। ২০১৭ সালে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হবে। পরিকল্পনা ইউনিট এই প্রকল্পের প্রক্রিয়াকরণ কাজ করেছে।

- ষাট-সত্তরের দশক থেকে বিভিন্ন সংস্থার অর্থায়নে বাংলাদেশের পল্লী সড়কে নির্মিত সেতুসমূহের অনেকগুলিই বর্তমানে ভারী যানবাহন চলাচলের অনুপযোগী হওয়ায় সেগুলির ডাবল-লেন-এ রূপান্তরকরণ এবং পুনঃনির্মাণ করা প্রয়োজন। এলজিইডি'র আওতায় নির্মিত/নির্মাণাধীন ১০০ মিঃ এর অধিক দৈর্ঘ্যের সেতুর সংখ্যাও সহস্রাধিক। এছাড়া, ১৫০০ মিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের দীর্ঘ-সেতু নির্মাণে এলজিইডি বর্তমানে দায়িত্বপ্রাপ্ত। দীর্ঘ-সেতুসমূহের পরিকল্পনা, নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ এবং একই সাথে এই কাজে এলজিইডি'র দক্ষতা বৃদ্ধি সম্পর্কিত বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় এলজিইডি একটি নতুন প্রকল্প প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এলজিইডি'র পরিকল্পনা ইউনিট এবং রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২ এই প্রকল্প প্রণয়ণে কাজ করছে। ইতোমধ্যে এ প্রকল্প প্রণয়ন সংক্রান্ত বিশ্বব্যাংকের বেশ কিছু প্রতিনিধিদল এলজিইডি সফর করেছেন যাদের সাথে পরিকল্পনা ইউনিটের আলোচনা হয়েছে।

- ২০১৬ সাল থেকে DFID এর সহযোগিতায় 'Research for Community Access Partnership' নামের একটি নুতন Applied Research প্রকল্প শুরু হয়েছে। এ প্রকল্পে আফ্রিকার ৮টি দেশ এবং এশিয়ার ৬টি দেশ (বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল, মায়ানমার, পাকিস্তান, আফগানিস্তান) অংশগ্রহণ করেছে। প্রকল্পটি পল্লী সড়ক বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রমে সহযোগিতা করছে। এই প্রকল্পের অর্থায়নে এলজিইডি নিম্নবর্ণিত তিনটি রিসার্চ প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

  - Planning & Prioritization of Rural Roads.
  - Climate Resilient Reinforced Concrete in Coastal districts of Bangladesh.
  - Improvement of geotechnical Properties in Khulna Region Soil.

- তিনটি প্রকল্পই বর্তমানে শেষ পর্যায়ে রয়েছে। পরিকল্পনা ইউনিট এ গবেষণা প্রকল্পসমূহ সমন্বয়ের কাজ করছে।

- ২০১৫ সাল ছিল Millennium Development Goal (MDG) অর্জনের সময়কাল। বাংলাদেশ এমডিজি'র লক্ষ্য সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে পেরেছে। এলজিইডি এমডিজি'র লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ সরকারের সফল সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে। জাতিসংঘ ঘোষিত এমডিজি'র পরবর্তী কর্মসূচী হলো Sustainable Development Goal (SDG)। ২০১৫-২০৩০ সাল মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত SDG তে ১৭টি Goal এবং ১৬৯টি target রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ ২০১৫ সালের শুরু থেকেই SDG-র লক্ষ্য অর্জনে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়টি সমন্বয় করছে। এলজিইডি'র পরিকল্পনা ইউনিট প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সাথে যুক্ত থেকে এসডিজি অর্জনে এলজিইডি'র কার্যক্রম সমূহ সমন্বয় করছে। SDG-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সহায়ক প্রকল্প প্রণয়নে পরিকল্পনা ইউনিট কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে এ ইউনিট হতে এলজিইডি'র SDG Action Plan প্রণয়ন করা হয়েছে।

- SDG-এর লক্ষ্যসমূহের মধ্যে Target 9.1Gi Indicator data (9.1.1) প্রদানের দায়িত্ব এলজিইডির উপর ন্যস্ত। Indicator (9.1.1) হলো-" Proportion of rural population within 2 km of an all season road"। এ লক্ষ্যে দেশের প্রতিটি উপজেলা হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ তথ্য সংগ্রহের কাজ পরিকল্পনা ইউনিট সম্পাদন করেছে।

- ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্থ দেশসমূহকে অর্থ সহায়তা প্রদানের জন্য জাতিসংঘের UNFCC-র তত্ত্বাবধানে, Green Climate Fund (GCF)-র কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ২০২০ সালের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্থ উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য এই তহবিল হবে প্রায় ১০০ বিলিয়ন ডলার যা জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ দেশসমূহে ব্যয় করা হবে। এ উদ্দেশ্যে বিশ্বের ৯৫টি দেশ থেকে প্রাপ্ত প্রস্তাবের মধ্যে GCF ১ম ব্যাচে ৮টি প্রস্তাব অনুমোদিত হয় যার মধ্যে KfW-এর সহযোগিতায় LGED এর CRIM (Climate Resilient Infrastructure Mainstreaming) প্রকল্প প্রস্তাবটি অন্তর্ভুক্ত। আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিলে এ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্তি নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের জন্য একটি মাইলফলক। প্রস্তাবিত প্রকল্পটির একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে KfW-এর অর্থায়নে Climate Resilient Local Infrastructure Center (CreLIC) স্থাপন। এ অর্থ বছরে CreLIC স্থাপনের বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক, কারিগরী এবং প্রশাসনিক বিষয় সংক্রান্ত একটি প্রাথমিক সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। পরিকল্পনা ইউনিট এ সমীক্ষা সম্পাদনে সহযোগিতা করেছে।

- গবেষণা, উন্নয়ন ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা নামে একটি নতুন ইউনিট খোলার প্রস্তাব পরিকল্পনা ইউনিট থেকে করা হয়েছে। প্রস্তাবিত ইউনিট থেকে গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে ইতোমধ্যে একটি গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে (Study of Road User Cost for LGED Roads)। এ গবেষণা প্রকল্পটির তদারকী, সমন্বয়ের কাজ এ ইউনিট থেকে করা হচ্ছে।

ডিজাইন ইউনিট

একাডেমিক বিল্ডিং, বাপার্ড, গোপালগঞ্জ

১। ব্রিজ, কালভার্ট, ভবন, মার্কেট, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র, স্কুলভবন, বাসটার্মিনাল, হাসপাতাল, অডিটোরিয়াম, ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন, মডেল থানা, পৌরভবন ইত্যাদি সহ ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ এবং পৌরসভা সমূহের অন্যান্য অবকাঠামোর স্থাপত্য ও কাঠামোগত ডিজাইন প্রণয়ন;

২। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অধিদপ্তর/ পরিদপ্তর/সংস্থারপূর্ত অবকাঠামোর ডিজাইন প্রণয়ন;

৩। বিভিন্ন প্রকল্পের উপদেষ্টা ফার্ম কর্তৃক প্রণীত অবকাঠামোর স্থাপত্যগত ও কাঠামোগত ডিজাইনসমূহের পর্যালোচনা, পরীক্ষা ও অনুমোদন দান;

৪। বিভিন্ন অবকাঠামোর স্থাপত্যগত ও কাঠামোগত ডিজাইন সংক্রান্ত উপাত্ত সংরক্ষণ;

৫। মাঠ পর্যায়ে ডিজাইন সংক্রান্ত উদ্ভুত সমস্যাবলী নিরসনে সরেজমিন পরিদর্শন ও কারিগরী পরার্মশ প্রদান;

৬। এলজিইডি'র মাঠপর্যায়ের প্রকৌশলীদের ডিজাইন-ড্রইং-নির্মাণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান;

৭। ডিজাইন ইউনিটে কর্মরত প্রকৌশলীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ ও সেমিনার আয়োজন করা;

৮। আরসিসি/পিসি গার্ডার ব্রিজের ম্যানুয়াল, গাইড লাইন/ব্রিজ/সড়ক/বিল্ডিং এর ডিজাইন স্ট্যান্ডার্ড এর দরতালিকা এবং কারিগরী স্পেসিফিকেশন হালনাগাদকরণ।

ব্রিজ ডিজাইন সংক্রান্ত কাজ

ডিজাইন ইউনিটের আওতায় ফরিদপুর জেলার সদর উপজেলায় ভাজোনডাংগা ভুইঁয়া বাড়ী ঘাটে ৫৫০ মিটার ব্রিজ, টাংগাইল জেলার নাগরপুর উপজেলায় ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫২০মি. ব্রিজ ও বরিশাল জেলার মেহেন্দীগঞ্জ উপজেলায় কদমতলা নদীর উপর ৪৪০মি. ব্রিজ ৩টি সহ ছোট দৈর্ঘ্যের মোট ২৮৪টি সেতুর ডিজাইন প্রণয়ন করা হয়। রাস্তা, ঘাট ও ব্রিজের আনুসঙ্গিক অবকাঠামোর মোট ৩৫টি ডিজাইন প্রণয়ন করা হয়। দাতা সংস্থার অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পের আওতায় নিয়োজিত পরামর্শক কর্তৃক ডিজাইনকৃত ৭৭টি ব্রিজ পরীক্ষা করা হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সম্পাদিত ব্রিজ ও আনুষঙ্গিক ডিজাইন সংক্রান্ত তথ্যাদি নিচের সারনিতে প্রদর্শিত হয়েছে।

২০১৬-১৭ অর্থবছর-এ ডিজাইন ইউনিট কর্তৃক ডিজাইনকৃত ব্রিজের তালিকা

ক্রমিক নং	অবকাঠামোর বিবরণ	বাস্তবায়নে	সংখ্যা
১	ফরিদপুর জেলার সদর উপজেলায় পদ্মার শাখা নদীর উপর ভাজোনডাংগা ভুইঁয়া বাড়ী ঘাটে ৫৫০ মিটার ব্রিজ এবং টাংগাইল জেলার নাগরপুর উপজেলায় ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫২০মি. ব্রিজ ডিজাইন।	এলজিইডি	০২টি
২	বরিশাল জেলার মেহেনদীগঞ্জ উপজেলায় কদমতলা নদীর উপর ৪৪০ মি. ব্রিজ।	এলজিইডি	০১টি
৩	১০০ মিটারের উর্ধ্বে ব্রিজ	এলজিইডি	৫৭টি
৪	১০০ মিটারের নীচে ব্রিজ	এলজিইডি	১৮৮টি
৫	বক্স কালভার্ট	এলজিইডি	০৬টি
৬	পূর্বে প্রণীত ব্রিজ ডিজাইনের সংশোধন	এলজিইডি	৩০টি
	মোট		২৮৪ টি

২০১৬-১৭ অর্থবছর-এ ডিজাইন ইউনিট কর্তৃক ডিজাইনকৃত ঘাট, রাস্তা ও ব্রিজের আনুসঙ্গিক অবকাঠামোর তালিকা

ক্রমিক নং	অবকাঠামোর বিবরণ	বাস্তবায়নে	সংখ্যা
১	ঘাট ডিজাইন	এলজিইডি	০৭টি
২	ব্রিজ এপ্রোচ/স্লোপ সুরক্ষা কাজ	এলজিইডি	১৩টি
৩	রোড ডিজাইন	এলজিইডি	১৫টি
	মোট		৩৫ টি

২০১৬-১৭ অর্থবছর-এ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ডিজাইনকৃত ও ডিজাইন ইউনিট কর্তৃক যাচাইকৃত ব্রিজ/আনুসঙ্গিক অবকাঠামোর তালিকা

ক্রমিক নং	অবকাঠামোর বিবরণ	বাস্তবায়নে	সংখ্যা
১	সুনামগঞ্জ জেলায় জগন্তাতপুর উপজেলায় কালনিচর বাজারে ৫৪০মিটার ব্রিজ	এলজিইডি	০১টি
২	১০০ মিটারের উর্ধ্বে ব্রিজ	এলজিইডি	৮টি
৩	১০০ মিটারের নীচে ব্রিজ	এলজিইডি	৬৮টি
	মোট		৭৭ টি

বিভিন্ন ধরনের ভবন ডিজাইন সংক্রান্ত কাজ

ডিজাইন ইউনিট কর্তৃক বিভিন্ন ধরনের ভবনের মোট ১৮৩টি Architectural ও Structural design প্রণয়ন করা হয়। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ভবন ডিজাইন সংক্রান্ত কাজের বিবরণ নিম্নরূপঃ

২০৬-১৭অর্থবছর-এ ডিজাইনকৃত ভবন সমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	অবকাঠামোর বিবরণ	বাস্তবায়নে	সংখ্যা
১	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বাপার্ড)	এলজিইডি	০৩টি
২	বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষন ইনস্টিটিউট (বারটান)	এলজিইডি	০৯টি
৩	উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ ভবন ও হলরুম	এলজিইডি	৪০টি
৪	উপজেলা অফিসার্স কোয়ার্টার, স্টাফ কোয়ার্টার, ডরমিটরী ভবন, হলরুম, চেয়ারম্যান ও ইউএনও কোয়ার্টার	এলজিইডি	১৪টি
৫	উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স	এলজিইডি	৫৭টি
৬	শিল্পকলা একাডেমী	এলজিইডি	০৫টি
৭	অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান	এলজিইডি	০২টি
৮	এসেম্বল, কমিউনিটি সেন্টার ও মার্কেট	এলজিইডি	০৫টি
৯	উপজেলা কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	এলজিইডি	০২টি
১০	কৃষক সেবা কেন্দ্রের ভবন ও আনুষাংগিক অবকাঠামো	এলজিইডি	০৬টি
১১	অডিটরিয়াম (১০০০ আসন বিশিষ্ট)	জেলা পরিষদ	১৩টি
১২	অডিটরিয়াম (৫০০ আসন বিশিষ্ট)	এলজিইডি/জেলা পরিষদ	০৫টি
১৩	মাদ্রাসা	এলজিইডি	০১টি
১৪	রেষ্টহাউজ	এলজিইডি	০১টি
১৫	মন্দির	এলজিইডি	০২টি
১৬	কিচেন মার্কেট	পৌরসভা	০৫টি
১৭	জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান বাসভবন	জেলা পরিষদ	০১টি
১৮	রেষ্টহাউজ, সুপারমার্কেট, হাটবাজারে পুরুষ ও মহিলা টয়লেট এবং ফুড কর্ণার	জেলা পরিষদ	১০টি
১৯	অফিসার্স ক্লাব	জেলা পরিষদ	০১টি
২০	শিশু পার্ক	জেলা পরিষদ	০১টি
	মোট		১৮৩টি

ডিজাইন ইউনিট কর্তৃক উল্লেখিত তালিকার বাইরেও বিভিন্ন অবকাঠামোর প্রাক্কলন ও ডিজাইন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়ে থাকে। ডিজাইন ইউনিট কর্তৃক ডিজাইনকৃত কয়েকটি ভবনের ৩-ডি মডেল, রাস্তা ও ব্রিজের ছবি নিম্নে সন্নিবেশিত করা হলোঃ

ডিজাইন ইউনিট কর্তৃক ডিজাইনকৃত কতিপয় অবকাঠামোর চিত্র

কৃষক সেবা কেন্দ্র ভবন

আম মার্কেট, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

খুলনা (রামপাল) বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক

কুষ্টিয়া জেলার সদর উপজেলায় গড়াই নদীর উপর নির্মিত ৬০৪ মিটার দীর্ঘ শেখ রাসেল কুষ্টিয়া-হরিপুর সংযোগ সেতু

বর্তমানে বিভিন্ন পরামর্শক কর্তৃক প্রণীত বিল্ডিং, ব্রিজসহ যে কোন অবকাঠামো ডিজাইনে Structural Analysis & Design Software ব্যবহারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। এছাড়া জেলা পর্যায়ের নির্বাহী প্রকৌশলীগণকে যে কোন ব্রিজ নির্মাণ সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রণয়নও দাখিলের ক্ষেত্রে যথাযথ কারিগরী দিক নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে।

এলজিইডি ডিজাইন ইউনিট কর্তৃক সেতু/কালভার্ট ও ভবন সমূহের ডিজাইনের পাশাপাশি চাহিদার ভিত্তিতে (Need based) অবকাঠামো সমূহের ডিজাইনও সম্পন্ন করা হয়।

প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ণ ইউনিট

এ ইউনিট এলজিইডি গৃহীত প্রকল্পসমূহ প্রকল্প গাইড লাইন অনুসারে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা ও বাস্তবায়িত প্রকল্পের সুফল কাঙ্খিত জনগণের কাছে পৌঁছাচ্ছে কিনা; বাস্তবায়ন অগ্রগতি ব্যয়িত সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা মনিটর করে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের গৃহীত কর্মসূচির সুষ্ঠু ও সময়মত বাস্তবায়ন তথা সরকার কর্তৃক প্রতি অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এলজিইডি'র প্রকল্প মনিটরিং এবং মূল্যায়ণ ইউনিট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সঙ্গে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হওয়া এবং সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্প পরিচালকগণকে এবং মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদান করা একটি আবশ্যকীয় বিষয়, যে ব্যাপারে প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন ইউনিট অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে সময়মত এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। এই ইউনিট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট দাতাগোষ্ঠীকে নির্ধারিত ছকে প্রয়োজন মোতাবেক তথ্যাদি ও প্রতিবেদন নিয়মিত বা চাহিদা মোতাবেক জরুরী ভিত্তিতে সরবরাহ করে থাকে।

প্রতিবেদন প্রণয়ন

প্রতিবেদন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এলজিইডি'র প্রকল্প মনিটরিং ইউনিট কর্তৃক পরিচালিত দায়িত্ব ও কার্যাদি নিম্নরূপঃ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত (ADP) চলমান প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত প্রকল্প পরিচালকগণের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের নির্বাহী প্রকৌশলীগণ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণের পর বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করা এবং চাহিদা মোতাবেক সেগুলি যথাযথ মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহকে প্রেরণ। তাছাড়া মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক ভিত্তিতে এসব তথ্য ও প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, IMED, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ERD), পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন সেক্টর, কার্যক্রম বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাতে সরবরাহ করা;

বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন বিভাগ, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন এবং দাতা সংস্থার প্রতিনিধি/মিশন কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের জন্য তাৎক্ষণিক চাহিদা অনুযায়ী তথ্যাদি সংগ্রহ ও সঙ্কলনপূর্বক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থায় প্রেরণ;

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি/Mission এর সংগে মন্ত্রণালয় পর্যায়ে আলোচনার প্রয়োজনে কার্যপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ এবং DPEC, PEC, ECNEC সভার কার্যপত্র প্রণয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য বা বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাজেট প্রণয়ন এবং অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক তৈরীকৃত iBAS Software-এ ঐ সকল তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করে প্রয়োজনীয় বরাদ্দের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ তৈরীর লক্ষ্যে তা অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ; এবং সমাপ্ত প্রকল্পের প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) নির্ধারিত ছকে প্রণয়নপূর্বক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে IMED এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার নিকট প্রেরণ।

মাসিক প্রাক-পর্যালোচনা সভা

স্থানীয় সরকার বিভাগ অনুষ্ঠিত মাসিক পর্যালোচনা সভার প্রাক-পর্যালোচনা হিসাবে এলজিইডি সদর দপ্তরে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী'র সভাপতিত্বে প্রতি মাসে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের উপর পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণপূর্বক সমাধানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উক্ত সভায় প্রকল্পভিত্তিক মাস-ওয়ারী অগ্রগতি, কম অগ্রগতি সম্পন্ন প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে শ্লথ অগ্রগতির কারণ, পরিদর্শন টীমসমূহ, অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালকগণ কর্তৃক পরিদর্শন প্রতিবেদনসহ অন্যান্য পর্যালোচনা প্রতিবেদন, গুণগতমান রক্ষাসহ ভৌত কাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। উপরন্তু, গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহ সুষ্ঠু বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সৃষ্ট যেকোন জটিলতা বা প্রতিবন্ধকতা নিরসনকল্পে প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি'র সভাপতিত্বে সময়ে সময়ে বিশেষ পর্যালোচনা সভাও অনুষ্ঠিত হয়। সভাগুলিতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এই ইউনিট নিবীড় তদারকি করে থাকে।

মাসিক পর্যালোচনা সভা

স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় ADP ছক এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের ছকে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের প্রতিবেদন দাখিলের প্রেক্ষিতে অগ্রগতি পর্যালোচনা ও চিহ্নিত সমস্যাসমূহ সমাধানের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে নিয়মিত মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল সভায় চিহ্নিত সমস্যাসমূহের সমাধানসহ প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত প্রদত্ত পরামর্শ/উপদেশ অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণের তদারকি করা হয়। এছাড়া, IMED এবং পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ/মতামতের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

এলজিইডি'র উন্নয়ন কর্মকান্ডের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা

এলজিইডি সদর দপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, প্রকল্প ব্যবস্থাপক, উপ-পরিচালক, উপ-প্রকল্প পরিচালকসহ মাঠ পর্যায়ের আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে বিভিন্ন সময়ে বিভাগীয় পর্যায়ে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারীর সভাপতিত্বে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচিসহ অন্যান্য কর্মকান্ডের উপর পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী, শ্যামা প্রসাদ অধিকারী। এ সময় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ, মোঃ মহসীন, মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, মোঃ খলিলুর রহমান, ইফতেখার আহমেদ প্রমুখ।

২৬ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী, জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী ফরিদপুর অঞ্চলে চলমান উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা শীর্ষক কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন।

১২ ফেব্রুয়ারী ২০১৭ তারিখে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী, জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী সিলেট অঞ্চলে চলমান উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা শীর্ষক কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন।

১০ ফেব্রুয়ারী ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত কুমিল্লা অঞ্চলে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় এলজিইডি চট্টগ্রাম বিভাগের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব মীর ইলিয়াস মোর্শেদ, এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী, জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারীকে ক্রেস্ট উপহার দিচ্ছেন। এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এলজিইডি'র অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (রক্ষণাবেক্ষণ), জনাব জয়নাল আবেদীন, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা), জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন এবং কুমিল্লা জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী।

২০ ফেব্রুয়ারী ২০১৭ তারিখে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী, জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী রংপুর অঞ্চলে চলমান উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা শীর্ষক কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন।

২৫ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী, জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী যশোর অঞ্চলে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা শীর্ষক কর্মশালায় বক্তব্য রাখছেন।

এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী, জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারীর সভাপতিত্বে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাস্তবায়িত এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন কর্মকান্ডের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা।

এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী, জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারীর সভাপতিত্বে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাস্তবায়িত এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন কর্মকান্ডের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন ইউনিটের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব নূর মোহাম্মদ ।

১০ ফেব্রুয়ারী ২০১৭ তারিখে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী, জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কুমিল্লা অঞ্চলে চলমান উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা শীর্ষক কর্মশালা ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীবর্গ এবং জাতীয় সংসদের জন্য তথ্য সরবরাহ

প্রকল্প পরিচালক এবং মাঠ পর্যায়ের নির্বাহী প্রকৌশলীগণের নিকট থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত স্কীমের অগ্রগতি, রোড-ম্যাপ বাস্তবায়নে অগ্রগতি এবং বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির অগ্রগতিসহ চাহিদা মোতাবেক অন্যান্য প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হয়। এছাড়া, এলজিইডি কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদনও স্থানীয় সরকার বিভাগে পাঠানো হয়।

জাতীয় সংসদে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণ এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য স্থানীয় সরকার বিভাগে সরবরাহ করা হয়।

জাতীয় সংসদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং স্থানীয় সরকার, পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক মাননীয় সংসদ সদস্যগণের উত্থাপিত সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের জবাব প্রদানের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত প্রতিবেদন স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে পাঠানো হয়।

জাতীয় সংসদের বিভিন্ন স্থায়ী কমিটি যেমন-স্থানীয় সরকার, পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি, সরকারী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কমিটির সভার কার্যপত্র প্রণয়নের নিমিত্তে চাহিদা মোতাবেক তথ্য সরবরাহ করা হয়।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত ৬৬৩ টি প্রশ্ন/নোটিশের জবাব এলজিইডি'র প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন ইউনিট কর্তৃক প্রদান করা হয়েছে।

পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ পর্যালোচনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ

এলজিইডি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সংক্রান্ত পত্রিকায় প্রকাশিত অভিযোগসমূহ পর্যালোচনা করা হয় এবং পরিলক্ষিত ত্রুটির দ্রুত সংশোধনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ত্রুটি সংশোধনে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে এবং অনিয়মে জড়িত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী ও ঠিকাদারগণের বিরুদ্ধে আইনানুগ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে এলজিইডি সংশ্লিষ্ট মোট ২৯৬ টি সংবাদ প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে দরপত্র সংক্রান্ত অনিয়ম ০টি, দাপ্তরিক দুর্নীতি/অনিয়ম সংক্রান্ত ১৬ টি, ব্যক্তিগত দুর্নীতি/অনিয়ম/ আত্মসাৎ সংক্রান্ত ৪ টি, বাস্তবায়িত কাজে ত্রুটি/অসম্পূর্ণতা সংক্রান্ত ৩৯ টি, উন্নয়নমূলক কাজ পরিত্যক্ত/ মন্থর গতি সংক্রান্ত ৪০ টি এবং বিভিন্ন বিষয়ে/সমস্যা সমাধানে এলজিইডি'র প্রশংসা/দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এরূপ বিষয় সংক্রান্ত ১৯৭ টি।

পত্রিকায় প্রকাশিত এলজিইডি সম্পর্কিত সংবাদের তুলনামূলক চিত্র

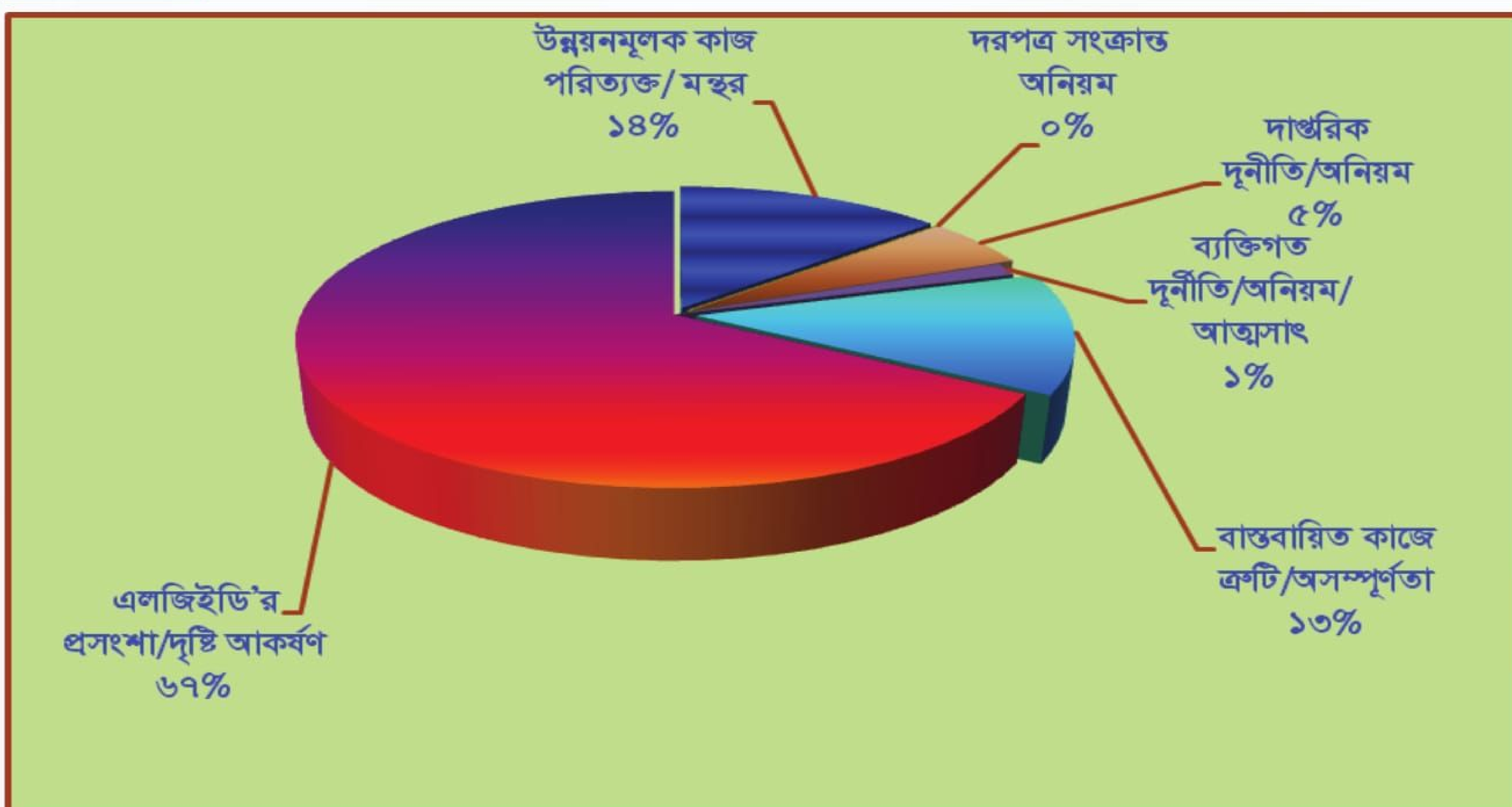

প্রকাশিত ২৯৬ টি সংবাদের মধ্যে নেতিবাচক সংবাদ ৩৩টি যার সত্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে এলজিইডি ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনান্তে ১৯ টির ক্ষেত্রে এলজিইডি'র কোন সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়নি, ২৭ টির ক্ষেত্রে সংবাদ ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়। প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে ত্রুটি সংশোধন সম্পর্কিত বিষয়গুলির প্রেক্ষিতে গৃহীত ব্যবস্থা হিসাবে ৭ টির ক্ষেত্রে জুন ২০১৭ এর মধ্যে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে এবং ৬৪ টির ক্ষেত্রে সংশোধন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া, নেতিবাচক নয় অথচ সমস্যা সমাধানে এলজিইডি'র দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এমন ১৪৬ টির ক্ষেত্রে এলজিইডি কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন আছে।

পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের উপর এলজিইডি কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদির তুলনামূলক চিত্র

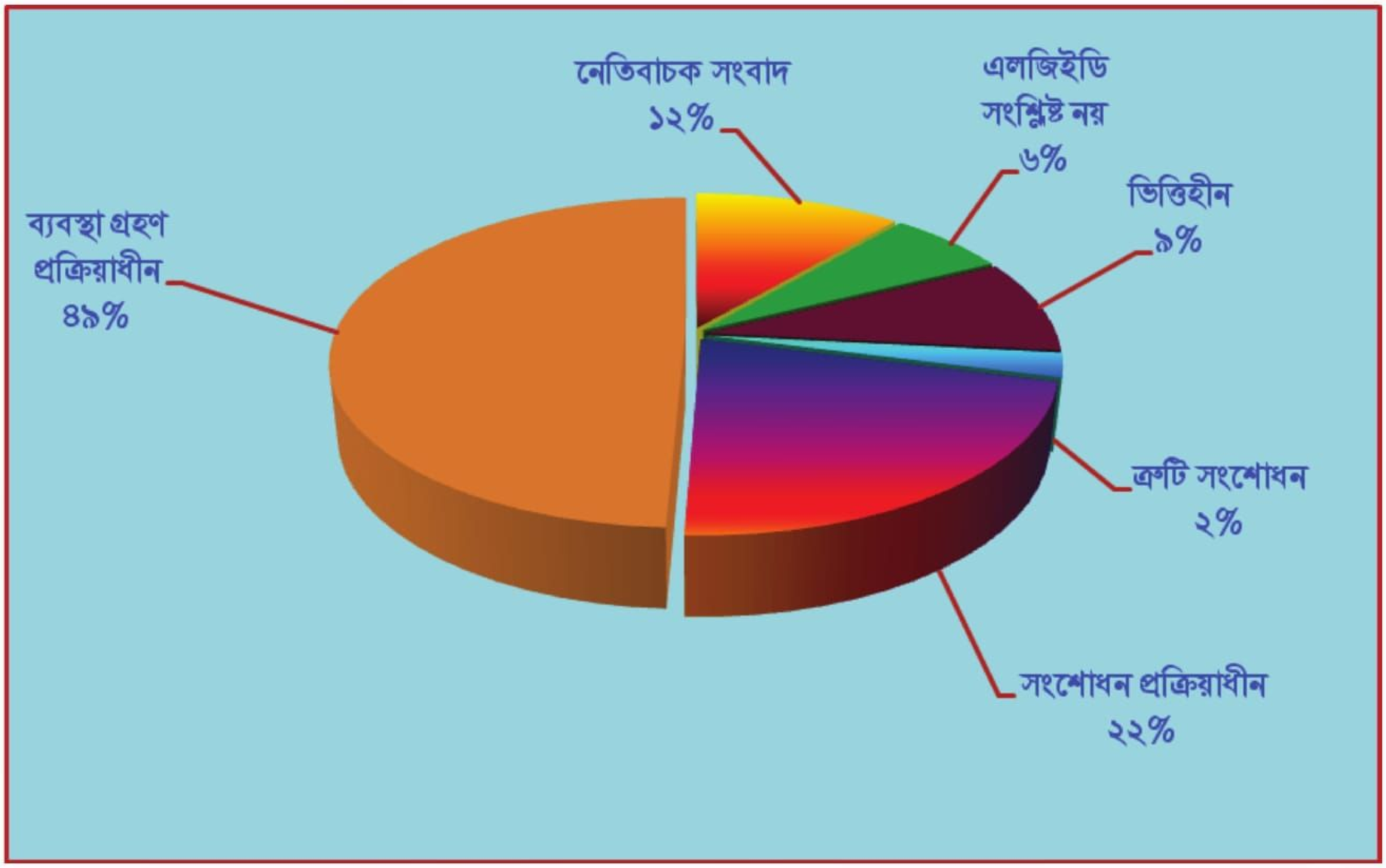

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে পরিদর্শন টীমসমূহের প্রদত্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ এবং কাজের গুণগতমান নিশ্চিতকরণপূর্বক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ ছাড়াও স্থানীয় সরকার বিভাগের ৩০ টি পরিদর্শন টীম, এলজিইডি সদর দপ্তর পর্যায়ে গঠিত ২৫ টি পরিদর্শন টীম এবং ১৪ জন অঞ্চলের আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন। এইরূপ পরিদর্শন প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক ত্রুটি সংশোধনের জন্য মাঠ পর্যায়ে নির্দেশ দেয়াসহ অনিয়মে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এলজিইডি'র প্রশাসনিক ইউনিটকে অবহিত করা হয়।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিদর্শন টীম উন্নয়নমূলক কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করে। পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী নিয়মিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। একই অর্থবছরে এলজিইডি সদর দপ্তরের পরিদর্শন টীম কর্তৃক পরিদর্শিত উন্নয়নমূলক কাজের সংখ্যা ২১৪১ টি যার মধ্যে ১০৬৫ টি স্কীম ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত হয় যার মধ্যে ৪৬৬ টি জুন ২০১৭ এর মধ্যে সংশোধন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৫৯৯ টি স্কীমের ত্রুটি সংশোধন বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণ ৯১৫ টি উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করে ৩৯৮ টিকে ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণের নিবীড় তত্ত্বাবধানে অধিকাংশ ত্রুটি সংশোধন করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ত্রুটি সংশোধন বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে।

উক্ত অর্থবছরে এলজিইডি'র বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ ৯৪৫ টি উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করে ৩২৫ টিকে ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেন, যার সবগুলির ক্ষেত্রে ত্রুটি সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে ভৌত কর্মসূচি বাস্তবায়ন

২০১৬-১৭ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরে ১০৪ টি, ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন সেক্টরে ২৯ টি, কৃষি সেক্টরে ২টি এবং পরিবহন সেক্টরে ২টিসহ সর্বমোট ১৩৭ টি প্রকল্প বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ অনুযায়ী পরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মকান্ড এলজিইডি বাস্তবায়ন করেছে। এছাড়া, অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দের ভিত্তিতে এলজিইডি ৩৫ টি প্রকল্প ও রাজস্ব বরাদ্দের বিপরীত ৩ টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। সরকার কর্তৃক জারীকৃত The Public Procurement Act, 2006 এবং The Public Procurement Rules,2008 (PPR-2008) অনুসরণে এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্রয়-প্রক্রিয়া সম্পাদন করা হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত এরূপ প্রকল্পসমূহের বরাদ্দ, অগ্রগতি, ব্যয় ইত্যাদির গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি পাইচিত্র এবং সারণির মাধ্যমে নিচে প্রদর্শন করা হয়েছে।

	২০১৬-১৭ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের অর্থায়নের তুলনামূলক চিত্র

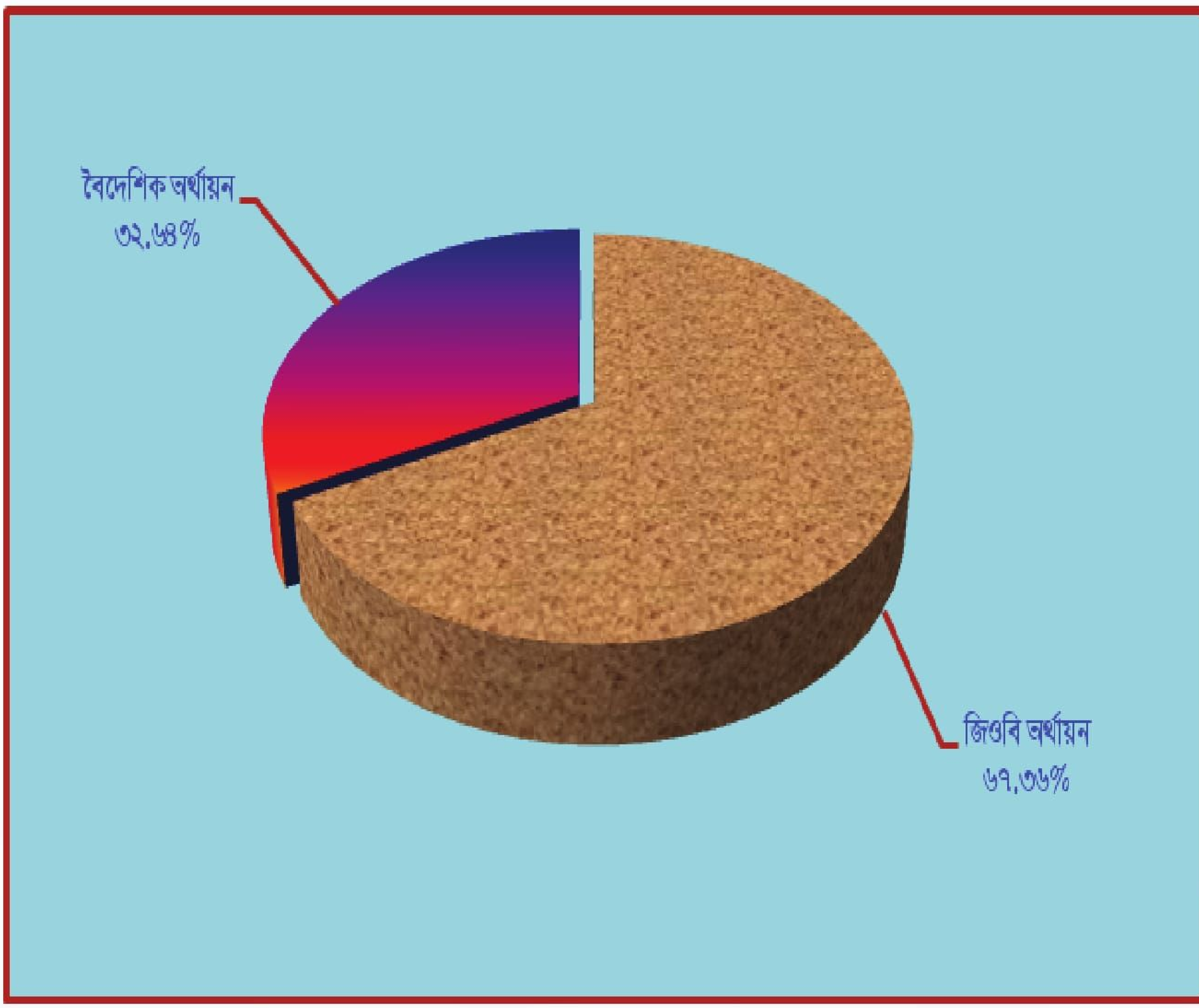

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় এলজিইডি'র সেক্টরভিত্তিক অগ্রগতির চিত্র

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	সেক্টর	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৬-১৭ অর্থবছরে			
			বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	অর্জিত ভৌত অগ্রগতি
(১)	পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান	১০৪	৮৩৬৫.৩৪	**৮৩৬২.৮৭** (৯৯.৯৭%)	**৮৩১৭.৩০** (৯৯.৪৩%)	৯৯.৮৬%
(২)	ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন	২৯	২২২৪.০৯	**২১১৯.১০** (৯৫%)	**২১১৯.৮৪** (৯৫%)	৯৯.৭১%
(৩)	কৃষি	২	১৭১.৭৪	**১৭১.৭৪** (১০০%)	**১৭১.৫২** (৯৯.৮৭%)	১০০%
(৪)	পরিবহন	২	৫৮.৩৩	**৫৮.৩৩** (১০০%)	**৫৮.২৭** (৯৯.৮৯%)	১০০%
মোট ঃ (১+২+৩+৪)		১৩৭	১০৮১৯.৫০	১০৭১২.০৪ (৯৯%)	১০৬৬৬.৯২ (৯৮.৫৯%)	৯৯.৮৩%

২০১৬-১৭ অর্থবছরে বর্ণিত ১৩৭ টি প্রকল্পের সেক্টরভিত্তিক অর্থায়নের তুলনামূলক চিত্র

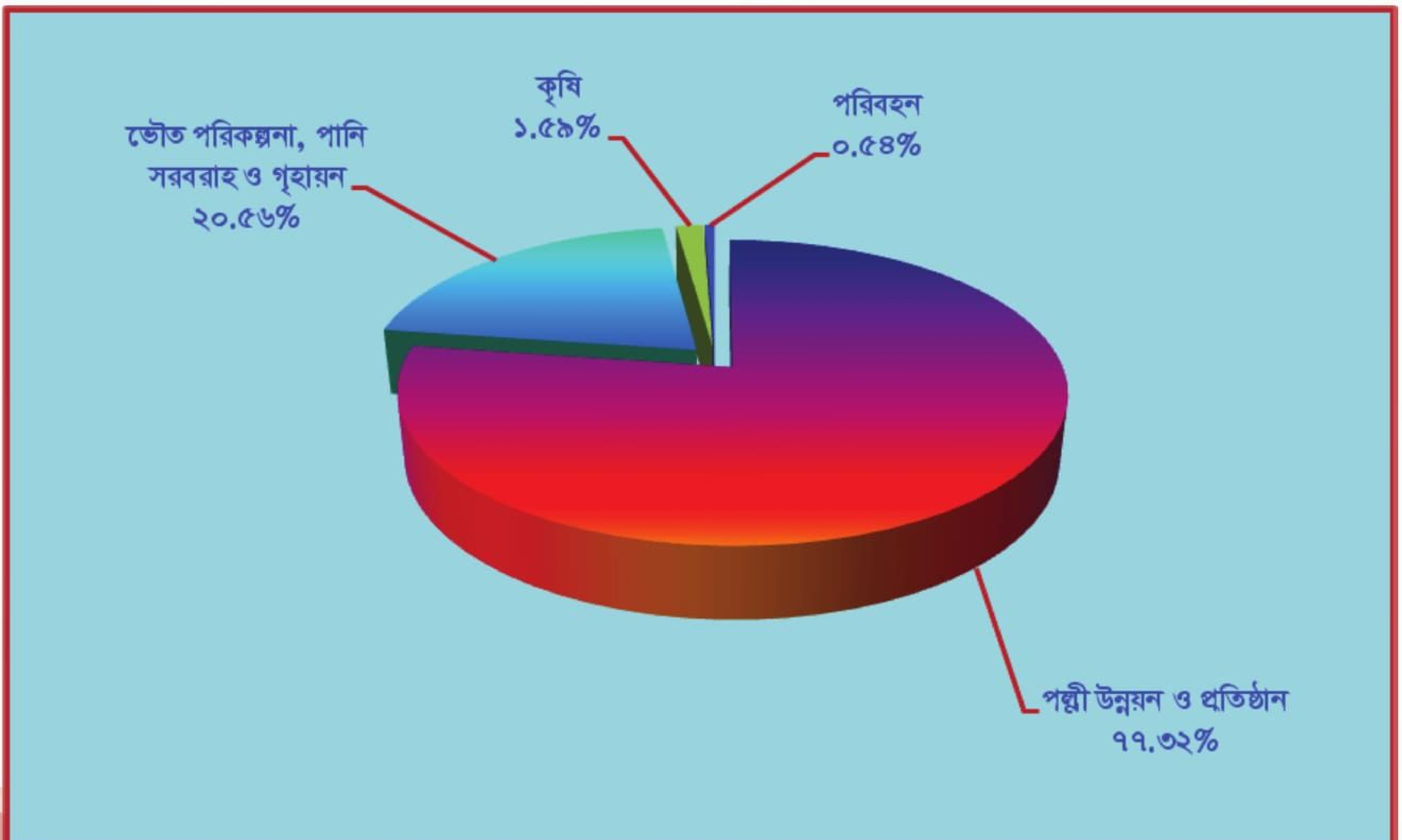

সেক্টর ভিত্তিক অর্থায়ন

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাভূক্ত এলজিইডি'র প্রকল্পসমূহের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
সেক্টর ঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান						
১	৮১১৫-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ সড়ক ও হাট/ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৭২০০/২০০৮-০৯ হতে ডিসেম্বর/১৬)	৫৪০০.০০	৫৩৯৮.২৪	১০০%	৯৯.৯৭%	GoB
২	৮০৪৮-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ঃ ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী ও মানিকগঞ্জ জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৩২৬৮০.২২/২০০৮-০৯ হতে জুন/২০১৭)	২০৪৩.০০	২০৪২.৮১	১০০%	৯৯.৯৯%	GoB
৩	৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন ঃ পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা শীর্ষক প্রকল্প (২য় পর্যায়)(২য় সংশোধিত)। (৩৬২২৪.৩৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১৬-১৭)	৪২০০.০০	৪১৯৮.৯৪	১০০%	৯৯.৯৭%	GoB
৪	৮২১১-জরুরী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প। (১৯৫১৭০/আগষ্ট/০৮ হতে ডিসেম্বর/১৭)	২২৫৯৫.০০	২১৭১০.৫০	৯৮%	৯৬%	IDA, KfW
৫	৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৭১০০০/২০০৯-১০ হতে ২০১৮-১৯)	৩০৫০০.০০	৩০৪৯৯.৮০	১০০%	৯৯.৯৯৯%	GoB
৬	৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলা গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠী জেলা)। (২য় সংশোধিত) (৫৫০৭৫/২০০৯-১০ হতে ডিসেম্বর/১৭)	৮৪০৬.০০	৮৪০৬.০০	১০০%	১০০%	GoB
৭	৫৫৯০-দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনগ্রসর উপজেলাসমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও বগুড়া জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৭৯৯৩৯.৯৩/জানুয়ারী/১০ হতে জুন/১৭)	১০৩৫৩.০০	১০০৩৬.৬০	১০০%	৯৬.৯৪%	GoB
৮	৮১২১-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন ঃ বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)। (২য় সংশোধিত) (৪০৮০০.০০/মার্চ/২০১০ হতে জুন/১৮)	৫৩০০.০০	৫২৯৮.৬৫	১০০%	৯৯.৯৭%	GoB
৯	৮০৭০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (২২৮৮২৯.৬৪/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/২০১৮)	২৬২০০.০০	২৬২০০.০০	১০০%	১০০%	GoB

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
১০	৮০৮১-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৬৮৭৯৫.০৮/০১/০১/১০ হতে ৩১/১২/১৭)	৯৮২০.০০	৯৮১৮.৫০	১০০%	৯৯.৯৮%	JICA
১১	৫৬৬০-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৩৫৯৮৭/মে/২০১০ হতে জুন/২০১৮)	৬১০০.০০	৬০৯৯.০৮	১০০%	৯৯.৯৮%	GoB
১২	৫৬৭০-বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৩৩৯৫/ জুলাই/২০১০ হতে ২০১৭-১৮)	১০০০০.০০	৯৯৯৯.৯৮	১০০%	১০০%	GoB
১৩	৫৭০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) (১৪৯০০০/২০১০-১১ হতে ২০১৮-১৯)	২৮৫০০.০০	২৮৪৯৯.৮৪	১০০%	৯৯.৯৯৯%	GoB
১৪	৫৭১০-জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলাধীন ব্রহ্মপুত্র নদের উপর দুটি সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (৩য় সংশোধিত) (২০৯৪৯.৫৪/২০১০-১১ হতে মার্চ/১৭)	২৯৬৭.০০	২৯৬৬.১০	১০০%	৯৯.৯৭%	GoB
১৫	৫০১২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ঃ বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (৩য় সংশোধিত) (৫৭৬৩৩.৬/মার্চ/২০১১ হতে ডিসেম্বর/১৮)	১৩৫৭২.০০	১৩৫৭০.৪৯	৯৯.৯৯%	৯৯.৯৯%	GoB
১৬	৫০১৭-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন (যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা) শীর্ষক প্রকল্প।(সংশোধিত) (৫২১২৫/জুলাই/২০১১ হতে জুন/১৮)	১৩০০০.০০	১২৯৯৯.৭৪	১০০%	৯৯.৯৯৮%	GoB
১৭	৫০১৯-সাসটেইনেবল রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (এসআরআইআইপি) (২য় সংশোধিত)। (৯৮৯৭৩/০১-০১-১১ হতে ডিসেম্বর/১৭)	২১০৮০.০০	২০৯২৪.৬০	১০০%	৯৯.২৬%	ADB KFW JFPR
১৮	৫০১৮-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১৪৩০০০/এপ্রিল/১১ হতে ২০১৭-১৮)	২০০০০.০০	১৯৯৭৬.২৫	১০০%	৯৯.৮৮%	GoB
১৯	৫০৯১-পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলাধীন ভাঙ্গুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন। (১ম সংশোধিত) (১০৮৩৬/২০১১-১২ হতে জুন/২০১৮)	১৫১০.০০	১৫১০.০০	১০০%	১০০%	GoB
২০	৫৭৯০-সিলেট বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৪৯০৮০/২০১১-১২ হতে ডিসেম্বর/১৭)	১০১৪০.০০	৯৮১২.৬১	৯৭.২৯%	৯৬.৭৭%	GoB
২১	৫৮০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (৮৫৭৭০/২০১১-১২ হতে ২০১৭-১৮)	৮০০০.০০	৭৯৯৯.৩৭	১০০%	৯৯.৯৯%	GoB

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
২২	৫০৪৫-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাংগা ও মেহেরপুর জেলা)। (১ম সংশোধিত) (৩৭৬৮৫/জানুয়ারী/১২ হতে ২০১৭-১৮)	৮০০০.০০	৭৯৯৯.৯৬	১০০%	১০০%	GoB
২৩	৫০৪৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৬১৫৪৭/২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)	৬৫০০.০০	৬৪৯৯.০৫	১০০%	৯৯.৯৯%	GoB
২৪	৫০৪৭-বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর সহায়তায় দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব সহন শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (৫৮৫৪০.০০/ জানুয়ারী/১২ হতে জুন/২০১৭)	৬৫০০.০০	৬৪৮৮.২৩	১০০%	৯৯.৮২%	WFP
২৫	৫০৫৪-হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প।(১ম সংশোধিত) (১০৭৬৩২/জানুয়ারী/১২ হতে জুন/১৯)	১৪০৫০.০০	১৪০৩১.৯৩	১০০%	৯৯.৮৭%	IFAD STF
২৬	৫০৫৭-রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২ (আরটিআইপি-২) (১ম সংশোধিত)। (৩৩৩৬১৯.৪০/২০১২-১৩ হতে ২০১৭-১৮)	৮০৭০০.০০	৮০৬৯৭.২৬	১০০%	৯৯.৯৯৭%	IDA
২৭	৫০৫৮-কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট। (১ম সংশোধিত) (১২৬৭২৩.১৭/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৮)	২৯৫০০.০০	২৯৪৯৬.১৫	১০০%	৯৯.৯৯%	ADB, IFAD, KfW
২৮	৫০৭৩-নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। (২৭০৫৯৪/মার্চ/২০১৩ হতে ২০১৮-১৯)	৪৩৫০০.০০	৪১৪৭৮.৫৪	১০০%	৯৫.৩৫%	JICA
২৯	৫০৮৪-রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেন্টেইনেন্স প্রোগ্রাম-২ শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০৮৫০০.০০/জুলাই/১৩ হতে জুন/১৮)	২৫৮০০.০০	২৫৭৯৯.২৪	১০০%	৯৯.৯৯৭%	EU
৩০	৫০৮৮-বরিশাল বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৬৭৬০০.০০/২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)	১০২১৩.০০	৯৯৩৪.৪৪	১০০%	৯৭.২৭%	GoB
৩১	৫০৯৮-বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী (সংশোধিত)। (১৫১৯৫/২০১৩-১৪ হতে ডিসেম্বর/১৭)	২৮৬০.০০	২৮৪৬.২২	১০০%	৯৯.৫২%	USAID
৩২	৫০৮৯-কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলায় ধরলা নদীর উপর ৯৫০ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প। (সংশোধিত) (২২৭১৯/২০১৩-১৪ হতে ২০১৬-১৭)	৯০০০.০০	৮৯৯৯.৮৯	১০০%	৯৯.৯৯৯%	GoB
৩৩	৫০৯৬-বৃহত্তর নোয়াখালী (নোয়াখালী, ফেনী ও লক্ষ্মীপুর জেলা) পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২ ।(১ম সংশোধিত) (৫৯২৬৯.০০/ ২০১৩-১৪ হতে ২০১৮-১৯)	১৬০০০.০০	১৬০০০.০০	১০০%	১০০%	GoB

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
৩৪	৫১০২-পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্দারমানিক নদীতে ৬৬৮ মিঃ দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প (১ম সং)।(১২৫৪১.৪৩/২০১৩-১৪ হতে জুন/১৮)	১২৫০.০০	১২৪৯.৮৮	১০০%	৯৯.৯৯%	GoB
৩৫	৫০৯৩-রংপুর বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (সংশোধিত) (৭৩৯৯০.০০/ অক্টোবর/২০১৩ হতে জুন/২০১৮)	২২০০০.০০	২২০০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৩৬	৫০৯৪-গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (সংশোধিত) (৭৩০৮৫/অক্টোবর/১৩ হতে ২০১৮-১৯)	২০০.০০	২০০.০০	১০০%	১০০%	SFD
৩৭	৫০৯৯-টাংগাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর-মির্জাপুর ভায়ামোকনা উপজেলা সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫২০.৬০ মিঃ আরসিসি Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প। (সং) (৭৫৫৬.৩২/জুলাই/১৩ হতে জুন/১৭)	২২২৫.০০	২২২৪.৯৯	১০০%	৯৯.৯৯৯%	GoB
৩৮	৫১০৬-বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৮৮৬৪.৪৫/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৯)	১২৫০০.০০	১২৪৯৯.৩৪	১০০%	৯৯.৯৯%	GoB
৩৯	৫১০৭-জামালপুর জেলার বক্সীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় ৪টি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (সংশোধিত)। (১৫১৭৯/জানুয়ারী/১৪ হতে ডিসেম্বর/১৭)	৪৯৭৫.০০	৪৯৭৪.৯৮	১০০%	৯৯.৯৯৯%	GoB
৪০	৫১১৭-বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ ও হিজলা উপজেলাধীন ৬টি ব্রিজ/কালভার্ট ও ৬টি রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২০২৯/২০১৪-১৫ হতে জুন/২০১৭)	৯৫৪.০০	৯০৮.৭৮	১০০%	৯৫.২৬%	GoB
৪১	৫১২৮-হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৮০০০.৬৪/জুলাই/১৪ হতে জুন/২২)	১০০০০.০০	৯৯৪০.০০	১০০%	৯৯.৪০%	JICA
৪২	৫১১৯-কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ ও নাঙ্গলকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (২৪৫৫.৯৭/জুলাই ২০১৪/হতে জুন/২০১৭)	৩০৬.০০	৩০৫.৫৪	১০০%	৯৯.৮৫%	GoB
৪৩	৫১২২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা)। (৫৬৪১০.৭৪/জুলাই/১৪ হতে জুন/১৯)	১২০০০.০০	১১৯৯৭.৮৬	১০০%	৯৯.৯৮%	GoB

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
৪৪	৫১২৫-নড়াইল জেলার সদর উপজেলাধীন পুরাতন ফেরীঘাট সংলগ্ন চিত্রা নদীর উপর ১৪০ মিঃ দীর্ঘ্য ব্রীজ এবং ১৪০মিঃ ভায়া ডাক্ট নির্মাণ প্রকল্প।(৩৬১২.৫৫/জুলাই/১৪ হতে জুন/১৭)	১৬২৫.০০	১৬২০.০০	১০০%	৯৯.৬৯%	GoB
৪৫	৫১২৬-জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (১৬৫৮০/জুলাই/১৪ হতে জুন/১৭)	৫৩৭২.০০	৫৩৬৫.৭২	১০০%	৯৯.৮৮%	DANIDA
৪৬	৫১২৯-গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৩১২১৩.৮২/জানুয়ারী/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৮)	৭৪০০.০০	৭৪০০.০০	১০০%	১০০%	
৪৭	৫১৩১-বহুমুখী দূর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প। (২৯৩৫০০/০১/০১/১৫ হতে ৩১/১২/২১)	২০০৮০.০০	১৯৬৯১.১৩	৯৮.২৫%	৯৮.০৬%	WB
৪৮	৫১৩৯-বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (১৯৯৮/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	১১২০.০০	১১২০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৪৯	৫১৪৩-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-২। (৬০৭৬৪৪/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৯)	১৫০০০০.০০	১৫০০০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৫০	৫১৪১-শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।(১ম সংশোধিত) (২২৮৪.০০/জুলাই/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৭)	১২০০.০০	১২০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৫১	৫১৪২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্রগ্রাম ২য় পর্যায় প্রকল্প। (৩৮০০০/মার্চ/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৯)	৩৭০০.০০	৩৬৯৯.৯৭	১০০%	১০০%	GoB
৫২	৫১৪৮-বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা)শীর্ষক প্রকল্প।(৩৬৬০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৯)	৬০০০.০০	৫৯৯৯.৭২	১০০%	৯৯.৯৯৫%	GoB
৫৩	৫১৪৯-"বাগেরহাট জেলার চিতলমারী, মোল্লাহাট ও ফকিরহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প।(২৪৭০.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	২২২৪.০০	২২০২.৫২	৯৯.১০%	৯৯.০৩%	GoB
৫৪	৫০০৬-"ভোলা জেলার সদর, বোরহানউদ্দিন ও দৌলতখান উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (২২০০.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৭)	২০৭৮.০০	২০৬৫.৭৭	১০০%	৯৯.৪১%	GoB
৫৫	৫১৭৪-"ঝালকাঠী জেলার অন্তর্গত সদর ও নলসিটি উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (২৩২৩.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৭)	২২২৩.০০	২২২৩.০০	১০০%	১০০%	GoB

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
৫৬	৫১৫২-বৃহত্তর পাবনা-বগুড়া জেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৬৮০৯.১০/জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	৬৯৮৭.০০	৬৯৮৭.০০	১০০%	১০০%	GoB
৫৭	৫১৫৯-জয়পুরহাট জেলার আক্কেলপুর, কালাই ও ক্ষেতলাল উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (২০৩০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৮)	১০০০.০০	৯৯৯.৯৯	১০০%	৯৯.৯৯৯%	GoB
৫৮	৫০২৬-মেহেরপুর জেলার আমঝুপি হতে কেদারগঞ্জ বাইপাস সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩১৭.৫০/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/১৮)	৫৩০.০০	৫৩০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৫৯	৫১৫১-কিশোরগঞ্জ জেলার সদর ও হোসেনপুর উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (সংশোধিত) (২২১৫.০০/জুলাই/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৭)	১৭৮১.০০	১৭৮১.০০	১০০%	১০০%	GoB
৬০	৫০২৪-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ বাউফল উপজেলা, পটুয়াখালী প্রকল্প। (২৩৬৪.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	৮০০.০০	৭৯৯.৯৯	১০০%	১০০%	GoB
৬১	৫১৬১-নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (১৯৩৭.৮৪/মার্চ/১৬ হতে জুন/১৭)	১৬৬৮.০০	১৬২৮.৫৪	১০০%	৯৭.৬৩%	GoB
৬২	৫১৫৬-বাগেরহাট জেলার মোল্লাহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২১৯৪.০০/ জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	৭০০.০০	৭০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৬৩	৫১৫৫-বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৯৮.০০/ জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	৮০০.০০	৮০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৬৪	৫১৫৩-ফরিদপুর জেলার সদর উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (২৪৯৫/জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	১৮০০.০০	১৮০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৬৫	৫১৬৪-পিরোজপুর জেলাধীন মঠবাড়িয়া উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৩৮.৪৫/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/১৭)	২০২৭.০০	২০২৭.০০	১০০%	১০০%	GoB
৬৬	৫১৫৭-কিশোরগঞ্জ জেলাধীন কুলিয়ারচর ও ভৈরব উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(২৪২২/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	১২০০.০০	১২০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৬৭	৫১৬৫-কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩৯৫.৭০/জানুয়ারি/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	১০০০.০০	৯৯৯.৯৯	১০০%	১০০%	GoB

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
৬৮	৫১৫৪-গোপালগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬১৪৮৪/জানুয়ারী/১৬ হতে জুন/১৯)	৫০০০.০০	৪৯৯৯.৯৯	১০০%	১০০%	GoB
৬৯	৫১৫৮-পঞ্চগড়, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার (বিলুপ্ত ছিটমহল) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৮০৫৯/ডিসেম্বর/২০১৫ হতে জুন/২০১৮)	৪০০০.০০	৩৯৯৯.৫০	১০০%	৯৯.৯৯%	GoB
৭০	৫১৭৬-বৃহত্তর রাজশাহী জেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৯৮৫২/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৯)	৫০০০.০০	৪৯৯৯.৩৬	১০০%	৯৯.৯৯%	GoB
৭১	৫১৬৭-সিলেট বিভাগ গ্রামীণ এ্যাকসেস সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৮৭০৪.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৯)	১০৫.০০	১০৪.৮৪	১০০%	৯৯.৮৫%	IDB
৭২	৫১৭৮-ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার কসবা ও আখাউড়া উপজেলা পল্লী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৩০.০৯/মার্চ/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	১০০০.০০	৯৯৯.৯৭	১০০%	৯৯.৯৯৭%	GoB
৭৩	৫১৮১-পটুয়াখালী জেলার অন্তর্গত গলাচিপা ও দশমিনা উপজেলার পল্লী সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (২১৭৩.০৪/ জানুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	৫০০.০০	৫০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৭৪	৫১৬২-বাউফল উপজেলার পল্লী যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২৩৬১.৮০/জানুয়ারি/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	৫০০.০০	৪৯৯.৬৭	১০০%	৯৯.৯৩%	GoB
৭৫	৫১৭৯-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ নোয়াখালী জেলার চাটখিল ও সোনাইমুড়ী উপজেলা শীর্ষক প্রকল্প।(২২২২.৫০/ ফেব্রুয়ারি/১৬ হতে জুন/১৭)	২২২২.০০	২২২২.০০	১০০%	১০০%	GoB
৭৬	৫১৮৬-কিশোরগঞ্জ জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৩৪৭২৪/ ০১/০১/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৯)	৩০০০.০০	২৯৯৯.৯৫	১০০%	১০০%	GoB
৭৭	৫১৮৭-জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১১৭০/০১/০১/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০১৭)	৫০০.০০	৫০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৭৮	৫১৮৮-কুমিল্লা জেলার লাকসাম, মনোহরগঞ্জ ও বরুড়া উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১৯৮৭.৪২/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	৬০০.০০	৫৯৯.৯৯৬	১০০%	৯৯.৯৯৯%	GoB
	নতুন প্রকল্প ঃ					
৭৯	৫১৯১-কুমিল্লা জেলার ব্রাক্ষ্মণপাড়া ও বুড়িচং উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২১৬১.৬৪/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	৫০০.০০	৪৯৯.৯৯৯	১০০%	১০০%	GoB

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
৮০	৫১৯৯-ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৬২৫০০.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)	২৫০০.০০	২৪৯৯.৯৬	১০০%	৯৯.৯৯৮%	GoB
৮১	৫১৯২-বরিশাল জেলার গৌরনদী ও আগৈলঝরা উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(২৩০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	৪০০.০০	৪০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৮২	৫২১৭-জামালপুর জেলাধীন ইসলামপুর উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২২২৮.৬৭/জানুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	৬০০.০০	৬০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৮৩	৫১৮৯-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন ঃ নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলা। (২০৯৭.২৪/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	৫০০.০০	৫০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৮৪	৫১৯৭-রূপগঞ্জ জলসিড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ। (১০২৬৬.২৮/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)	১০০০.০০	৯৯৯.৭৮	১০০%	৯৯.৯৮%	GoB
৮৫	৫২০৬-জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৮৮৮১.৪৮/জুলাই/১৬ হতে জুন/২০)	২১৭.০০	২১৫.৫৩	১০০%	৯৯.৩২%	GoB
৮৬	৫১১৯-কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ ও নাঙ্গলকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প। (৪৪৯৬.৫৪/ সেপ্টেম্বর/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	১০০০.০০	৯৯৯.৯৬	১০০%	৯৯.৯৯৬%	GoB
৮৭	৫২০৯-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলা, সুনামগঞ্জ জেলা" শীর্ষক প্রকল্প। (৪৫৬৯.০০/ জুলাই/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	১০০.০০	১২.০৭	১৬%	১২%	GoB
৮৮	৫১৯৮-ফরিদপুর, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, পটুয়াখালী ও নীলফামারী জেলার অধীন ৮টি ব্রীজ নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প। (১৭৬/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৭)	১৪৩.০০	১৪৩.০০	১০০%	১০০%	GoB
৮৯	৫১৯৮-মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর এবং গজারিয়া উপজেলায় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২০৩৮.২০/সেপ্টেম্বর/১৬ হতে জুন/১৮)	২০০.০০	২০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৯০	৫২০২-চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলাধীন গন্ডামারা ব্রীজ হতে গন্ডামারা বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (৩৩৬০.০০/জুন/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	৫.০০	৫.০০	১০০%	১০০%	GoB
৯১	৫২০৩-ঢাকা জেলার দোহার ও নবাবগঞ্জ উপজেলার সড়ক উন্নয়ন। (২১২৩.০০/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	৩.০০	২.২৪	৭৫%	৭৫%	GoB

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
৯২	৫২০৭-নওগাঁ জেলার পত্নীতলা ও ধামইরহাট উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৬৫৫.৩২/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	১০০.০০	৯৯.২৫	৯৯.২৫%	৯৯.২৫%	GoB
৯৩	৫২১১-রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাধীন গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২৪০৯.০০/অক্টোবর/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	৩০০.০০	৩০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৯৪	৫২২৪-লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যস্নান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১২০৭৪.০০/ জানুযারি/২০১৭ হতে জুন/২০১৯)	৫.০০	৫.০০	১০০%	১০০%	GoB
৯৫	৫২১৫-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ ভোলা জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (৪৫৪৬২.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২০)	২০০.০০	১৫১.৯৬	১০০%	৭৫.৯৮%	GoB
৯৬	৫২১৩-পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প।(৩৯২৬৭৬.০০/জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২১)	১০০.০০	৯৯.৯৫	১০০%	৯৯.৯৫%	GoB
৯৭	৫২১৪-খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৬৩৫৭০/জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১)	৩০০.০০	২৯৭.৬৫	১০০%	৯৯.২২%	GoB
৯৮	৫২১৬-জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প।(৪১৮৪৮.০০/জানুয়ারী/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০২১)	২৪০০.০০	২৩৯৫.৪৩	১০০%	৯৯.৮১%	DANIDA
৯৯	৫২১২-নেত্রকোণা জেলাধীন মোহনগঞ্জ ও আটপাড়া উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৭৩৪.২৪/ডিসেম্বর/১৬ হতে নভেম্বর/১৯)	১০০.০০	৯৯.৯৫	১০০%	৯৯.৯৫%	GoB
১০০	৫২১৮-ময়মসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৯৮/০১/০১/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০১৮)	৫০.০০	৫০.০০	১০০%	১০০%	GoB
১০১	৫২২৮-সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলার গ্রামীণ সড়ক ও ব্রীজ/কালভার্ট উন্নয়ন প্রকল্প।(২২৩৪.৬৫/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	১০০.০০	১০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
১০২	৫২২৭-সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৪৭.৪৮/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	১০০.০০	১০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
১০৩	৫২২৯-সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২২৮৫.৩৫/ডিসেম্বর/১৬ হতে জুন/১৯)	১০০.০০	১০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
	উপ-মোট (১-১০৩) ঃ	৮৩৫৪৮৪.০০	৮৩০৬৮৩.৭১	১০০%	৯৯%	GoB
	কারিগরী সহায়তা প্রকল্প ঃ					
	চলতি প্রকল্প ঃ					

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
১০৪	৫১৩৩-প্রজেক্ট ডিজাইন এ্যাডভ্যান্স (পিডিএ) ফর দ্যা রেসাল্ট-বেইজড রুরাল কানেকটিভিটি প্রোগ্রাম (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্প। (২৪৪৭.৬৪/জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	১০৫০.০০	১০৪৫.৯৪	১০০%	৯৯.৬১%	ADB
	উপ-মোট (১০৪) ঃ	১০৫০.০০	১০৪৫.৯৪	১০০%	১০০%	
	মোট (পল্লী) (১-১০৪) ঃ	৮৩৬৫৩৪.০০	৮৩১৭২৯.৬৫	১০০%	৯৯%	
	সেক্টর ঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ					
	চলতি প্রকল্প ঃ					
১০৫	৫৭৮০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৬১২১৪.০০/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৮)	৯০০০.০০	৮৯৯৮.৯৭	১০০%	৯৯.৯৯%	GoB
১০৬	৫০২২-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১২৫৮৮২.২৭/ জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৮)	১৮৫৪৭.০০	১৮৫৪৬.৯২	১০০%	১০০%	GoB
১০৭	৫০২৭-ঢাকা মহনগরীতে ফ্লাইওভার ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (মগবাজার মৌচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ)(সংশোধিত)। (১২১৮৮৯.৬৯/জানুয়ারী/১১ হতে সেপ্টেম্বর/১৭)	৫২৮৩৭.০০	৪২৫৭৮.৬৩	৯৯%	৮১%	SFD & OFID
১০৮	৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (১৩৯৫৯৭.৭৫/জুলাই/১১ হতে জুন/১৮)	২৪০০০.০০	২৩৯৯৪.০১	১০০%	৯৯.৯৮%	ADB KFW
১০৯	৫৮৯০-ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ইনস্টিটিউট, রাজশাহী এর ভৌত সুবিধাদি বর্ধিতকরণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (২৩৯৯.৪০/২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	৯৯০.০০	৯৮৯.৬৫	১০০%	৯৯.৯৬%	GoB
১১০	৫১০৩-ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৯০০০/জুলাই/১৩ হতে জুন/১৮)	৩০০০.০০	৩০০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
১১১	৫১১১-উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১০৫৭৫১/জানুয়ারী/১৪ হতে মে/২০)	১২৭১৫.০০	১২৭১৩.৬৭	১০০%	৯৯.৯৯%	ADB
১১২	৫৮৮০-কিশেরাগঞ্জ জেলার নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প। (১১০৮৫.২৫/ জানুয়ারী/২০১২ হতে ডিসেম্বর/২০১৬)	৩৭৯.০০	৩৭৯.০০	১০০%	১০০%	GoB
১১৩	৫১১৩-মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট।(২৪৭০৯৩/জানু/২০১৪ থেকে ডিসেম্বর/২০১৯)	২৭৭৫০.০০	২৭৬০২.১৪	১০০%	৯৯.৪৭%	WB

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
১১৪	৫১২৪-বেনাপোল পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (২৫৬৬.০০/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৮)	৪৯৫.০০	৪৯৫.০০	১০০%	১০০%	GoB
১১৫	৫১২৩-তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৪০৪৬১৭.০০/ জুলাই/১৪ হতে জুন/২১)	৩৮১০০.০০	৩৮০৯৬.৮৯	১০০%	৯৯.৯৯%	GoB
১১৬	৫১১৮-"সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট" শীর্ষক প্রকল্প।(২৯৪৩০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)	২৬৭৮২.০০	২৬৭৭৯.৭৮	১০০%	৯৯.৯৯%	JICA
১১৭	৫১২৭-Preparation of Action Area Plan for Narayanganj and Gazipur City Corporation. (৭১৭/জানুয়ারী/১৪ হতে ডিসেম্বর/১৬)	২৬১.০০	২৬০.৭৩	১০০%	৯৯.৯০%	GoB
১১৮	৫১৪৫-বোরহান উদ্দিন পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৯৯৬.০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৮)	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
১১৯	৫১৪৪- "ভোলা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নসহ মাষ্টারপ্লান প্রণয়ন" শীর্ষক প্রকল্প।(২২৬০.৩৪/জুলাই/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	১০০০.০০	১০০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
১২০	৫১৪৭-"পটুয়াখালী পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণে সড়ক ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার নির্মাণ ও উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প। (২২২০.০০/ জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	৬৯৭.০০	৬৯৭.০০	১০০%	১০০%	GoB
১২১	৫১৬৮-জামালাপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৯০.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	৫০০.০০	৫০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
১২২	৫১৮২-জামালপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন। (১২৬৫৯.৫২/মার্চ/২০১৬ হতে ফেব্রুয়ারী/২০১৯)	৫০০.০০	৪৯৯.৭৬	১০০%	৯৯.৯৫%	GoB
১২৩	৫০৭৯-গোপালগঞ্জ পৌরসভা ড্রেইনেজ উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪২৫.০০/জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	৭০০.০০	৭০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
১২৪	৫১৮৪-বরিশাল জেলার গৌরনদী পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২২৬৫.১৭/জানুয়ারি/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	১২৫.০০	১২৪.০০	১০০%	৯৯.২০%	GoB
১২৫	৫১৮৩-বাউফল পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (২২৬৭.০০/জানুয়ারি/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০	১০০%	১০০%	GoB

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
	নতুন প্রকল্প ঃ					
১২৬	৫১৭৩-বাঘা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।(২৪৬০.৫৮/ফেব্রুয়ারী/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	৭৯৭.০০	৭৯৭.০০	১০০%	১০০%	GoB
১২৭	৫২০৪-চৌমুহনী পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩৮৮.০০/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	২০০.০০	১৯৯.৯৮	৯৯.৯৯%	৯৯.৯৯%	GoB
১২৮	৫২০৮-গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাঘট লেক উন্নয়ন প্রকল্প।(১৫৫৫.০০/জুলাই/১৬ হতে জুন/১৮)	৩.০০	৩.০০	১০০%	১০০%	GoB
১২৯	৫২২১-নাঙ্গলকোট পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৪১২৫.৮৮/জানুয়ারি/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০১৮)	৪০০.০০	৪০০.০০	১০০%	৯৯.৯৯৯%	GoB
১৩০	৫২২২-চরফ্যাশন পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১৪৪০.১২/নভেম্বর/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	১০০.০০	৯৯.৯৯	১০০%	৯৯.৯৯%	GoB
১৩১	৫২২৩-লালমোহন পৌরসভা ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(২৩০১.০০/ জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৮)	১০০.০০	১০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
	উপ-মোট (১০৫-১৩১) ঃ	২২১৩৫৩.০০	২১০৯৩১.১২	১০০%	৯৫%	
	কারিগরী সহায়তা প্রকল্প ঃ					
১৩২	৫০৭৮-Project Design Advance (PDA) Project for Coastal Towns Infrastructure Improvement Project (CTIIP).(৩৪৯৪/০১/০৫/১৩ হতে ৩০/০৪/১৮)	৬৩৫.০০	৬৩১.৭১	১০০%	৯৯.৪৮%	ADB
১৩৩	৫০৮৩-Technical Assistance for Transit Oriented Development and Improved Traffic Management in tongi-Gazipur Poura Areas (Proposed Gazipur City Corporation) শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্প।(ফেব্রুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৬)১০২৬.৭৫	৪২১.০০	৪২১.০০	১০০%	১০০%	ADB
	উপ-মোট (১৩২-১৩৩) ঃ	১০৫৬.০০	১০৫২.৭১	১০০%	১০০%	
	মোট (নগর) (১০৫-১৩৩) ঃ	২২২৪০৯.০০	২১১৯৮৩.৮৩	১০০%	৯৫%	
	সেক্টর ঃ কৃষি (সাব-সেক্টর ঃ সেচ)					
	চলতি প্রকল্প ঃ					
১৩৪	৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)। (৮৪৪১২.৪৩/জানুয়ারী/১০ হতে জুন/১৮)	১৫৮০০.০০	১৫৭৭৭.৫৫	১০০%	৯৯.৮৬%	ADB, IFAD
	উপ-মোট (১৩৪) ঃ	১৫৮০০.০০	১৫৭৭৭.৫৫	১০০%	১০০%	

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
	কারিগরী সহায়তা প্রকল্প ঃ					
১৩৫	৫০৭২-TA Project "Capacity Development Project for Participatory Water Resources Management Through Integrated Rural Development. (৫৬৮৫/সেপ্টেম্বর/১২ হতে সেপ্টেম্বর/১৭)	১৩৭৪.০০	১৩৭৪.০০	১০০%	১০০%	JICA
	মোট (কৃষি) (১৩৪-১৩৫) ঃ	১৭১৭৪.০০	১৭১৫১.৫৫	১০০%	১০০%	
	সেক্টর ঃ পরিবহণ					
	চলতি প্রকল্প ঃ					
১৩৬	৫০৫০-জনগুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)। (৫৩২০০/২০০৪-০৫ হতে ২০১৬-১৭)	২১৩৩.০০	২১৩১.৪১	১০০%	৯৯.৯৩%	GoB
১৩৭	৮২৪০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (সওজ হতে স্থানান্তরিত)।(২য় সংশোধিত) (৫৯০০০/১/১/০৯ হতে ৩০/০৬/১৭)	৩৭০০.০০	৩৬৯৫.৪৪	১০০%	৯৯.৮৮%	GoB
	মোট (পরিবহণ) (১৩৬-১৩৭) ঃ	৫৮৩৩.০০	৫৮২৬.৮৫	১০০%	১০০%	
	সর্বমোট (১-১৩৭) ঃ	১০৮১৯৫০.০০	১০৬৬৬৯১.৮৮	৯৯.৮৩%	৯৮.৫৯%	

২০১৬-১৭ অর্থবছরে পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান, কৃষি এবং পরিবহণ সেক্টরে বাস্তবায়িত পল্লী অবকাঠামোর প্রধান প্রধান অংগের বিবরণ

ক্রমিক নং	প্রধান প্রধান অংগ	ভৌত কর্মসূচির পরিমাণ	আর্থিক ব্যয় (কোটি টাকা)
১	উপজেলা সড়ক নির্মাণ	৮৩২ কিঃমিঃ	১০৫২.৯৮
২	ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ	১,৮৭২ কিঃমিঃ	১,১৮৮.১০
৩	গ্রাম সড়ক নির্মাণ	২,৪৯৬ কিঃমিঃ	২,৪৬২.৩৬
৪	উপজেলা সড়কে ব্রিজ/ কালভার্ট নির্মাণ	১৩,০৮০ মিঃ	৭০২.৬৩
৫	ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ	১৮,৯২০ মিঃ	৬০৯.২৮
৬	উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ	৪০ টি	১৭২.৭০
৭	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ	১৪০ টি	৭৮.৫৩
৮	গ্রোথ-সেন্টার উন্নয়ন	৮৫ টি	৬৯.০৩
৯	হাট-বাজার উন্নয়ন	৯০ টি	৩৬.৩৫
১০	মহিলা মার্কেট সেকশন নির্মাণ	৬ টি	০.৬৯
১১	ঘাট নির্মাণ	৭২ টি	২৩.৪৫
১২	বৃক্ষরোপণ	৩২২ কিঃমিঃ	৪.৪০
১৩	সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ	৯০ টি	৩৩৮.১১
১৪	ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন	৩৪,৯৪৪ হেক্টর	১৩৯.৩৮
১৫	পাকা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ(প্রকল্পের উন্নয়ন খাত)	১০,২০০ কিঃমিঃ	৬১৬.৮৮
	মোট	-	**৭,৪৯৪.৮৭**

কুষ্টিয়া জেলার সদর উপজেলায় গড়াই নদীর উপর নির্মিত ৬০৪ মিটার দীর্ঘ শেখ রাসেল কুষ্টিয়া-হরিপুর সংযোগ সেতু

বাগেরহাট জেলার রামপাল উপজেলায় রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক

সেন্ট্রাল সেহারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টার

নাচনা শালিখা খাল, সদর, জামালপুর

চালবালা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, লালমনিরহাট

অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কর্মকান্ডে এলজিইডি'র সম্পৃক্ততা

২০১৬-১৭ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহের মধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ৩ টি, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ১ টি, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ২২টি, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ২ টি, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ১টি, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের ১টি এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৪ টি। এছাড়া স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আরও ১টি অর্থাৎ সর্বমোট ৩৫ টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত মোট ২,০৩১.০৮ কোটি টাকার বিপরীতে ১,৮০১.৫৩ কোটি টাকা ব্যয় করা হয় যা বরাদ্দের ৮৮.৭০%। উক্ত ৩৫ টি প্রকল্পের মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ৭ টি বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ড ২২টি ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের সংখ্যা ছিল ৬টি।

অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের এলজিইডি সম্পৃক্ত প্রকল্পসমূহের ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বরাদ্দ ও ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	সেক্টরের নাম/মন্ত্রণালয়ের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৬-১৭ অর্থবছর			বাস্তব অগ্রগতি
			বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	
১	কৃষি	৩	৬৪.৭৫	৫৮.৫৭ (৯০%)	৫৮.৫৭ (৯০%)	৯৪%
২	পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান (পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়)	১	৩৭.৫০	২৯.৫৭ (৭৯%)	২৬.৭৭ (৭১%)	৭৬%
৩	পরিবহণ (যোগাযোগ মন্ত্রণালয়)	১	৬.৪৯	৬.৪৯ (১০০%)	৬.৪৬ (৯৯%)	৯৯%
৪	মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২	২১০.০০	২১০.০০ (১০০%)	২০৮.৯০ (৯৯%)	১০০%
৫	বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	১	২৬.৮৮	২৬.৮৮ (১০০%)	২৬.৮৮ (১০০%)	১০০%
৬	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	২২	৯৫.৬৯	৭৪.৫১ (৭৮%)	৭৪.২১ (৭৮%)	৯০%
৭	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ	৪	১,৫৪৮.২২	১,৪৬৬.৬৬ (৯৫%)	১,৩৫৮.১৯ (৮৮%)	৯৫%
৮	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (বাপার্ড)	১	৪১.৫৫	৪১.৫৫ (১০০%)	৪১.৫৫ (১০০%)	১০০%
মোট		৩৫	২,০৩১.০৮	১,৯১১.৪০ (৯৪.১১%)	১,৮০১.৫৩ (৮৮.৭০%)	৯৫%

অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় এলজিইডি কর্তৃক ৮ টি সেক্টরে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র

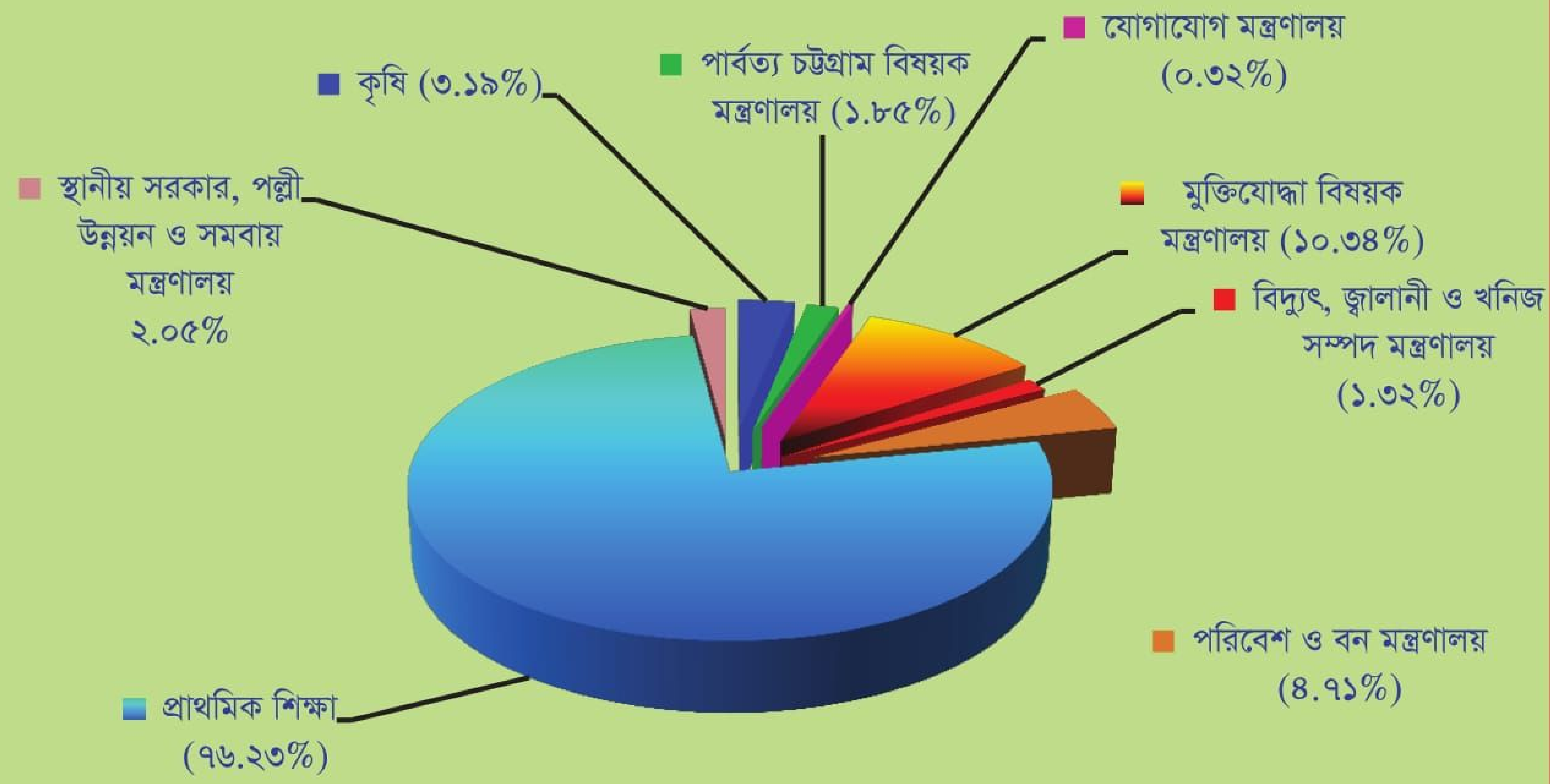

২০১৬-১৭ অর্থবছরে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পভিত্তিক অগ্রগতির তথ্যাদি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয়/বাস্তবায়নকাল)	বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি (%)		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
	সেক্টর ঃ কৃষি					
	সাব-সেক্টর ঃ ফসল					
১	খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। ২৭৭৪৩.৫৫/২০০৯-১০ হতে ২০১৬-১৭)	১৬৩০.০০	১৬০৭.০৬	১০০%	৯৮.৫৯ %	GoB
২	বাংলাদেশ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে চাষীদের জন্য কৃষি সহায়তা প্রকল্প। (১ম সংশোধিত)(১৫০৯৯.০০/০১/০৭/২০১৩ হতে ৩০/০৬/২০১৯)	১১৮০.০০	১১৭৯.০৮	১০০%	৯৯.৯২ %	IDB

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয়/বাস্তবায়নকাল)	বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি (%)		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
	সেক্টরঃ পানি					
৩	৬৯৯৬-চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪)। (২৪৭০৩.৯৬/জানু/১১ থেকে ডিসেম্বর/১৮)	৩৬৬৫.০০	৩০৭১.০২	৯০%	৮৪%	IFAD, Netherlands
	উপ-মোট (১-৩) ঃ	৬৪৭৫.০০	৫৮৫৭.১৬	৯৪%	৯০%	
	মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়					
৪	উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প।(১২২৩৫৩.৫৬/ জুলাই/১২ হতে ৩০/০৬/১৮)	১৫৫০০.০০	১৫৪৪৩.১৮	১০০%	৯৯.৬৩ %	GoB
৫	ভূমিহীন ও অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ (২য় সংশোধিত)। (২৭১১৩.৯৫/ জানুয়ারী/১২ হতে ৩০/০৬/১৮)	৫৫০০.০০	৫৪৪৭.২৪	১০০%	৯৯.০৪ %	GoB
	উপ-মোট (৪-৫) ঃ	২১০০০.০০	২০৮৯০.৪২	১০০%	৯৯%	
	সংস্থা ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়					
৬	‘‘পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায় (রুরাল রোডস কম্পোনেন্ট)’’ শীর্ষক প্রকল্প। (সংশোধিত)(২৬৪৪০/জুলাই/১১ হতে জুন/১৮)	৩৭৫০.০০	২৬৭৬.৬৩	৭৬%	৭১%	ADB
	সেক্টর ঃ পরিবহণ					
৭	Greater Dhaka Sustainable Urban Transport Project. (২৩৪৫৭/ডিসেম্বর/১২ হতে ডিসেম্বর/১৬)	৬৪৯.২০	৬৪৫.৮৪	৯৯.৪৮ %	৯৯.৪৮ %	ADB, AFD & GEF
	সেক্টর ঃ বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়।					
৮	Construction of Khulna Coal Based Power Plant Connecting Road. (১ম সংশোধিত) (২১০১৯.৫২/জানুয়ারী/১৪ হতে ডিসেম্বর/১৭)	২৬৮৭.৯৮	২৬৮৭.৯৮	১০০%	১০০%	GoB
	মন্ত্রণালয় ঃ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (ক্লাইমেট চেঞ্জ ইউনিট) জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড					
৯	গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়া উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তন সহনীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৫৩৪/নভেম্বর/১৫ হতে জুন/১৭)	১৫৩৪.০০	৭৬৭.০০	৫৫%	৫০%	GoB
১০	গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তন সহনীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩০০/সেপ্টেম্বর/১৫ হতে জুন/১৭)	৩০০.০০	১৫০.০০	৬৫%	৫০%	GoB
১১	ফরিদপুর জেলার সদর উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তন সহনীয় গ্রামীণ অবকাঠামো যোগাযোগ উন্নয়ন প্রকল্প। (৯০০/ডিসেম্বর/১৫ হতে জুন/১৭)	৯০০.০০	৬৭৫.০০	১০০%	৭৫%	GoB

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয়/বাস্তবায়নকাল)	বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি (%)		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
১২	জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলার কাচিহারা-পচাবহলা বলিয়াদহ ব্রীজের বাঁধ কাম রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্প। (২০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৭)	২০০.০০	১৫০.০০	১০০%	৭৫%	GoB
১৩	কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ, নাঙ্গলকোট ও চৌদ্দগ্রাম উপজেলাধীন জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।(৫০০/নভেম্বর/১৪ হতে ডিসেম্বর/১৬)	২৩২.৬৩	২২৩.৯৫	১০০%	৯৬%	GoB
১৪	বি-বাড়ীয়া জেলার কসবা ও আখাউড়া উপজেলার জলবায়ু প্রভাব সহিষ্ণু গ্রামীণ যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।(৩০০/জানুয়ারি/১৬ হতে জুন/১৭)	৩০০.০০	১৫০.০০	১০০%	৫০%	GoB
১৫	পিরোজপুর জেলার ৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কাম-সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প।(১২০০/ জানুয়ারী/১৫ হতে জুন/১৭)	৯০০.০০	৯০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
১৬	পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া, কাউখালী ও জিয়ানগর উপজেলাধীন জলবায়ুর প্রভাবে দূর্যোগ সহনীয় গৃহনির্মাণ প্রকল্প। (৭০০/অক্টোবর/১৫ হতে জুন/১৭)	৩৫০.০০	৩৫০.০০	১০০%	১০০%	GoB
১৭	পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়া, কাউখালী ও জিয়ানগর উপজেলাধীন জলবায়ুর প্রভাবে দূর্যোগ সহনীয় গৃহনির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)।(৩৫০/জুলাই/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৮)	১৮৬.০০	৮৭.৫০	১০০%	৪৭%	GoB
১৮	পিরোজপুর জেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় ভান্ডারিয়া, কাউখালী ও জিয়ানগর (ইন্দুরকান্দি) উপজেলায় স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ প্রকল্প।(৮০০/অক্টোবর/১৫ হতে জুল/১৭)	৬০০.০০	৬০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
১৯	পিরোজপুর জেলায় সাইক্লোন প্রবন এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প। (১০০০/অক্টোবর/১৫ হতে জুন/১৭)	৫০০.০০	৫০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
২০	জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলার জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব সহিষ্ণু হাওয়াই রোড জোনাইল বাজার ভায়া উপজেলা হেড কোয়ার্টার চেইঃ১০০০-২৭৮০ মিঃ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।(২৯৯.৯০/অক্টোবর/১৫ হতে ডিসেম্বর/১৭)	২২৪.৯৩	২২৪.৯৩	১০০%	১০০%	GoB
২১	জলবায়ুর প্রবাবে উপকূলীয় অঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/পুনর্বাসন প্রকল্প (ভোলা জেলা)। (১০০০/জানুয়ারী/ ২০১৬ হতে জুন/২০১৭)	৭৫০.০০	৫০০.০০	১০০%	৬৭%	GoB

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয়/বাস্তবায়নকাল)	বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি (%)		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
২২	ভোলা জেলার সদর উপজেলাধীন জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব সহিষ্ণু সড়ক নির্মাণ প্রকল্প।(৩০০/ডিসেম্বর/২০১৫ হতে জুন/২০১৭)	২২৫.০০	১৫০.০০	১০০%	৬৭%	GoB
২৩	চট্টগ্রাম জেলার ফ্লাশ ফ্লাড এলাকায় জলবায়ু সহনশীল সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন (রাঙ্গুনিয়া ও বোয়ালখালি উপজেলা) শীর্ষক প্রকল্প। (৭০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৭)	৩৫০.০০	২১২.৭২	৬১%	৬১%	GoB
২৪	নোয়াখালী জেলায় সাইক্লোন প্রবন এলাকায় জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(৩০০/জুলাই/১৫ হতে জুন/১৭)	১৫০.০০	১৪৯.০০	৯৯.৫৫ %	৯৯.৩৩ %	GoB
২৫	বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ ও মুলাদী উপজেলাধীন জলবায়ুর প্রভাবে সহিষ্ণু গ্রামীণ যোগাযোগ অবকাঠামো নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ প্রকল্প। (২০০/ডিসেম্বর/১৫ হতে জুন/১৭)	১০০.০০	১০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
২৬	মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলার পশ্চিম গাঁওদিয়া জামে মসজিদ হতে বেজগাঁও পুজা মান্দর ভায়া খানকা শরীফ পর্যন্ত সড়ক কাম বেড়ীবাঁধ নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প। (২০০/জুন/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৬)	৩৫.০০	৩৫.০০	১০০%	১০০%	GoB
২৭	উপকূলীয় মনপুরা উপজেলায় জলবায়ু প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক উন্নয়ন/নির্মাণ-জেলা ভোলা শীর্ষক প্রকল্প। (৯৭৫.০০/জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮)	৯৭৫.০০	৯৭৫.০০	১০০%	১০০%	GoB
২৮	(ক) জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় দূর্লভপুর জামতলা পাঁকা রাস্তা এবং দূর্লভপুর উত্তর পাড়া জামতলা হতে প্রফেসর তোফাজ্জল হোসেন ও আমজাদ হোসেনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন চেইনেজ ০০-৪৫০মিঃ (খ) দূর্লভপুর জামতলা পাঁকা রাস্তা-দূর্লভপুর রাস্তার চেঃ ০০-১৬৬৪ মিঃ কার্পেটিং দ্বারা উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প" জেলা ঃ ঝিনাইদহ। (১১১.৪৪/জুলাই/১৬ হতে ডিসেম্বর/১৭)	১১১.৪৪	৫৫.৭২	১০০%	৫০%	GoB
২৯	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের আওতায় ভোলা চরফ্যাশন উপজেলায় জলবায়ুর প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ উপকূলীয় অঞ্চলে টেকসই সড়ক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (৬২০.০০/নভেম্বর/১৬ হতে নভেম্বর/১৮)	৬২০.০০	৪৬৫.০০	১০০%	৭৫%	GoB
৩০	খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব সহিষ্ণু গ্রামীণ যোগাযোগ অবকাঠামো-কাম-বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্প। (১০০/ডিসেম্বর/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/১৮)	২৫.০০	০.০০	০%	০%	GoB

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয়/বাস্তবায়নকাল)	বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি (%)		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
	উপ-মোট (৯-৩০) ঃ	৯৫৬৯.০০	৭৪২০.৮১	৯০%	৭৮%	
	সংস্থা ঃ বঙ্গবন্ধু দরিদ্র বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বাপার্ড)					
৩১	বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বাপার্ড) প্রকল্প। (১ম সং)(২৫১৭২/০৬/০১/২০১৫ হতে ৩১/১২/১৮)	৪১৫৫.৪৭	৪১৫৫.৪৭	১০০%	১০০%	GoB
	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ					
৩২	পিটিআই বিহীন ১২টি জেলা সদরে পিটিআই স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প। (২৪৪৫৬.৯৬/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/২০১৮)	২৬১৫.০০	১২৬২.৫৮	৭০%	৪৮%	GoB
৩৩	প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী-৩। (সংশোধিত)(৭৪১০৪৬.৯৭/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৭)	১২৯৬২১.৬২	১১৯৪৫০.৯০	৯৮%	৯২%	৯টি দাতা সংস্থা
৩৪	বিদ্যালয় বিহীন এলাকায় ১৫০০ বিদ্যালয় স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত) (৯০৫৭৪.৯৪/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৭)	১৮৬০৫.০০	১৩৮০৩.০০	৮০%	৭৪%	GoB
৩৫	প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (আইডিবি)। (২০৯৫১.৫৬/জানুয়ারী/১২ হতে ডিসেম্বর/১৭)	৩৯৮০.০০	১৩০২.৪৩	৯০%	৩৩%	IDB
	মোট (শিক্ষা) (৩১-৩৫) ঃ	১৫৪৮২১.৬২	১৩৫৮১৮.৯১	৯৫%	৮৮%	
	সর্বমোট (১-৩৫) ঃ	২০৩১০৮.২৭	১৮০১৫৩.২২	৯৫%	৮৯%	

যশোদল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, সদর, কিশোরগঞ্জ

পিটিআই হোস্টেল বিল্ডিং, বান্দরবান

২০১৬-১৭ অর্থবছরে কৃষি সেক্টরের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম

২০১৬-১৭ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত অংগসমূহের মূখ্য তথ্যাদি

ক্রমিক নং	প্রধান প্রধান অংগের নাম	ভৌত কর্মসূচি	আর্থিক ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
১	রাবার ড্যাম নির্মাণ	২ টি	৮০৯.০০
২	রাবার ড্যাম মেরামত	৭ টি	৩৮৫.০০
৩	পুরাতন রাবার ব্যাগ অপসারণ ও নতুন রাবার ব্যাগ পুনঃস্থাপন	২ টি	৮০.০০
৪	বাঁধ নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ	১৪.৫৭ কিঃমিঃ	১০৫.৯০
৫	পানি নিয়ন্ত্রক অবকাঠামো নির্মাণ	১ টি	১০.০০
৬	ইরিগেশন ইনলেট-আউটলেট/ইউ-ড্রেন নির্মাণ	৩১৫ মিঃ	৬৪.৯৫
	মোট ঃ		১,৪৫৪.৮৫

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে পানি সম্পদ সেক্টরের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম

২০১৬-১৭ অর্থবছরে পানি সম্পদ সেক্টরের আওতায় এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান অংগের তথ্যাদি।

ক্রমিক নং	প্রধান প্রধান অংগ	ভৌত কর্মসূচি	আর্থিক ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
১	পাকা সড়ক নির্মাণ	১.২১ কিঃমিঃ	১৪৬.১২
২	এইচবিবি সড়ক নির্মাণ	২০.৫৩ কিঃমিঃ	১০৬০.০০
৩	বক্স কালভার্ট নির্মাণ	১২ টি	২২০.০০
৪	সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ	৭ টি	৯৬০.২৯
৫	কিল্লা নির্মাণ	২ টি	৩৩.২৭
	মোট ঃ	-	২৪১৯.৬৮

১১ জুলাই ২০১৬ ঠাকুরগাঁও জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাধীন কাহানী বিল উপ-প্রকল্পের অবকাঠামো পরিদর্শন করছেন মিশন সদস্যবৃন্দ

অগ্রণী উপ-প্রকল্পের সেচনালা, সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

২০১৬-১৭ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ

২০১৬-১৭ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক সমাপ্তির জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ২৪ টি প্রকল্প নির্ধারিত ছিল। এই প্রকল্পগুলির সমাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মনিটরিং ও মূল্যায়ন ইউনিট প্রত্যেকটি প্রকল্পের প্রেক্ষিতে প্রকল্প কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ কার্যক্রম নিবিড়ভাবে মনিটরিং করেছে। এক্ষেত্রে এই ইউনিট পৃথকভাবে মাসিক পর্যালোচনা সভা নিয়মিত অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নজনিত উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যাদি সমাধানকল্পে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করে, যার ফলে সবগুলি প্রকল্পই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করা সম্ভব হয়। এই প্রকল্পগুলির গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি নিচের সারনিতে প্রদর্শিত হয়েছে।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের তথ্যাদি

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকা)	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
	সেক্টর ঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান			
১	৮১১৫-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ সড়ক ও হাট/ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	২০০৮-০৯ হতে ডিসেম্বর/২০১৬	৫৭২.০০	GoB
২	৮০৪৮-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ঃ ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী ও মানিকগঞ্জ জেলা শীর্ষক প্রকল্প। (২য় সংশোধিত)	২০০৮-০৯ হতে জুন/২০১৭	৩২৬.৮০	GoB
৩	৫৫৭০-দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনগ্রসর উপজেলাসমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও বগুড়া জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত)	জানুয়ারী/২০১০ হতে জুন/২০১৭	৭৯৯.৪০	GoB
৪	৫৭১০-জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলাধীন ব্রহ্মপুত্র নদের উপর দুটি সেতু নির্মাণ প্রকল্প।(৩য় সংশোধিত)	২০১০-১১ হতে মার্চ/১৭	২০৯.৫০	GoB
৫	৫০৪৭-বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর সহায়তায় দুর্যোগ ও	জানুয়ারী/১২ হতে	৫৮৫.৪০	WFP

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকা)	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
	জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব সহন শীর্ষক প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	জুন/২০১৭		
৬	৫০৯৯-টাংগাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন নাগরপুর-মির্জাপুর ভায়ামোকনা উপজেলা সড়কে ধলেশ্বরী নদীর উপর ৫২০.৬০ মিঃ আরসিসি Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্প।	জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৭	৭৫.৫৬	GoB
৭	৫১১৭-বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ ও হিজলা উপজেলাধীন ৬টি ব্রিজ/কালভার্ট ও ৬টি রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	২০১৪-১৫ হতে জুন/২০১৭	২০.২৯	GoB
৮	৫১১৯-কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ ও নাঙ্গলকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত)	জুলাই ২০১৪/হতে জুন/২০১৭	২৪.৫৬	GoB
৯	৫১২৫-নড়াইল জেলার সদর উপজেলাধীন পুরাতন ফেরীঘাট সংলগ্ন চিত্রা নদীর উপর ১৪০ মিঃ দীর্ঘ্য ব্রীজ এবং ১৪০মিঃ ভায়া ডাক্ট নির্মাণ প্রকল্প।	জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৭	৩৬.১৩	GoB
১০	৫১২৬-জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত)	জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৭	১৬৫.৮০	DANIDA
১১	৫১৩৯-বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১ম সংশোধিত)	জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭	১৯.৯৮	GoB
১২	৫১৪৯-"বাগেরহাট জেলার চিতলমারী, মোল্লাহাট ও ফকিরহাট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প।	জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭	২৪.৭০	GoB
১৩	৫০০৬-"ভোলা জেলার সদর, বোরহানউদ্দিন ও দৌলতখান উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প। (১ম সংশোধিত)	জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৭	২২.০০	GoB
১৪	৫১৭৪-"ঝালকাঠী জেলার অন্তর্গত সদর ও নলসিটি উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প। (১ম সংশোধিত)	জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৭	২৩.২৩.০০	GoB
১৫	৫১৬১-নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।	মার্চ/২০১৬ হতে জুন/২০১৭	১৯.৩৭.৮৪	GoB
১৬	৫১৬৪-পিরোজপুর জেলাধীন মঠবাড়িয়া উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।	জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৭	২২.৩৮	GoB
১৭	৫১৭৯-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ নোয়াখালী জেলার চাটখিল ও সোনাইমুড়ী উপজেলা শীর্ষক প্রকল্প।	ফেব্রুয়ারি/২০১৬ হতে জুন/২০১৭	২২.২৩	GoB
১৮	৫১৯৮-ফরিদপুর, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, পটুয়াখালী ও নীলফামারী জেলার অধীন ৮টি ব্রীজ নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প।	জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৭	১.৭৬	GoB
	সেক্টর ঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ			
১৯	৫৮৯০-ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ইনস্টিটিউট, রাজশাহী এর ভৌত সুবিধাদি বর্ধিতকরণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত)	২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭	২৩.৯৯	GoB

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকা)	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
২০	৫৮৮০-কিশোরগঞ্জ জেলার নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প।	জানুয়ারী/২০১২ হতে ডিসেম্বর/২০১৬	১১০.৮৫	GoB
২১	৫১২৭-Preparation of Action Area Plan for Narayanganj and Gazipur City Corporation.	জানুয়ারী/২০১৪ হতে ডিসেম্বর/২০১৬	৭.১৭	GoB
২২	৫০৮৩-Technical Assistance for Transit Oriented Development and Improved Traffic Management in tongi-Gazipur Poura Areas (Proposed Gazipur City Corporation) শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্প।	ফেব্রুয়ারী/২০১৩ হতে ডিসেম্বর/২০১৬	১০.২৭	ADB
	সেক্টর ঃ পরিবহণ			
২৩	৫০৫০-জনগুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)।	২০০৪-০৫ হতে ২০১৬-১৭	৫৩২.০০	GoB
২৪	৮২৪০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (সওজ হতে স্থানান্তরিত)।(২য় সংশোধিত)	০১/০১/২০০৯ হতে ৩০/০৬/২০১৭	৫৯০.০০	GoB

২০১৬-১৭ অর্থবছরে অনুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ

দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডি'র কার্যক্রমকে আরও বেগবান করার লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাস্তবায়নের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ৩৮টি নতুন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রকল্পগুলির তথ্যাদি নিচে প্রদান করা হয়েছে।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহের তথ্যাদি

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়)	অর্থায়নে উৎস
সেক্টর ঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান				
১	ফরিদপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০২০	৬২৫.০০	GoB
২	রূপগঞ্জ জলসিড়ি আবাসন সংযোগকারী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ রূপগঞ্জ উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ।	জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০২০	১০২.৬৬	GoB
৩	জামালপুর ও শেরপুর জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০২০	৩৮৮.৮১	GoB
৪	কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ ও নাঙ্গলকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প।	সেপ্টেম্বর/২০১৬ হতে জুন/২০১৮	৪৪.৯৭	GoB
৫	ফরিদপুর, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, পটুয়াখালী ও নীলফামারী জেলার অধীন ৮টি ব্রীজ নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্প।	জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৭	১.৭৬	GoB
৬	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প: দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলা, সুনামগঞ্জ জেলা" শীর্ষক প্রকল্প।	জুলাই/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮	৪৫.৬৯	GoB
৭	মুন্সিগঞ্জ জেলার সদর এবং গজারিয়া উপজেলায় গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।	জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮	২০.৩৮	GoB

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়)	অর্থায়নে উৎস
৮	চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলাধীন গন্ডামারা ব্রীজ হতে গন্ডামারা বিদ্যুৎ কেন্দ্র সংযোগ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।	জুন/২০১৬ হতে জুন/২০১৮	৩৩.৬০	GoB
৯	ঢাকা জেলার দোহার ও নবাবগঞ্জ উপজেলার সড়ক উন্নয়ন।	জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮	২১.২৩	GoB
১০	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ও জগন্নাথপুর উপজেলা, সুনামগঞ্জ জেলা শীর্ষক প্রকল্প।	জুলাই/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮	৪৫.৬৯	GoB
১১	নওগাঁ জেলার পত্নীতলা ও ধামুরহাট উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮	২৬.৫৫	GoB
১২	রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাধীন গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।	অক্টোবর/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৮	২৪.০৯	GoB
১৩	লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পুন্যস্নান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	জানুয়ারি/২০১৭ হতে জুন/২০১৮	১২০.৭৪	GoB
১৪	গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ ভোলা জেলা শীর্ষক প্রকল্প।	জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২০	৪৫৪.৬২	GoB
১৫	পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প।	জানুয়ারী/২০১৭ থেকে জুন/২০২১	৩৯২৬.৭৬	GoB
১৬	জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকাঠামো প্রকল্প।	জানুয়ারী/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০২১	৪১৮.৪৮	DANIDA
১৭	খুলনা বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১	২৬৩৫.৭০	GoB
১৮	নেত্রকোণা জেলাধীন মোহনগঞ্জ ও আটপাড়া উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	ডিসেম্বর/২০১৬ হতে নভেম্বর/২০১৯	৪৭.৩৪	GoB
১৯	সিরাজগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।	ডিসেম্বর/২০১৬ হতে জুন/২০১৯	২২.৪৭	GoB
২০	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলার গ্রামীণ সড়ক ও ব্রীজ/কালভার্ট উন্নয়ন প্রকল্প।	ডিসেম্বর/২০১৬ হতে জুন/২০১৯	২২.৩৫	GoB
২১	সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দ উপজেলার গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।	ডিসেম্বর/২০১৬ হতে জুন/২০১৯	২২.৮৫	GoB
২২	নরসিংদী জেলাধীন সদর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প।	জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৮	৪৯.৯০	GoB
২৩	ময়মসিংহ জেলার নান্দাইল উপজেলায় পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	০১/০১/২০১৭ হতে ৩১/১২/২০১৮	২৪.৯৯	GoB
২৪	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ নোয়াখালী জেলার নোয়াখালী সদর, কোম্পানীগঞ্জ ও কবিরহাট উপজেলা প্রকল্প।	জানুয়ারী/২০১৭ হতে জুন/২০১৯	৪৬.৯৭	GoB
২৫	বৃহত্তর পটুয়াখালী জেলার গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা)।	জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৯	৪৯২.২৫	GoB
২৬	কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	এপ্রিল/২০১৭ থেকে জুন/২০১৯	২৪.৯৫	GoB
২৭	পল্লী সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণের সমীক্ষা প্রকল্পের অংগভিত্তিক ব্যয় বিভাজন শীর্ষক প্রকল্প।	জুলাই/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৯	৪০.৭০	GoB
সেক্টর ঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন				

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়)	অর্থায়নে উৎস
২৮	গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাঘট লেক উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮	১৫.৫৫	GoB
২৯	চৌমুহনী পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮	২৩.৮৮	GoB
৩০	চরফ্যাশন পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	নভেম্বর/২০১৬ হতে জুন/২০১৮	১৪.৪০	GoB
৩১	লালমোহন পৌরসভা ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৮	২৩.০১	GoB
৩২	নাঙ্গলকোট পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	জানুয়ারি/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০১৮	৪১.২৬	GoB
৩৩	সিরাজগঞ্জ পৌরসভা কাটাখাল উন্নয়ন ও পার্শ্ববর্তী স্থানের সৌন্দর্যবর্ধন প্রকল্প।	জানুয়ারি/২০১৭ থেকে জুন/২০১৯	২২.৫৩	GoB
৩৪	কাজিরপুর পৌরসভা পৌর অবকাঠামো নির্মাণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।	০১/০১/১৭ হতে ৩০/০৬/১৯	১৬.৩৯	GoB
৩৫	সিরাজগঞ্জ পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন ও পুনর্বাসন প্রকল্প।	জুলাই/২০১৭ হতে জুন/২০১৯	৪১.৮৬	GoB
৩৬	"Project Preparatory Technical Assistant (PPTA) for City Region Economic Development Investment Program" শীর্ষ কারিগরি সহায়তা প্রকল্প।	সেপ্টেম্বর/২০১৬ হতে মার্চ/২০১৮	৬.০১	ADB
৩৭	"Technical Assistant Project Proposal (TPP) for Project Design Advance (PDA) for City Region Economic Development Investment Program" শীর্ষ কারিগরি সহায়তা প্রকল্প।	অক্টোবর/২০১৬ হতে সেপ্টেম্বর/২০২০	৫২.৫০	ADB
সেক্টরঃ কৃষি (সাব-সেক্টরঃ সেচ)				
৩৮	টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প।	জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০২১	৪৯৮.৯১	GoB

কিছু স্মরণীয় মূহুর্ত

১৭ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন এলজিইডি সদর দপ্তরে স্থাপিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরাল উদ্বোধন করেন। এ সময় এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী, স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিববৃন্দ, এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক, নির্বাহী প্রকৌশলীবৃন্দসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৯ মার্চ ২০১৭ তারিখে ফরিদপুর সরকারি রাজেন্দ্র কলেজ মাঠে বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

৬ আগষ্ট ২০১৭ তারিখে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আলহাজ্ব তোফায়েল আহমেদ ভোলা জেলার বাঘমারা ব্রীজ শুভ উদ্বোধন করেন।

১৭ মে ২০১৭ তারিখ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্পের এফডিসি মোড় হতে সোনারগাঁও হোটেল পর্যন্ত ৪৫০ মিটার অংশ যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব আবদুল মালেক এবং এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারীসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।

১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্পের ইস্কাটন থেকে মগবাজার মোড় হয়ে ওয়্যারলেস গেট পর্যন্ত ১ কিলোমিটার অংশ যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব আবদুল মালেক এবং এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারীসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।

৯ মে ২০১৭ তারিখে নির্বাচনী এলাকা ফেণী-১ এর মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব নিজাম উদ্দিন হাজারী এলজিইডি'র অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের আওতায় আবুপুর উপ-প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করেন।

১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার গোকর্ণা লঞ্চঘাটে তিতাস নদীর ওপর নির্মাণাধীন ৫৭৫ মিটার দীর্ঘ সেতুর নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করছেন।

১৮ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ডা. জিম ইয়ং কিম এলজিইডির জরুরি ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত বরিশাল জেলার উজিরপুর উপজেলার ভরসাকাঠি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টার পরিদর্শনকালে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলছেন।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত পল্লি অবকাঠামোসমূহের সচিত্র প্রতিবেদন

সড়ক উন্নয়ন

গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, হাট-বাজারসমূহের পণ্য বাজারজাতকরণে পরিবহন সুবিধা বৃদ্ধিসহ গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন তথা এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ দারিদ্র্য হ্রাস এবং গ্রামীণ এলাকায় নাগরিক সুবিধাদি পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং শক্তিশালী পন্থা। দেশের যেকোন এলাকায় সড়ক উন্নয়নের ব্যাপারে জনগণ ও জনপ্রতিনিধিদের চাহিদা অত্যন্ত ব্যাপক। এরূপ সড়ক উন্নয়নের বিষয়টি এলজিইডি'র পালিত দায়িত্বাবলীর মধ্যে অন্যতম প্রধান। এই সংস্থা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশব্যাপী ১০৫২.৯৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭৫০ কিলোমিটার উপজেলা সড়ক, ১,১৮৮.১০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১,৬২৫ কিলোমিটার ইউনিয়ন সড়ক ও ২,৪৬২.৩৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ২,৮২৫ কিলোমিটার গ্রাম সড়ক উন্নয়ন এবং ১,৭৮২ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০,২০০ কিঃমিঃ পাকা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ/পুনর্বাসন করেছে। যার ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস উত্তরোত্তর সহজতর হচ্ছে এবং এলাকার নাগরিক সুবিধাদি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক কয়েকটি উন্নীত সড়কের আলোকচিত্র।

মাগুরা-বুনাগাতি জিসি সড়ক, সদর, মাগুরা

হাটুভাঙ্গা-ফুলবাড়ীয়া সড়ক ভায়া খাতার হাট সড়ক, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল

সালুটিকর বাজার জিসি-গোয়াইনঘাট জিসি সড়ক, সিলেট

আলমখালী-সিংড়া সড়ক, শালিখা, মাগুরা

ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ

নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগের মাধ্যমে দেশের দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের অংশ হিসাবে ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণের কোন জুড়ি নেই। এ উদ্দেশ্য সাধনে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সারা দেশে ১,৩১১.৯২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩২,০০০ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নদী/খালসমূহের উভয় পাশের জনগণের যোগাযোগসহ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছে। পাশাপাশি ব্রিজ/কালভার্ট নির্মিত হওয়ায় মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী চলাচল অব্যাহত থাকায় এবং জলাবদ্ধতা নিরসন হওয়ায় সার্বিক উন্নয়নে পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব পরিহারে অবদান রাখা সম্ভবপর হয়েছে এবং এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক হচ্ছে।

মাগুরা জেলার মোহাম্মদপুর উপজেলা হেড কোয়ার্টার-রাউজানী আরএন্ডএইচ সড়কে মধুমতি নদীর উপর নির্মিত ৬০০.৭০ মিটার দীর্ঘ ব্রীজ

জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলায় ৫৬০ মিটার দীর্ঘ ডাফলাপাড়া ব্রীজ

গ্রোথ-সেন্টার/হাট-বাজার উন্নয়ন

গৌরীশংকর গ্রোথ সেন্টার, রাউজান, চট্টগ্রাম

দেশের পল্লী এলাকায় অবস্থিত হাট-বাজার বিশেষ করে গ্রোথ সেন্টার হিসাবে জাতীয় পর্যায়ে চিহ্নিত হাট-বাজারগুলি গ্রামীণ অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে বিবেচিত। গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরও উজ্জিবীত করার পাশাপাশি বেকার যুবকদের ক্ষুদ্র ও মাঝারী ব্যবসায় সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে অবকাঠামো ও প্রয়োজনীয় সুবিধাদিসহ গ্রোথ-সেন্টারের উন্নয়ন অপরিহার্য বিবেচনায় এলজিইডি কর্তৃক ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ১০৫.৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৭৫ টি গ্রোথ-সেন্টার/হাট-বাজারের উন্নয়ন করা হয়েছে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে সুবিধা প্রদান, এলাকার দুঃস্থ মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ এ সকল কর্মকান্ডে দরিদ্র ও বেকার লোকদের সম্পৃক্তকরণের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে পল্লী এলাকায় বাণিজ্য তথা অর্থনীতির প্রসার দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক হচ্ছে।

ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ

ইউনিয়ন পরিষদকে শক্তিশালীকরণ ও তৃণমূল পর্যায়ে জনসাধারণকে One stop সার্ভিস প্রদানের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক দেশের ৪,৫৪৬টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণের কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ কর হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১৯৯৮ সালে এর টাইপ ডিজাইন অনুমোদন করে কার্যক্রম শুরু করেন। ইহাতে একই ছাদের নীচে বা একই ভবনে ইউনিয়ন পর্যায়ের নির্বাচিত চেয়ারম্যান, মেম্বার এবং সরকারী সংস্থাসমূহের সেবা প্রদান করতে সামর্থ হবে। ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন স্তর, যা স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। জনগণকে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি ও এর অবকাঠামোগত উন্নয়ন সুবিধাদি নিশ্চিত করা অপরিহার্য ছিল। এ লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনে আইসিটি রুম ও অপেক্ষা কক্ষসহ ইউনিয়ন পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনার সকল সুবিধা ডিজাইনে সন্নিবেশিত। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এতদ্‌সম্পর্কিত ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প ১ম ও ২য় পর্যায় গ্রহণের মাধ্যমে এই চাহিদা পুরনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে দেশের সর্বমোট ইউনিয়ন পরিষদের সংখ্যা ৪,৫৪৬টি, তন্মধ্যে এলজিইডি'র ইউসিসিপি প্রকল্পের আওতায় ১ম পর্যায়ে ১,৪৭৮টি, ২য় পর্যায়ে ৬২৫টি এবং জেলা পরিষদসহ এলজিইডি'র অন্যান্য প্রকল্প হতে ৯৬২ টিসহ সর্বমোট ৩,০৬৪টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ ভবনসমূহ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ৮৫৭.৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে ২য় পর্যায়ে প্রকল্পটির মেয়াদকাল ২০১১-১২ হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত। বাস্তবায়িত ইউনিয়ন পরিষদে জনপ্রতিনিধি, সেবা প্রদানকারী বিভাগ বা সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের এবং এলাকার জনগণের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে স্ব-স্ব দায়িত্ব পালন সহজতর এবং স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও তৃনমূল পর্যায়ের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হচ্ছে।

২ নং তালখড়ি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন, শালিখা, মাগুরা

উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ ও সম্প্রসারণ

তৃণমূল পর্যায়ে দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক তথা সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের সঙ্গে স্থানীয় সরকারকে সম্পৃক্ত করা ও স্থানীয় জনগণের সেবাপ্রাপ্তি সহজতর করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহকে শক্তিশালীকরন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ১,৪৩০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২য় সংশোধিত উপজেলা কমপেক্স সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্পটি দেশের বিভিন্ন উপজেলায় এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটিতে মোট ২৩৩ টি উপজেলায় উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ ভবন ও হলরুম নির্মাণ, নবসৃষ্ট ৪টি উপজেলা সহ মোট ৭ টি উপজেলায় পূর্ণাঙ্গ উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন, চেয়ারম্যান কোয়ার্টার ২টি, ইউএনও কোয়ার্টার ১৪ টি, টুইন কোয়ার্টার ১৪ টি, ডরমিটরী ১৩ টি ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রম ২০১৭-১৮ অর্থবছরের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে নির্ধারিত আছে। ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে শুরু হওয়া এই প্রকল্পটির অধীনে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ২০৩ টি উপজেলায় সম্প্রসারিত প্রশাসনিক ভবন ও হলরুম, ২টি চেয়ারম্যান কোয়ার্টার, ৪টি ইউএনও কোয়ার্টার, ২টি টুইন কোয়ার্টার, ৩টি ডরমিটরী নির্মাণ কাজের জন্য ২১৮ টি প্যাকেজের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, এর মধ্যে ১৯১ টি প্যাকেজের চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে ৬৭ টি প্যাকেজের যাবতীয় নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলেও ১২৪ টি প্যাকেজের নির্মাণ কাজ বর্তমানে চলমান, যার গড় অগ্রগতি ৪১.৫০%। ২৭ টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন আছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রেক্ষিতে ১৯৯.৭৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

উপজেলা পরিষদ ভবন, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অগ্রাধিকারবিশিষ্ট বিষয়গুলির মধ্যে এটি একটি অন্যতম কর্মসূচি। প্রতি বছরই এই কর্মসূচি পালনে জাতীয় পর্যায় থেকে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এরই অংশ হিসাবে এলজিইডি প্রতি বছরই তার অনেক প্রকল্পে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়নকে বাধ্যতামূলক করেছে। এছাড়া সড়কের উভয় পাশে বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ কার্যক্রমকে নিয়মিত সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিও এলজিইডি বাস্তবায়ন করে।

সরকারের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কর্মসূচি হিসাবে এলজিইডি ২০১৬-১৭ অর্থবছরে সড়কে ৬,৬৬,৩৯৭টি গাছের চারা রোপণ করেছে যার মধ্যে জীবিত চারার সংখ্যা ৫,৯০,৭১২টি (৮৯%)। এ সম্পর্কিত জেলাওয়ারী তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

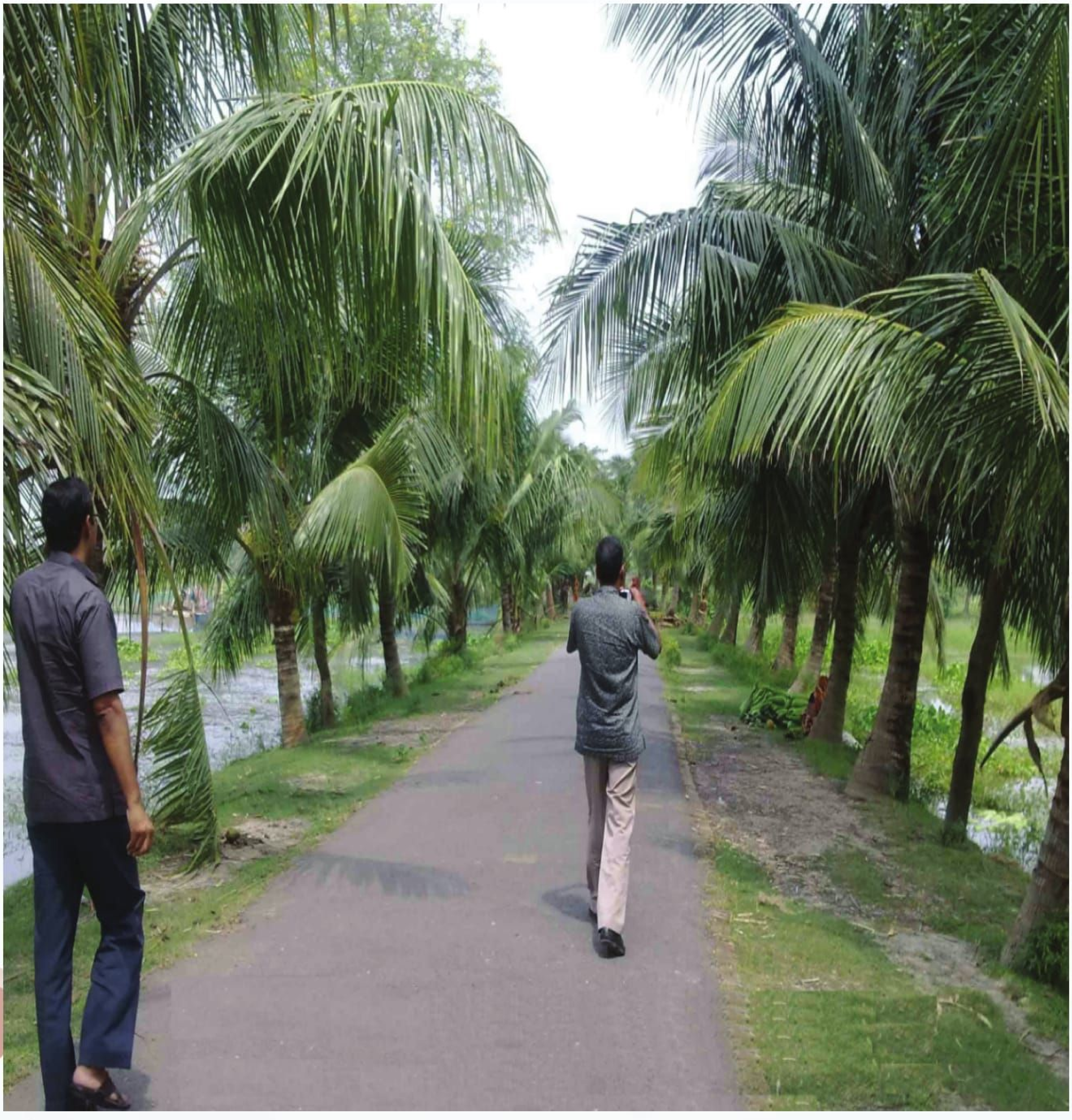

নারিকেল বৃক্ষ রোপণ, ডুমুরিয়া, খুলনা

এলজিইডি কর্তৃক ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বৃক্ষরোপণের তথ্যাদি

জেলার নাম	রোপিত চারার ধরণ				পরিচর্যার পর জীবিত গাছের সংখ্যা				
	বনজ (সংখ্যা)	ঔষধি (সংখ্যা)	ফলজ (সংখ্যা)	মোট চারা (সংখ্যা)	বনজ (সংখ্যা)	ঔষধি (সংখ্যা)	ফলজ (সংখ্যা)	মোট চারা (সংখ্যা)	জীবিত গাছের হার (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
বগুড়া	১৩২৬	৬৬০	১৩১৪	৩৩০০	১৩০৯	৬২১	১২৯২	৩২২২	৯৮%
রাজশাহী	১৯২০০	৯৩০০	৭৩৩৫	৩৫৮৩৫	১৮৯৭০	৯১০০	৭১২০	৩৫১৯০	৯৮%
সিরাজগঞ্জ	০	৩২৫০	৬৫৫০	৯৮০০	০	২৫৪০	৬১৬০	৮৭০০	৮৯%
পঞ্চগড়	৭৭৬৮	২৯২০	৪৪৩৭	১৫১২৫	৬২১০	২৫১৪	৩৬৮৪	১২৪০৮	৮২%
ঠাকুরগাঁও	১৩১৪৩	৪৩৮১	৪৩৮২	২১৯০৬	১৩১০৫	৪৩১০	৪২৫০	২১৬৬৫	৯৯%
দিনাজপুর	২৭৫৭৬	১৩৭৮৮	৪৫৯৬	৪৫৯৬০	২৬৬১৫	১৩২৩৫	৪৩২০	৪৪১৭০	৯৬%
নীলফামারী	১২৬২০	৩১৭৫	১১৮০১	২৭৫৯৬	১০৯৫৬	২৩৯৪	১১১৬২	২৪৫১২	৮৯%
রংপুর	২৭৪১৩	১০৯৬৫	১৬৪৪৯	৫৪৮২৭	২৪৬৭২	৯৮৬৯	১৪৮০১	৪৯৩৪২	৯০%
কুড়িগ্রাম	১৬৩৫০	৫৪২০	৬৭৫০	২৮৫২০	১৪৭১৫	৪৮৮০	৬০৮০	২৫৬৭৫	৯০%
গাইবান্ধা	৪০০০	২০০০	২০০০	৮০০০	৩৮০০	১৮০০	১৮০০	৭৪০০	৯৩%
ঝিনাইদহ	৬৩৪৩	১৩৩৭	২০০৫	৯৬৮৫	৬১৩৭	১২৮৫	১৯১১	৯৩৩৩	৯৬%
যশোর	১২৭৯৪	৫৩৮০	৬৩৯০	২৪৫৬৪	১১৫৬৪	৭০৪	১১৫২	১৩৪২০	৫৫%
মাগুরা	১৬৬৭৯	৪৭৬৫	২৩৮০	২৩৮২৪	১৫০৯৫	২১০৫	৪২০০	২১৪০০	৯০%
নড়াইল	৬০১৫	১৬২৫	৩৬৬৬	১১৩০৬	৫০৩৪	১৬০৫	৩৫১৭	১০১৫৬	৯০%
টাঙ্গাইল	৭৫০০	৩৭৫৬	৭৫২৪	১৮৭৮০	৬৭৫০	৩৩৮০	৬৭৫০	১৬৮৮০	৯০%
জামালপুর	১৩৫৭০	৫৪৩০	৮১৪০	২৭১৪০	১২২০০	৪৮৫০	৭৭০০	২৪৭৫০	৯১%
শেরপুর	৬৮৫৮	৩৪৩০	৫১৪৪	১৫৪৩২	৩০৯৪	২০৬২	৪১২৪	৯২৮০	৬০%
ময়মনসিংহ	১৫৬২০	৩৪৭০	৪১১২	২৩২০২	১৪২৮২	৩১৯৫	৩৮৬৬	২১৩৪৩	৯২%
নেত্রকোনা	২৫৮৩০	৪১৫৬	১২৮১৫	৪২৮০১	১৮৩৬০	২২৬০	৭০৬৮	২৭৬৮৮	৬৫%
কিশোরগঞ্জ	২৫০০	৫০০	১০০০	৪০০০	২৫০০	৫০০	১০০০	৪০০০	১০০%
মুন্সীগঞ্জ	০	০	৫৬০	৫৬০	০	০	৫৬০	৫৬০	১০০%
ঢাকা	০	০	১৪৯২	১৪৯২	০	০	১৪৯২	১৪৯২	১০০%
গাজীপুর	০	০	৫০০	৫০০	০	০	৪৫৬	৪৫৬	৯১%
নরসিংদী	০	০	৭০০	৭০০	০	০	৭০০	৭০০	১০০%
রাজবাড়ী	১৩৪৭২	১৪৫১	৩৭৯১	১৮৭১৪	১৩৪৭২	১৪৫১	৩৭৯১	১৮৭১৪	১০০%
ফরিদপুর	১৪২৪৪	৫৬৯৭	৮৫৪৭	২৮৪৮৮	১২৮৬০	৪৮৪৪	৮১২০	২৫৮২৪	৯১%
গোপালগঞ্জ	২৫৭৪৭	৩৪৯৭	৩৪৯৮	৩২৭৪২	১৯৮৫১	২৬৮৪	২৬৭১	২৫২০৬	৭৭%
মাদারীপুর	৪৫০০০	১২০০	১২৪৮৮	৫৮৬৮৮	৪৪৭০০	১৪০০	১১৯০০	৫৮০০০	৯৯%
শরীয়তপুর	৩১০২	১১০০	৭৭০	৪৯৭২	৩০০২	১০৫০	৭৫০	৪৮০২	৯৭%
বরগুনা	২৫০০	২৬১	৫০০	৩২৬১	২৩৭৫	২৪৫	৪৮০	৩১০০	৯৫%
পটুয়াখালী	১৪৩৭৩	৬৬৫৮	৭৭১৪	২৮৭৪৫	১৩৬৭১	৬২৮৫	৭১৯৪	২৭১৫০	৯৪%
বি-বাড়ীয়া	২৪৫১	১৮৩৮	১৮৩৭	৬১২৬	২৪৫১	১৮৩৮	১৮৩৭	৬১২৬	১০০%
নোয়াখালী	৮০০০	১৫০০	২৫০০	১২০০০	৮০০০	১৫০০	২৫০০	১২০০০	১০০%
সিলেট	১২০০	১০০০	৪০০	২৬০০	১২০০	৯৮০	৩৭০	২৫৫০	৯৮%
সুনামগঞ্জ	৪০০	৪০০	৮০০	১৬০০	৩২০	৪০০	৮০০	১৫২০	৯৫%
মৌলভীবাজার	৯৯২৫	১০১০	২৬৭১	১৩৬০৬	৮৯৩৫	৯০৯	২১৩৪	১১৯৭৮	৮৮%
মোট ঃ	৩৮৩৫১৯	১১৫৩২০	১৬৭৫৫৮	৬৬৬৩৯৭	৩৪৬২০৫	৯৬৭৯৫	১৪৭৭১২	৫৯০৭১২	৮৯%

রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট

রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম

বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়নের সাথে পল্লি অবকাঠামো উন্নয়ন সরাসরি সম্পৃক্ত। বাংলাদেশের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ লোক গ্রামে বসবাস করে। পল্লি অবকাঠামো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পল্লি অর্থনীতি সঞ্চালনের মাধ্যমে পল্লি জনগোষ্ঠীর জীবন, জীবিকাসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। দেশের অধিকাংশ জনগণের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন পল্লি অর্থনীতি বিকাশের ওপর নির্ভর করে, যা মূলত পল্লি যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিশেষ করে স্থল যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত। বিগত তিন দশক যাবৎ দেশীয় ও বৈদেশিক সহায়তায় একটি বিস্তৃত পল্লি সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে, পল্লির এ সড়ক ব্যবস্থা অধিক নিবিড় - যা বাংলাদেশে গ্রামীণ যোগাযোগের ক্ষেত্রে অপরিমেয় সেবা প্রদান করছে।

দেশের বিশাল এ পল্লি সড়ক নেটওয়ার্ক একটি জাতীয় সম্পদ এবং এর সুরক্ষা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। পল্লি সড়কসমূহকে সারা বছরব্যাপী নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে যানবাহন চলাচল উপযোগী রাখা অত্যাবশ্যক। পল্লি যোগাযোগ ব্যবস্থার সুফল ধরে রাখার স্বার্থে জাতীয় পর্যায়ে পল্লি সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করে সরকার প্রতি বছর জাতীয় রাজস্ব বাজেট হতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করে আসছে। কিন্তু পল্লি সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতি বছর ক্রমবর্ধমান হারে অর্থ বরাদ্দ প্রদান সত্বেও এ খাতে আর্থিক সংকট বিরাজ করছে। কারণ বর্তমানে দেশের পল্লি নেটওয়ার্কে ব্যাপকভাবে বিভিন্ন প্রকার যানবাহনের সংখ্যা ও ভারী যানবাহনের সংখ্যা অত্যধিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে যার প্রেক্ষিতে সড়কসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের চাহিদা ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়া কিছু সংখ্যক জনগুরুত্বপূর্ণ সড়ক নেটওয়ার্ক-এর প্রশস্তকরণ এবং বেজকোর্সের (Base Course) শক্তিবৃদ্ধিকরণ অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। জনসাধারণের চলাচলের সুবিধার্থে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজীকরণ ও Pavement Deterioration মাত্রা কমানোর উদ্দেশ্যে জনগুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলোর প্রশস্তকরণ এবং বেজকোর্সের শক্তিবৃদ্ধিকরণ বিশেষভাবে বিবেচনা করা অত্যন্ত জরুরি।

দেশের বিশাল পল্লি সড়ক নেটওয়ার্ক মেরামত ও সংরক্ষণের জন্য প্রতি বছরের ন্যায় ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের শুরুতে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে মাঠ পর্যায়ে বিদ্যমান বিটুমিনাস কার্পেটিং সড়কে Roughness Survey এবং সরেজমিন Bridge/Culvert Gi Detailed Condition Survey সম্পন্ন করা হয়। সংশ্লিষ্ট সার্ভে হতে প্রাপ্ত উপাত্ত Road & Structure Database Management System-VII Software-এর সাহায্যে Data Process করে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে সড়ক ও ব্রীজ/কালভার্টের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৬ হাজার ৭৮৪ কোটি টাকার চাহিদা নিরূপিত হয়। কিন্তু ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে অনুন্নয়ন বাজেটে এলজিইডি'র জেলার প্রতিষ্ঠানের মেরামত ও সংরক্ষণ খাতের পল্লি সড়ক ও কালভার্ট মেরামত অর্থনৈতিক কোড নম্বর ৩-৩৭৩৩-০০০০-৪৯৪১] উপখাতে মোট ১,২৫৮ (এক হাজার দুইশত আটান্ন) কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায় যা নিরূপিত চাহিদার মাত্র ১৯ শতাংশ।

পল্লি সড়ক নেটওয়ার্ক মেরামত/সংরক্ষণ কার্যক্রমকে আরো কার্যকরীকরণ এবং সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকারের একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্তে পল্লি সড়ক ও সেতু রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালা, জানুয়ারী ২০১৩ অনুমোদিত হয়। সে অনুযায়ী ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে এলজিইডি'র বিভিন্ন সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পে এবং বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট (RTIP-II, NOBIDEP Ges SRIIP) প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে প্রকল্প এলাকার সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সুনির্দিষ্ট অর্থের সংস্থান রাখা হয়। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা চলতি অর্থবছরে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এলাকার সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ করে চাহিদার ব্যাপকতা হ্রাস করা সম্ভবপর হয়েছে।

বিগত অর্থবছরের ন্যায় এ অর্থবছরেও এলজিইডি'র সড়ক নেটওয়ার্কের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, অগ্রাধিকার নির্ণয় ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে নিবিড় তদারকি ও মনিটরিং এবং বিভিন্ন 'Best Practice' সফলভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে এলজিইডি'র বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে এলজিইডি'র সড়ক নেটওয়ার্কের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণসহ গুণগতমান বজায় রেখে প্রতিবছর রাজস্ব বাজেটে বরাদ্দ অর্থের শতভাগ ব্যয় করা সম্ভবপর হয়েছে।

রক্ষণাবেক্ষণ বরাদ্দ ও ব্যয়

এলজিইডি সাধারনত নিয়মিত ও নির্দিষ্ট সময়ান্তর এই দুই প্রকৃতির রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহের মেরামত ও পুনর্বাসন কার্যক্রম প্রয়োজন অনুযায়ী জরুরী ভিত্তিতেও গ্রহণ করা হয়। রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১,২৫৮.০০ কোটি টাকা পাওয়া যায়, যা বিগত ২০১৫-২০১৬ বছরের বরাদ্দ অপেক্ষা ১৮৩.০০ কোটি টাকা বা ১৭.০২% বেশী।

	সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির জন্য রাজস্ব বাজেট ও উন্নয়ন প্রকল্প হতে বিগত ১০ বছরের প্রাপ্ত বছরভিত্তিক বরাদ্দের তুলনামূলক চিত্র।

(২০০৭-০৮ থেকে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত বিগত ১০বছরের বাজটে বরাদ্দের বারগুলি দেখানো হয়েছে)

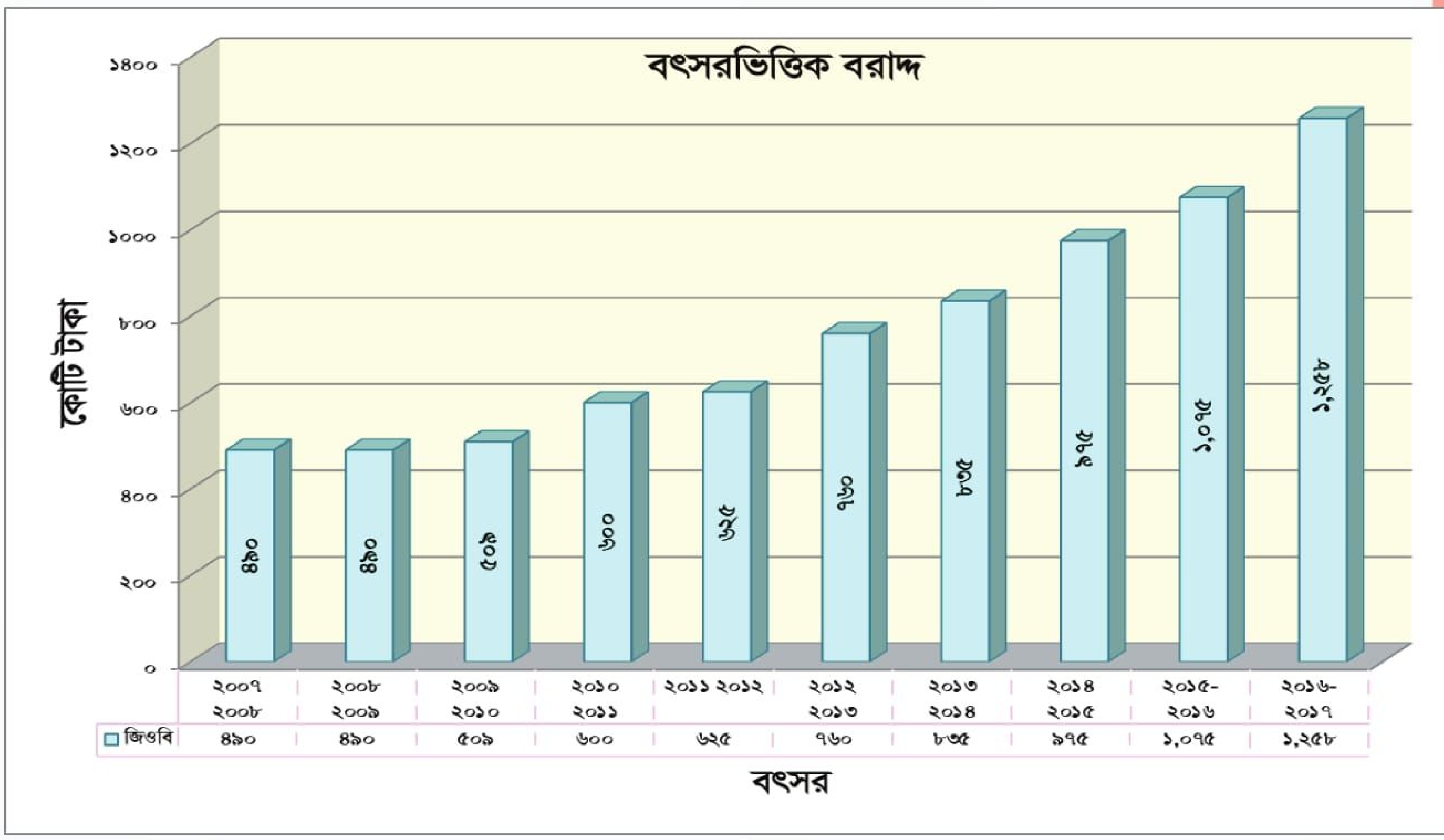

	২০১৬-১৭ অর্থবছরে অংগভিত্তিক বাস্তবায়িত রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির বিবরণ

ক্রমিক নং	প্রধান প্রধান অংগের নাম	ভৌত কর্মসূচির পরিমাণ	আর্থিক ব্যয় (কোটি টাকায়)
১	নিয়মিত সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ	৮,৪৫৬ কিঃমিঃ	৩১.০০
২	সময়ান্তর সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ	৭,০৮৭ কিঃমিঃ	১,১৪৫.৯০
৩	সেতু/কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ	৫,০৯২ মিটার	৬১.১০
৪	জরুরী রক্ষণাবেক্ষণ	-	৩১.০০
	মোট	-	১,২৫৮.০০

২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাস্তবায়িত পল্লী অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের অংগভিত্তিক ব্যয়ের (কোটি টাকা) তুলনামূলক চিত্র।

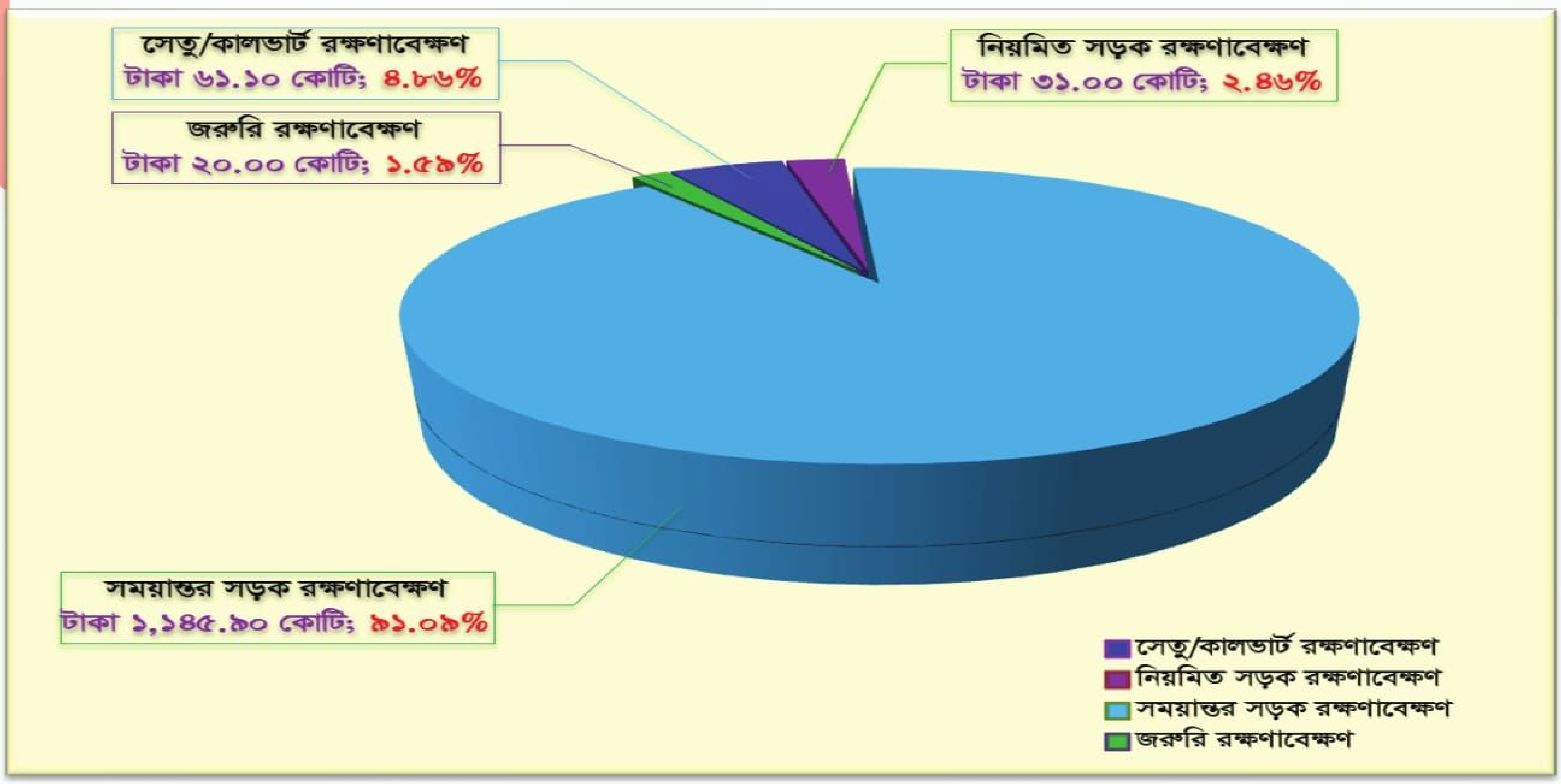

২০১৬ -১৭ অর্থবছরে বাস্তবায়িত সড়কের সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণের বিভিন্ন উপাংশের বিবরণ

ক্রমিক নং	সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণের বিভিন্ন উপাংশের নাম	স্কিমের সংখ্যা	আর্থিক ব্যয় (কোটি টাকায়)
ক)	রি-সিল (Re-seal)	১,০৪৪টি	৩১৩.৭৩
খ)	ওভার-লে (Overlay)	১,৩৪৮টি	৪৬৩.৭৯
গ)	সড়ক মজবুতিকরণ (Road Re-habilitation)	৪৭৫টি	২১৪.৭৮
ঘ)	সড়ক প্রশস্তকরণ (Road Widening)	২০১টি	১৫৩.৬০
	মোট	-	১,১৪৫.৯০

২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাস্তবায়িত সড়কের সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণের বিভিন্ন উপাংশের ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র।

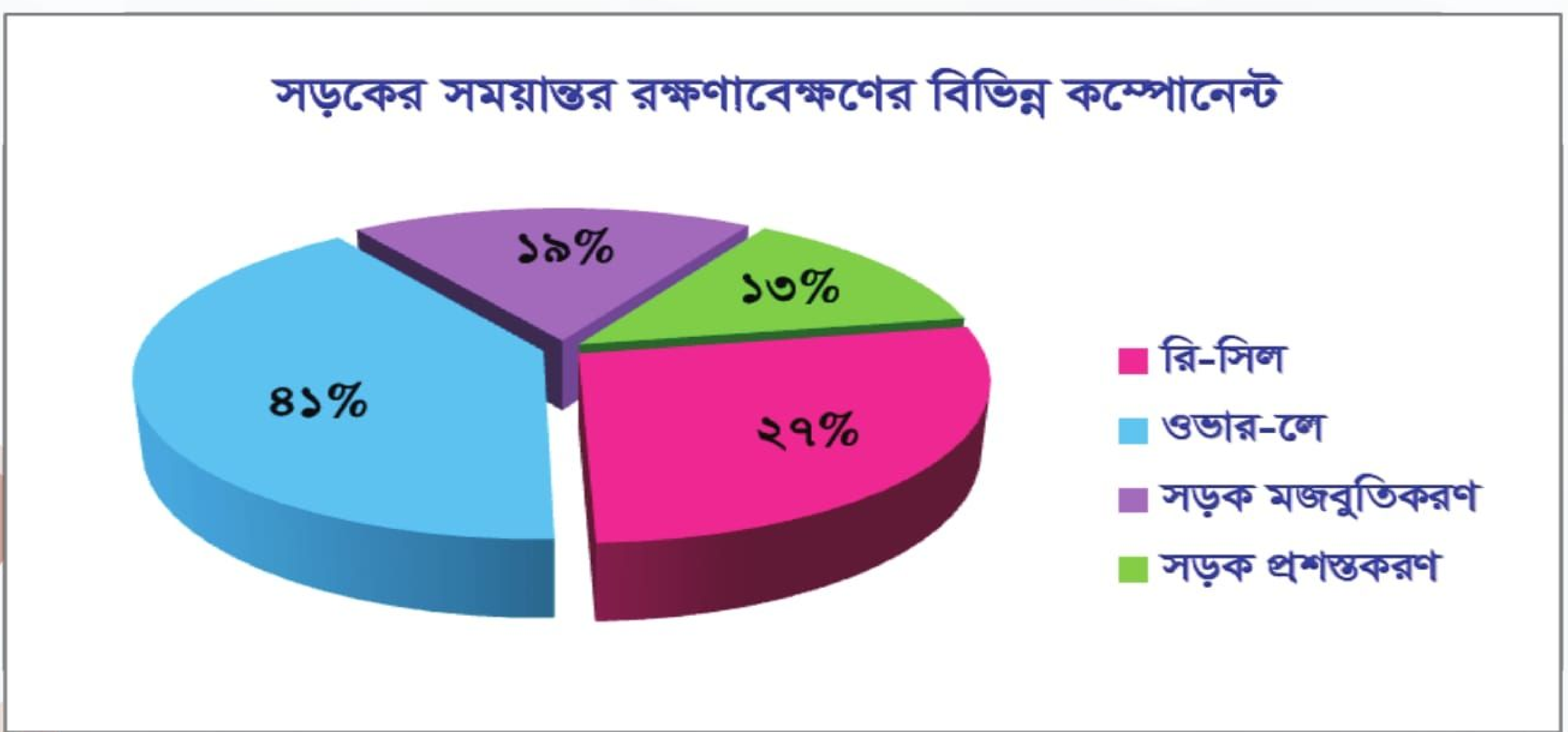

[রক্ষণাবেক্ষণের পূর্বে] মুন্সিগঞ্জ হেডকোয়ার্টার-মুক্তারপুর বিসিক ফিল্ড সড়ক উপজেলাঃ সদর, জেলাঃ মুন্সিগঞ্জ

[রক্ষণাবেক্ষণের পর] মুন্সিগঞ্জ হেডকোয়ার্টার-মুক্তারপুর বিসিক ফিল্ড সড়ক উপজেলাঃ সদর, জেলাঃ মুন্সিগঞ্জ

[রক্ষণাবেক্ষণের পূর্বে] ইসলামপুর হেডকোয়ার্টার-মাহমুদপুর ভায়া পচাবাহালা সড়ক উপজেলাঃ ইসলামপুর, জেলাঃ জামালপুর।

[রক্ষণাবেক্ষণের পর] ইসলামপুর হেডকোয়ার্টার-মাহমুদপুর ভায়া পচাবাহালা সড়ক উপজেলাঃ ইসলামপুর, জেলাঃ জামালপুর।

[রক্ষণাবেক্ষণের পূর্বে] দুপচাঁচিয়া বাজার - মুলামগাড়ী সড়ক উপজেলাঃ দুপচাঁচিয়া, জেলাঃ বগুড়া।

[রক্ষণাবেক্ষণের পর] দুপচাঁচিয়া বাজার - মুলামগাড়ী সড়ক উপজেলাঃ দুপচাঁচিয়া, জেলাঃ বগুড়া।

[রক্ষণাবেক্ষণের সময়] চৌগাছা - ঝিকড়গাছা হাট সড়ক উপজেলাঃ চৌগাছা, জেলাঃ যশোর।

[সিসি দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণের পর] টঙ্গী - ইপিজেড (RHD)-নরসিনপুর - কাশিমপুর জিসি সড়ক, উপজেলাঃ সাভার, জেলাঃ ঢাকা।

[রক্ষণাবেক্ষণের পর] আবাদপুকুর জিসি - পতিসর জিসি সড়ক, উপজেলাঃ রানীনগর, জেলাঃ নওগাঁ।

[রক্ষণাবেক্ষণের পর] ইসলামপুর হেডকোয়ার্টার - মাহমুদপুর ভায়া পচাবাহালা সড়ক উপজেলাঃ ইসলামপুর, জেলাঃ জামালপুর।

[রক্ষণাবেক্ষণের পর] মাগুরা - বুনাগাতি জিসি সড়ক উপজেলাঃ মাগুরা সদর, জেলাঃ মাগুরা।

[রক্ষণাবেক্ষণের পর] বামুন্দী - নওদাপাড়া জিসি সড়ক, উপজেলাঃ গাংনী, জেলাঃ মেহেরপুর।

নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট

নগর ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নে শহর ও নগরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। বর্তমানে নগর জনগোষ্ঠী দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৮ ভাগ হলেও জাতীয় উৎপাদনে নগর/শহরের অবদান শতকরা ৬০ ভাগের বেশী, যা পল্লী অঞ্চলের তুলনায় নগর অঞ্চলের অধিক উৎপাদনশীলতার নির্দেশক। বাংলাদেশের মোট নগর জনসংখ্যা ইতোমধ্যে সাড়ে চার কোটি ছাড়িয়েছে এবং শতকরা ২.৫ ভাগ হারে নগরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে ৫৩২টি নগর কেন্দ্রের ভৌগলিক আয়তন ১১,২৫৮ বর্গ কিলোমিটার যা দেশের আয়তনের শতকরা মাত্র ৭.৬৬ ভাগ। নগর এলাকার মধ্যে বসবাসরত জনগণের শতকরা ৬০ ভাগ লোকই সিটি কর্পোরেশনসমূহে এবং তাদের বৃহৎ অংশ শুধুমাত্র ঢাকা ও চট্রগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাস করে, যদিও রাজধানী ঢাকা এবং বন্দর নগরী চট্টগ্রামে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আরও বেশী। অপরিকল্পিত দ্রুত নগরায়ণ সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। ফলে, বিদ্যমান অবকাঠামো ও পরিসেবায় বিপুল চাপ পড়ছে। বর্ধিত জনগোষ্ঠির জন্য আবাসন, পানি সরবরাহ, পয়:নিস্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ সুবিধা ইত্যাদি পরিসেবা নিশ্চিত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিকল্পিত নগরায়ণ না হলে এ চ্যালেঞ্জ সরকারের একার পক্ষে মোকাবেলা করা সম্ভবপর নয়। অপরিকল্পিত নগরায়ণ চলতে থাকলে বিদ্যমান নগর সেবাসমূহের উপর মাত্রাতিরিক্ত চাপ পড়বে। জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানো কঠিন থেকে কঠিনতর হবে, পরিবেশ দূষিত হবে। শহর ও নগরগুলি ক্রমান্বয়ে বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে। এখনি যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে নগর অঞ্চলের উৎপাদনশীলতাকে টেকসই করে দীর্ঘমেয়াদী বাসযোগ্য সার্বিক অনুকূল পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না। টেকসই উন্নয়ন অর্জন করার জন্যই টেকসই নগরায়ণ প্রয়োজন। নগর অঞ্চলের উৎপাদনশীলতার কথা বিবেচনা করলে নগর হলো অপার সম্ভাবনার উৎস। সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে নগরায়ণে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উদ্দেশ্যে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর নগরসমূহে অবকাঠামো উন্নয়ন, পরিচালন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, দক্ষতাবৃদ্ধি ইত্যাদি কার্যক্রমসমূহ পরিচালনায় কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে।

অবকাঠামো উন্নয়ন

পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন সেক্টরের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ২৬টি প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। চলমান প্রকল্পের মধ্যে ৭ টি বৈদেশিক সহয়তাপুষ্ট প্রকল্প এবং ১৯টি বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত।

এলজিইডি কর্তৃক ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন সেক্টরের আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল	ডিপিপি অনুসারে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০১৬-১৭ অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৬-১৭ অর্থ বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
১	গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত)	জানুয়ারী/২০১১ হতে জুন/২০১৮	৬১২১৪.০০	৯০০০.০০	৮৯৯৮.৯৭	GoB
২	গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত)	জানুয়ারী/২০১১ হতে জুন/২০১৮	১২৫৮৮২.২৭	১৮৫৪৭.০০	১৮৫৪৬.৯২	GoB

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল	ডিপিপি অনুসারে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০১৬-১৭ অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৬-১৭ অর্থ বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
৩	ঢাকা মহনগরীতে ফ্লাইওভার ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (মগবাজার মৌচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ)(সংশোধিত)।	জানুয়ারী/২০১১ হতে সেপ্টেম্বর/২০১৭	১২১৮৮৯.৬৯	৫২৮৩৭.০০	৪২৫৭৮.৬৩	SFD & OFID
৪	নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত)	জুলাই/২০১১ হতে জুন/২০১৮	১৩৯৫৯৭.৭৫	২৪০০০.০০	২৩৯৯৪.০১	ADB KFW
৫	ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ইনস্টিটিউট, রাজশাহী এর ভৌত সুবিধাদি বর্ধিতকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭	২৩৯৯.৪০	৯৯০.০০	৯৮৯.৬৫	GoB
৬	ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	জুলাই/২০১৩ হতে জুন/২০১৮	১৯০০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	GoB
৭	উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	জানুয়ারী/২০১৪ হতে মে/২০২০)	১০৫৭৫১	১২৭১৫.০০	১২৭১৩.৬৭	ADB
৮	কিশোরাগঞ্জ জেলার নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প।	জানুয়ারী/২০১২ হতে ডিসেম্বর/২০১৬	১১০৮৫.২৫	৩৭৯.০০	৩৭৯.০০	GoB
৯	মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট।	জানুয়ারী/২০১৪ থেকে ডিসেম্বর/২০১৯	২৪৭০৯৩.০০	২৭৭৫০.০০	২৭৬০২.১৪	WB
১০	বেনাপোল পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	জানুয়ারী/২০১৪ হতে জুন/২০১৮	২৫৬৬.০০	৪৯৫.০০	৪৯৫.০০	GoB
১১	তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত)	জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০২১	৪০৪৬১৭.০০	৩৮১০০.০০	৩৮০৯৬.৮৯	GoB
১২	"সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট" শীর্ষক প্রকল্প।	জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০২০	২৯৪৩০০.০০	২৬৭৮২.০০	২৬৭৭৯.৭৮	JICA
১৩	Preparation of Action Area Plan for Narayanganj and Gazipur City Corporation.	জানুয়ারী/২০১৪ হতে ডিসেম্বর/২০১৬	৭১৭.০০	২৬১.০০	২৬০.৭৩	GoB

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল	ডিপিপি অনুসারে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০১৬-১৭ অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৬-১৭ অর্থ বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
১৪	বোরহান উদ্দিন পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৮	১৯৯৬.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	GoB
১৫	"ভোলা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নসহ মাষ্টারপ্লান প্রণয়ন" শীর্ষক প্রকল্প।	জুলাই/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৭	২২৬০.৩৪	১০০০.০০	১০০০.০০	GoB
১৬	"পটুয়াখালী পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণে সড়ক ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার নির্মাণ ও উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প।	জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭	২২২০.০০	৬৯৭.০০	৬৯৭.০০	GoB
১৭	জামালাপুর ও মাদারগঞ্জ পৌরসভার সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।	জানুয়ারী/২০১৬ হতে জুন/২০১৮	২৪৯০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	GoB
১৮	জামালপুর শহরের নগর স্থাপত্যের পুনঃসংস্কার ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্নয়ন।	মার্চ/২০১৬ হতে ফেব্রুয়ারী/২০১৯	১২৬৫৯.৫২	৫০০.০০	৪৯৯.৭৬	GoB
১৯	গোপালগঞ্জ পৌরসভা ড্রেইনেজ উন্নয়ন প্রকল্প।	জানুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭	২৪২৫.০০	৭০০.০০	৭০০.০০	GoB
২০	বরিশাল জেলার গৌরনদী পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।	জানুয়ারি/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭	২২৬৫.১৭	১২৫.০০	১২৪.০০	GoB
২১	বাউফল পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।	জানুয়ারি/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭	২২৬৭.০০	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০	GoB
২২	বাঘা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।	ফেব্রুয়ারী/২০১৬ হতে ডিসেম্বর/২০১৭	২৪৬০.৫৮	৭৯৭.০০	৭৯৭.০০	GoB
২৩	চৌমুহনী পৌরসভার বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮	২৩৮৮.০০	২০০.০০	১৯৯.৯৮	GoB

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল	ডিপিপি অনুসারে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০১৬-১৭ অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৬-১৭ অর্থ বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
২৪	গাইবান্ধা পৌরসভার ঘাঘট লেক উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই/২০১৬ হতে জুন/২০১৮	১৫৫৫.০০	৩.০০	৩.০০	GoB
২৫	নাঙ্গলকোট পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	জানুয়ারি/২০১৭ থেকে ডিসেম্বর/২০১৮	৪১২৫.৮৮	৪০০.০০	৪০০.০০	GoB
২৬	চরফ্যাশন পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	নভেম্বর/২০১৬ হতে জুন/২০১৮	১৪৪০.১২	১০০.০০	৯৯.৯৯	GoB
২৭	লালমোহন পৌরসভা ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	জানুয়ারী/২০১৭ হতে ডিসেম্বর/২০১৮	২৩০১.০০	১০০.০০	১০০.০০	GoB
২৮	Project Design Advance (PDA) Project for Coastal Towns Infrastructure Improvement Project (CTIIP)	০১/০৫/২০১৩ হতে ৩০/০৪/২০১৮	৩৪৯৪.০০	৬৩৫.০০	৬৩১.৭১	ADB
২৯	৫০৮৩-Technical Assistance for Transit Oriented Development and Improved Traffic Management in tongi-Gazipur Poura Areas (Proposed Gazipur City Corporation) শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্প।	ফেব্রুয়ারী/২০১৩ হতে ডিসেম্বর/২০১৬	১০২৬.৭৫	৪২১.০০	৪২১.০০	ADB
		মোট =	১৫৮৩৪৮৬.৭২	২২২৪০৯.০০	২১১৯৮৩.৮৩	

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান অংগের তথ্যাবলী

ক্রমিক নং	প্রধান প্রধান অংগের নাম	ভৌত কর্মসূচির পরিমাণ	আর্থিক ব্যয় (কোটি টাকায়)
১	রাস্তা নির্মাণ ও উন্নয়ন	১,০৩৪.০৭ কি: মি:	৬৯৯.৪২
২	ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ	৭৯৪.২২ মি:	৫০.৪৫
৩	ড্রেন নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ	২৫২.৫৬ কি: মি:	৩৬২.৭৮
৪	নদী পুন:খনন	০.৬১ কি: মি:	১.৪০
৫	নদী/খালের পাড় রক্ষণাবেক্ষণ	২.০২ কি: মি:	৩.৪১
৬	কমিউনিটি ল্যাট্রিন/ ল্যাট্রিন নির্মাণ	৩৪৯টি	৩.০৮
৭	নলকূপ স্থাপন	৩৯টি	.২৭
৮	বাস/ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ	৭টি	১৯.৪৫
৯	কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ	১টি	২.৯৭
১০	রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ	১১.৩১ কি: মি:	৪.৮৯
১১	কাঁচা বাজার নির্মাণ	৭টি	৭.৫০
১২	পার্ক/বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণ	২টি	১.৩০
১৩	কবরস্থান/শ্মশানঘাট উন্নয়ন/সম্প্রসারণ	৯টি	১.৭২
১৪	ফ্লাইওভার নির্মাণ	৮,৫০০ মি:	৪১০.১১
১৫	স্ট্রিট লাইট	১৭২২টি	১৩.৫০
১৬	বোট ল্যান্ডিং	১টি	০.০৭
১৭	ভূমি উন্নয়ন	৫৫,০০,০০০ ঘন মি:	১.৫
১৮	ফুটপাথ নির্মাণ	২.২৩ কি: মি:	১.৩৬
১৯	খাল পুনঃ খনন	৩.৫ কি: মি:	.৮৫
২০	জমি অধিগ্রহণ	৪৬.৩৮ একর	৯৪.৫৪
২১	ভবন নির্মান	৫টি	৩০.৩৭
২২	পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো	৬টি	৪৩.২৯
২৩	ড্রেনেজ খালের কনক্রিট লাইনিং/রিটেনিং ওয়াল	৩.৭৯ কি: মি:	৪০.০০
২৪	সাইক্লোন শেল্টার	১৩টি	৫১.১০
২৫	ব্যাসিক আরবান সার্ভিসের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ	২৬টি	৩০.৭৬
		মোট=	১৮৭৬.০৯

এলজিইডি'র নগর সেক্টরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর সম্প্রতি বাংলাদেশের ২৪০ টি পৌরসভা ও ২ টি সিটি কর্পোরেশনের মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করেছে। এর মধ্যে জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২২ টি পৌরসভা ও ২ টি সিটি কর্পোরেশন এবং উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২১৭ টি পৌরসভার ও দ্বিতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের আওতায় ১টি পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পৌরসভার জনপ্রতিনিধি ও বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন পর্যায়ে যোগাযোগ ও মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহনের মাধ্যমে মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে স্থানীয় চাহিদা তুলে ধরেন এবং তাদের মতামত ব্যক্ত করেন, যেগুলিকে প্রাধান্য দিয়ে খসড়া মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এরপর খসড়া মহাপরিকল্পনা বা এর কোন অংশ/বিষয়ের উপর এলাকাবাসীর কোন মতামত, অভিযোগ বা আপত্তি বিবেচনার জন্য নূন্যতম এক মাস গণশুনানী সম্পন্নের মাধ্যমে সকলের যৌক্তিক মতামত অভিযোগ বিবেচনায় নিয়ে মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত করা হয়। মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ সম্পন্নের পর স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ অনুযায়ী যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরন করে সেগুলি পৌর পরিষদ কর্তৃক অনুমোদন করা হয়। ইতোমধ্যে উপজেলা শহর পর্যায়ে সম্পন্নকৃত ২১৭ টি পৌরসভার মহাপরিকল্পনার মধ্যে প্রায় ১২০ টি পৌরসভায় গণশুনানী ও অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পন্নের পর সরকার কর্তৃক গেজেট নোটিফিকেশনের জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১টি পৌরসভা (কুয়াকাটা পর্যটন এলাকার জন্য প্রণীত মহাপরিকল্পনা) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে পরীক্ষা ও যাচাইপূর্বক স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় কর্তৃক ডিসেম্বর/২০১৪ তে গেজেট নোটিফিকেশন সম্পন্ন করা হয়েছে ও অবশিষ্ট সকল মাষ্টার প্ল্যান সমূহের গেজেট নোটিফিকেশন প্রক্রিয়াধীন আছে।

মগবাজার-মৌচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্প

৪-লেন বিশিষ্ট ৮.৭০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের মগবাজার- মৌচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভার নির্মাণের প্রকল্প ব্যয় ১,২১৮.৯০ কোটি টাকা। মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে সৌদি ফান্ড ফর ডেভেলপমেন্ট (এসএফডি) এবং ওপেক ফান্ড ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ওএফআইডি) থেকে ৭৭৬ কোটি টাকা ঋণ হিসেবে পাওয়া গেছে। অবশিষ্ট ৪৪২.৯০ কোটি টাকা বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে মেটানো হয়েছে। প্রকল্পটিকে মোট ৩টি প্যাকেজে বাস্তবায়িত করা হয়েছে।

১. প্যাকেজ নং PDMMFP W04 (তেজগাঁও সাতরাস্তা থেকে এফডিসি হয়ে মগবাজার হয়ে হলিফ্যামিলি হাসপাতাল) এর দৈর্ঘ্য ২.৫৫৫ কিঃমিঃ, নির্মাতা প্রতিষ্ঠানঃ Simplex-Navana JV, চুক্তি মূল্য- ৩৬৭.৬৬ কোটি টাকা। এ প্যাকেজটি সাতরাস্তা মোড় হতে এফডিসি মোড়, মগবাজার মোড় হয়ে হলিফ্যামিলি হাসপাতাল পর্যন্ত অংশটি ৩০ মার্চ ২০১৬ তারিখ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শুভ উদ্বোধনের মাধ্যেমে যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। এ প্যাকেজে এফডিসি মোড় থেকে সোনারগাঁও লেভেল ক্রসিং পার হয়ে ৪৫০ মিটার দৈর্ঘ্যের অংশটি গত ১৭ মে ২০১৭ ইং তারিখ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি, যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করেন। ফ্লাইওভারের এ প্যাকেজটি যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করার ফলে সাতরাস্তা, বেগুনবাড়ী, এফডিসি, মগবাজার, ও হলিফ্যামিলি এলাকার যানজট অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

২. প্যাকেজ নং PDMMFP W06 (ইস্কাটন থেকে মগবাজার মোড় হয়ে মৌচাক) এর দৈর্ঘ্য ২.২০৮ কিঃমিঃ, র‍্যাম্পের দৈর্ঘ্য ৬৯০ মিটার। নির্মাতা প্রতিষ্ঠানঃ MCCC(No.4)-SEL-UDC JV, চুক্তি মূল্য- ঃ ৩১৫.৪০ কোটি টাকা। এ প্যাকেজের ইস্কাটন থেকে মগবাজার মোড় হয়ে ওয়্যারলেস পর্যন্ত ১.০০ কিলোমিটার গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬ইং তারিখে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ে মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি, যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করেন। এ অংশটি উন্মুক্ত করার ফলে ইস্কাটন ও মগবাজার এলাকার যানজট অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। এ প্যাকেজের মৌচাক থেকে বাংলামটর পর্যন্ত ১.২ কিলোমিটার অবশিষ্ট অংশ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ উদ্বোধনের জন্য এখন প্রস্তুত।

৩. প্যাকেজ নং PDMMFP W05 (শান্তিনগর থেকে মালিবাগ, রাজারবাগ, মৌচাক হয়ে রামপুরা) এর দৈর্ঘ্য ৩.৯৩৭ কিঃমিঃ, এ অংশের শান্তিনগর থেকে মালিবাগ রাজারবাগ, মৌচাক হয়ে রামপুরা দ্বি-তল অংশের ফ্লাইওভারের দৈর্ঘ্য ২.১০৪ কিলোমিটার, র‍্যাম্পের দৈর্ঘ্য ৭৮৫ মিটার। নির্মাতা প্রতিষ্ঠানঃ MCCC(No.4)-Toma JV Ltd, চুক্তি মূল্য- ৪৫২.১০ কোটি টাকা। ২৬ই অক্টোবর ২০১৭ইং তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই ফ্লাইওভারটি উদ্বোধন করেন।

মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার এর সাতরাস্তা-সোনারগাঁও-হলিফ্যামিলি হাসপাতাল অংশ

মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার এর এফডিসি ইন্টারসেকশন

মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার এর মগবাজার মোড় ইন্টারসেকশন

মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার এর বাংলামটর থেকে ওয়্যারলেস গেট অংশ

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প-৩

দেশের ৩১টি পৌরসভা যথাক্রমে বেড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, চারঘাট, ঈশ্বরদি, জয়পুরহাট, লালমনিরহাট, নওগাঁ, নীলফামারি, পঞ্চগড়, শাহাজাদপুর, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, লাকসাম, লক্ষীপুর, নবীনগর, রাঙ্গামাটি, বেনাপোল, চুয়াডাঙ্গা, যশোর, কোটালিপাড়া, মাগুরা, মেহেরপুর, রাজবাড়ি, টুঙ্গিপাড়া, ছাতক, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, মৌলভীবাজার, মুক্তাগাছা, নেত্রকোনা, শেরপুর এর অবকাঠামো উন্নতিকরণ ও নগর সুপরিচালনের লক্ষ্যে জুলাই, ২০১৪ সালে বাংলাদেশ সরকার, এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক, ও ওএফআইডি এর আর্থিক সহায়তায় তৃতীয় নগর পরিচালন এবং অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (UGIIP-III) এর কাজ শুরু হয়। পরবর্তীতে গত ২৮ মার্চ ২০১৭ একনেক সভায় ডিপিপি সংশোধনের মাধ্যমে আরও ৫টি পৌরসভা যথাক্রমে গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, কুষ্টিয়া ও কক্সবাজার প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়।

আগামী ২০২১ সাল পর্যন্ত মোট ৩৬টি পৌরসভা এই প্রকল্পের আওতায় পৌরসভার সক্ষমতাবৃদ্ধির মাধ্যমে আরও উন্নত পৌর সেবা প্রদান করবে। প্রকল্পটি অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে নগর যাতায়াত ব্যবস্থা, ড্রেনেজ, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, মিউনিসিপ্যাল মার্কেট ও অন্যান্য সুবিধাদিসহ বস্তিবাসীদের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কাজ করছে।

এছাড়া নগর পরিচালন ও দক্ষতাবৃদ্ধির ক্ষেত্রে, নাগরিক সচেতনতা ও অংশগ্রহণবৃদ্ধি, সিটিজেন চার্টার, নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা, নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়ন, দরিদ্র নগরবাসীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কার্যক্রম, বস্তি উন্নয়ন কমিটি, টিএলসিসি, ডব্লিউসি গঠনের মাধ্যমে পৌরবাসীর জীবনমান উন্নয়নে কাজ করছে। এসকল কাজ বাস্তবায়নের নিমিত্তে প্রকল্পটি নিম্নবর্ণিত সাতটি কর্মক্ষেত্রের মাধ্যমে কর্মকান্ড পরিচালনা করছে।

১। নাগরিক সচেতনতা ও অংশগ্রহণ
২। নগর পরিকল্পনা
৩। নারী ও শহুরে দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীর সমতা ও অন্তর্ভুক্তিকরণ
৪। স্থানীয় সম্পদ আহরণ বৃদ্ধি
৫। আর্থিক ব্যবস্থাপনা, দায়বদ্ধতা ও টেকসইকরণ
৬। প্রশাসনিক স্বচ্ছতা
৭। পৌরসভার প্রয়োজনীয় সেবাসমূহ সচল রাখা

অগ্রগতি

- হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের ক্ষেত্রে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহ আশানুরুপ অগ্রগতি সাধন করেছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জুন ২০১৭ পর্যন্ত হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের হার ৮১.৮৮%।
- ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের পরিমাণ ৫১,৪৪,৬৭,৮৪৭.০০ টাকা এবং নন ট্যাক্স বাবদ আদায়ের পরিমাণ ১১০,২৩,৫৮,২০৮.০০ টাকা।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রকল্পের ৪২টি প্যাকেজের আওতায় প্রায় ৩৮০.৯৭ কোটি টাকার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়িত হয়। যার মধ্যে ২৬০ কিঃমিঃ সড়ক উন্নয়ন, ৬০.১০ কিঃমিঃ ড্রেন নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ, ১টি কমিউনিটি সেন্টার, ২৬৮টি স্ট্রিট লাইট, ১৫.৪৬ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ করা হয়।
- নগর পরিচালন কর্মসূচি (ইউজিআইএপি) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৩১টি পৌরসভায় মেয়র ও ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের জন্য ১৫০টি ট্রেনিং প্রোগ্রাম, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য ৭৬টি অন জব ট্রেনিং এবং সুবিধাভোগীদের জন্য ১২৪টি প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া পৌরসভা পর্যায়ে টিএলসিসি, ওয়ার্ড কমিটি, দারিদ্র্য নিরসন, জেন্ডার কমিটিসহ পৌরসভার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক স্থায়ী কমিটির বৈঠক নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জেন্ডার উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রায় ১ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা প্রকল্প সহায়তাসহ প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহ নিজস্ব রাজস্ব বাজেট হতে প্রায় ৩ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা ব্যয় করে। এর মধ্যে রয়েছে জেন্ডার ও নারী উন্নয়নে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণ পরবর্তী আয়বর্ধনমূলক সহায়তা এবং নারী বান্ধব অবকাঠামো নির্মাণ। নারীদের অন্যান্য সুবিধাদির মধ্যে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহে পৌরভবনে উমেন্স সেকশন, বাস স্টেশনে পৃথক টিকেট কাউন্টার, টয়লেট ও বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্প অনুমোদিত পৌরসভার ১৭১টি বস্তিতে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠিত হয়েছে নারী প্রধান বস্তি উন্নয়ন কমিটি। এই কমিটিকে 'কমিউনিটি এ্যাকশন প্লান (ক্যাপ)' প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণও প্রদান করা হয়েছে।

২৭ জুলাই ২০১৬, এলজিইডি সদর দপ্তরে ইউজিআইআইপি-৩, সিটিইআইপি এবং এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের টিএ প্রকল্পের পরামর্শকদের আয়োজনে 'জলবায়ু পরিবর্তন নিরূপণ ও জলবায়ু সহনশীল নগর পরিকল্পনা' শীর্ষক অবহিতকরণ কর্মশালার শুভ উদ্বোধন করেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী

এডিবি'র পরামর্শক মিশন মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনকালীন, গত ২৭ জুলাই ২০১৬, এলজিইডি সদর দপ্তরে ইউজিআইআইপি-৩, সিটিইআইপি এবং এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের টিএ প্রকল্পের পরামর্শকদের আয়োজনে 'জলবায়ু পরিবর্তন নিরূপণ ও জলবায়ু সহনশীল নগর পরিকল্পনা' শীর্ষক অবহিতকরণ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের ম্যানিলা অফিসের আরবান ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিস্ট Ms. Alexandra Vogl.

ইউজিআইআইপি-৩ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত অবকাঠামোর চিত্র

সড়কবাতিসহ সড়ক উন্নয়ন- চাপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা

ড্রেন নির্মাণ, খাগড়াছড়ি পৌরসভা

ড্রেন নির্মাণ, চুয়াডাঙ্গা পৌরসভা

সড়ক ও ড্রেন নির্মাণ, ঈশ্বরদী পৌরসভা

পাবলিক টয়লেট নির্মাণ রাজবাড়ি পৌরসভা

সড়ক নির্মাণ; লালমনিরহাট পৌরসভা

জন অংশগ্রহণ ও দক্ষতাবৃদ্ধি

সড়ক নির্মাণ; লালমনিরহাট পৌরসভা

টিএলসিসি সভা- লাকসাম পৌরসভা

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ - বেনাপোল পৌরসভা

ওয়ানস্টপ সার্ভিস সেন্টার- চারঘাট পৌরসভায় এক কক্ষেই পাওয়া যায় সকল ধরণের নাগরিক সেবা

সচেতনতামূলক র‍্যালী- নীলফামারী পৌরসভা

পৌরবাসীর সেবা গ্রহণে স্বাচ্ছন্দ - হবিগঞ্জ পৌরসভা

নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নরসুন্দা নদী পুনর্বাসনের কাজ গত ডিসেম্বর ২০১২ তে শুরু হয়। প্রকল্পটির আওতায় বর্তমানে নদী পুনঃখনন, ৭টি দৃষ্টি নন্দন ব্রিজ, ৩টি দৃষ্টি নন্দন ফুট ব্রিজ এবং ৪টি ব্রিজ প্রশস্তশরণসহ অন্যান্য কাজ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পে অঙ্গসমূহের মধ্যে রয়েছে নদী পুনঃখনন, দৃষ্টি নন্দন ব্রিজ, রাস্তা ও ড্রেন, পর্যবেক্ষণ টাওয়ার, ফুটপাথ, পার্ক ও ঘাট নির্মাণ। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, পরিবেশ উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং জনগণের জন্য বিনোদনের ক্ষেত্র সৃষ্টির পাশাপাশি শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়েছে। প্রকল্পটি আগামী জুন' ২০১৭ তে সমাপ্ত হয়েছে।

নরসুন্দা নদী পুর্নবাসন এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত দৃষ্টি নন্দন ফুট ব্রিজ ও পুন:খননকৃত নদীর একাংশ

নরসুন্দা নদী পুর্নবাসন এবং পার্শ্ববতী এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত দৃষ্টি নন্দন ওয়াচ টাওয়ার ও পুন:খননকৃত নদীর একাংশ

নরসুন্দা নদী পুর্নবাসন এবং পার্শ্ববতী এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত দৃষ্টি নন্দন ব্রিজ ও পুন:খননকৃত নদীর একাংশ

নরসুন্দা নদী পুর্নবাসন এবং পার্শ্ববতী এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত পার্কের একাংশ

নরসুন্দা নদী পুর্নবাসন এবং পার্শ্ববতী এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত উন্মুক্ত মঞ্চ

নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প

বাংলাদেশ সরকার, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB), কেএফডব্লিউ (KfW) এবং সুইডিস সিডা (Sida) এর যৌথ অর্থায়নে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (CRDP) ২০১১ সালের জুলাই মাস থেকে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ঢাকা নগর অঞ্চলে রয়েছে ৪টি সিটি কর্পোরেশন, ৮টি পৌরসভা ও ১২টি আরবান সেন্টার এবং খুলনা নগর অঞ্চলে ১টি সিটি কর্পোরেশন, ৪টি পৌরসভা ও ২৪টি আরবান সেন্টার। নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের মূল লক্ষ্য কার্যকর আঞ্চলিক পরিকল্পনার মাধ্যমে ঢাকা ও খুলনা নগর অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা বাড়ানো এবং পরিবেশের টেকসই উন্নয়ন সাধন। এ লক্ষ্য অর্জনে প্রকল্পের আওতায় ৩টি উপাংশে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, যথা- নগর অবকাঠামো সমূহের উন্নয়ন (Development of Urban Infrastructure), নগর পরিকল্পনা উন্নয়ন (Improvement of Urban Planning) এবং পৌর ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ ও সামর্থ্য বৃদ্ধি করা (Strengthening of Munucipal Management and Capacity)। প্রকল্পের আওতায় সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা এবং আরবান সেন্টারে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কাজ চলছে এবং বেশ কয়েকটি উপ-প্রকল্পের কাজ ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রকল্পের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (ADP) বরাদ্দ ছিলো ২৪০ কোটি টাকা, যার মধ্যে সরকারি অর্থ ৭০ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ১৭০ কোটি টাকা। এই অর্থবছরে ১০০% ভৌত অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে এবং বরাদ্দের ৯৯.৯৮% অর্থ (২৩৯ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা) ব্যয় হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৮৬% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৮২%।

নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে রিভিউ মিশন

গত ১৯ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ ইং এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের রিভিউ মিশন নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প এর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে। এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের জ্যেষ্ঠ প্রকল্প কর্মকর্তা (নগর অবকাঠামো) এলমা মোর্শেদা মিশনের নেতৃত্বে দেন। মিশনে কেএফডব্লিউ এবং সিডার সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। কাজের অগ্রগতি ও গুণগত মান দেখে মিশন সন্তোষ প্রকাশ করে। মিশন সদস্যরা এলজিইডি, প্রকল্পভুক্ত সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হন। মিশন খুলনা সিটি কর্পোরেশন, যশোর, ঝিকরগাছা, মোংলাপোর্ট, পৌরসভায় সিআরডিপি'র অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করে। নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আহসান হাবিবসহ সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা এবং প্রকল্পের অন্যান্য কর্মকর্তা সহ পরামর্শকবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন। গত ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬ স্থানীয় সরকার বিভাগে অনুষ্ঠিত র‍্যাপ-আপ সভার মধ্য দিয়ে মিশনের কার্যক্রম শেষ হয়।

এডিবি রিভিউ মিশন নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ঝিকরগাছা পৌরসভায় পার্ক উন্নয়ন কাজ পরিদর্শন করে

নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় পূর্তকাজের কিছু আলোকচিত্র

নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় নির্মিত সড়ক

নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় নির্মিত সড়ক

নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় স্থাপিত সৌর-বিদ্যুৎ চালিত সড়ক বাতি

নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ঝিকরগাছা পৌরসভা এলাকায় নির্মিত সড়ক ও সিসি ব্লক দ্বারা খাল লাইনিং

	আইডব্লিউআরএম এর আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে গৃহীত কার্যক্রমের বিবরণ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা		২০১৫-১৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি
		স্কীম/উপ-প্রকল্পের সংখ্যা	বরাদ্ধকৃত অর্থ (লক্ষ টাকায়)	উপ-প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয়িত অর্থ (লক্ষ টাকায়)	
১	অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প	৪১৩	৮০৫২১.০০	৬৪	১৫৭৭৭.৫৫	৯৯.৮৬%
২	খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প	১৫	২৭৭৪০.৫৫	৪	১৬০৭.০৬	৯৯%
৩	রাজস্ব বাজেটের আওতায় সেচ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম	৪৭২	১৮০০.০০	৩৩০	১৭৫০.০০	৯৭.২২%
৪	এইচআইএলআইপি		১০৭৬৩২.০০		১৪০৩১.৯৩	৯৯.৮৭%
৫	এইচএফএমএলআইপি		৮৮০০০.৬৪		৯৯৪০.০০	৯৯.৪%

অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পটি এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক, ইফাদ ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির সার্বিক লক্ষ্য হচ্ছে পানির সুষ্ঠ ব্যবহারের করে টেকসই কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারের দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কাজে সহায়তা করা। দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে বিশেষ বিবেচনায় নিয়ে উপ-প্রকল্প এলাকার সকল শ্রেণী ও পেশার জনগণের দ্বারা পরিচালিত একটি টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রচলন করা এ প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য। জানুয়ারী ২০১০ হতে শুরু হয়ে জুন-২০১৭ পর্যন্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত ছিলো। পরবর্তীতে জুন-২০১৮ পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রকল্পের মাধ্যমে ২৬৫ টি নতুন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পে বাস্তবায়িত ৫৮০টি উপ-প্রকল্পের মধ্যে হতে ১৪৮টি উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা নিয়ে প্রকল্পটির কাজ শুরু হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ২,২০,০০০ হেক্টর জমিতে দানাদার শস্যের উৎপাদন ২,৮৭,২৪০ টন হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৩,৬৩,২৭৮ টন এবং অদানাদার শস্যের উৎপাদন ১,৩৯,৮০৬ টন হতে বৃদ্ধি পেয়ে ১,৭৯,২৭৯ টন হবে এবং ২,৮০,০০০ টি পরিবার উপকার পাবে।

২০১৬-১৭ইং অর্থ বছরে ১৬১টি নতুন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বাকী ১০৪ টি ইতিমধ্যে ১০০% সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত ২৬৫ এর মধ্যে ১৬১টি উপ-প্রকল্পের ভৌত কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে মোট ৮৪টি নতুন উপ-প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৭৭টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি উপাংগের আওতায় একই বছরে গৃহিত ৫৩টি উপ-প্রকল্পের মধ্যে ৪১টি উপ-প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বাকী ১২টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। উপ-প্রকল্প এলাকার দরিদ্র্য এবং দুঃস্থ নারী ও পুরুষের সমন্বয়ে ২,৭৪৭ টি এলসিএস দল গঠন করা হয়েছে। এ সকল উপ-প্রকল্পের মাটির কাজে ২২,৮৯১ জন নারী এবং ৪৫,৭৪৪জন পুরুষ চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক অংশগ্রহণ করেছেন। পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) সদস্য ও প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সরকারের বিভিন্ন বিভাগে প্রশিক্ষণের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ৫৫৯টি প্রশিক্ষণ ইভেন্ট ১২,০৭৪জন পুরুষ এবং ৬,৯৬৭জন নারী অংশগ্রহণ করেন। এর ফলে ৫০,৭৩৭জন দিবসের সৃষ্টি হয়েছে।

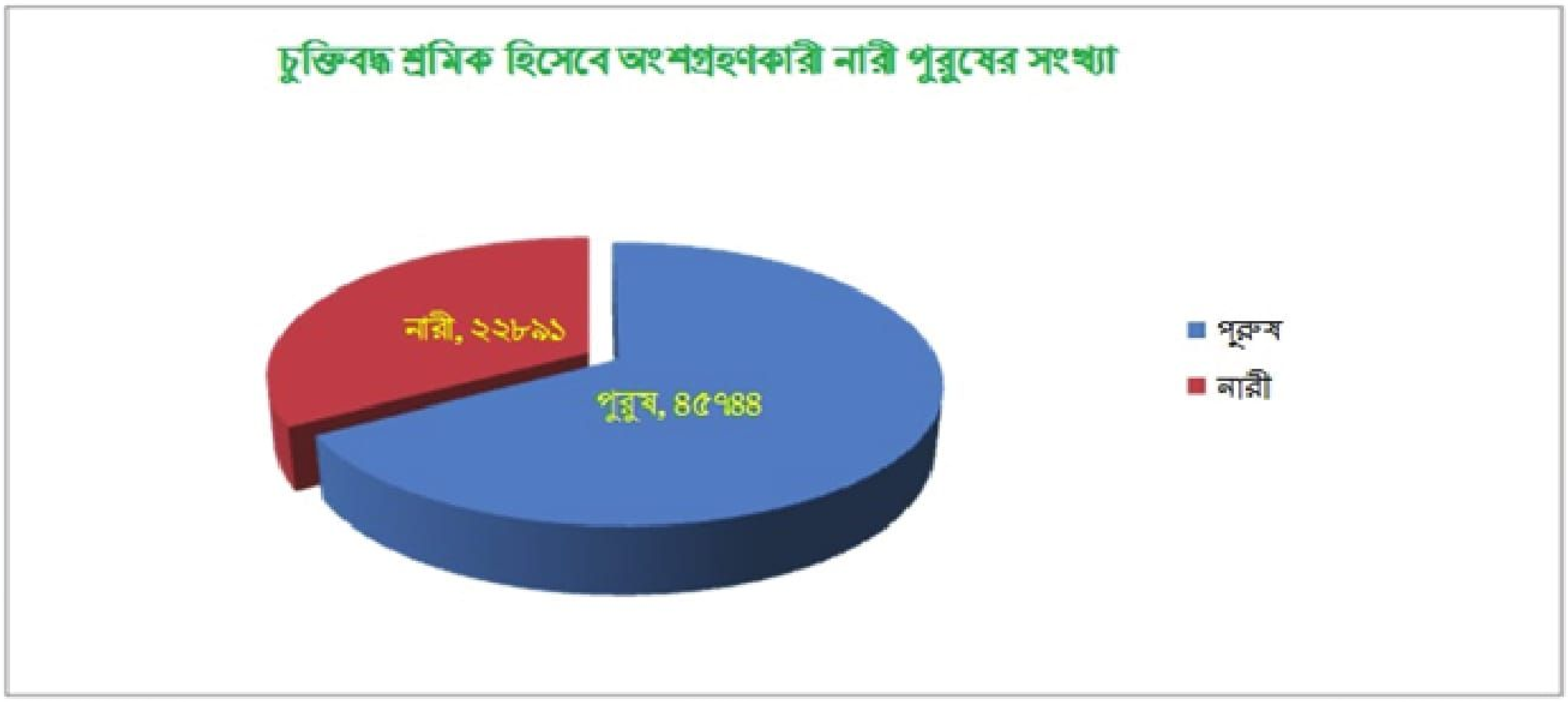

দেশের বিভিন্ন জেলা হতে প্রাপ্ত উপ-প্রকল্প প্রস্তাবের মধ্যে থেকে এ পর্যন্ত মোট ৩৪১টি প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের পিআরএ ২৯০টি উপ-প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই এবং ২৯০টি উপ-প্রকল্পের নকশা প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্যাদি

ক্রমিক নং	কাজের নাম	পরিমাণ
১	বাঁধ নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ(কিঃমিঃ)	২৫.১০কিঃমিঃ
২	পানি নিয়ন্ত্রনক অবকাঠামো নির্মাণ (সংখ্যা)	২৩১টি
৩	সেচ এলাকা (হেক্টর)	২৭,২৯৬ হেক্টর
৪	উপকারভোগী এলাকা (হেক্টর)	৬৮,৭৫০ হেক্টর
৫	খাল পুনঃখনন (কিঃমিঃ)	৭৩২.৫০কিঃমিঃ
৬	সমাপ্তকৃত উপ-প্রকল্প সংখ্যা	১২৫টি

অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে এডিবি-ইফাদ এর যৌথ লোন রিভিউ মিশন গত ১৭-২৯ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা, ঝালকাঠি, বাগেরহাট জেলার ০৯টি উপ-প্রকল্প পরিদর্শন করে। পরিদর্শনকালে মিশন মাঠপর্যায়ে উপ-প্রকল্পের অবকাঠামো নির্মাণ কাজের গুনগতমান পরীক্ষা করে দেখে এবং পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির কার্যক্রম পরিচালিত রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে মতবিনিময় করে। এরপর মিশন প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিসে প্রকল্পের কর্মকর্তা ও পরামর্শকবৃন্দের সাথে ভৌত কাজের অগ্রগতি, তহবিল ছাড়করণ, পূনঃভরণ, কার্যাদেশ প্রদান, অন্যান্য বিষয়পর্যালোচনা করেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন।মিশন এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়কে উপ-প্রকল্প পরিদর্শনের বিষয়ে অবহিত করেন। এছাড়াও মিশন কৃষি, মৎস্য, সমবায় অধিদপ্তরের প্রধানগণের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পাবসস এর দক্ষতা বৃদ্ধি ও দরিদ্রতা বিমোচনে তাদের সহযোগিতা কামনা করেন।

এলজিইডি'র অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের আওতায় গত ২৯ জুলাই ২০১৬ ফরিদপুর জেলার এলজিইডি অডিটরিয়ামে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম 'নকশী কাঁথা বুনন' কৌশল শীর্ষক কর্মশালা/প্রশিক্ষনের উদ্বোধন করেন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি

এলজিইডি'র অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের আওতায় গত ২৯ নভেম্বর ২০১৬বাগেরহাট জেলার কচুয়া উপজেলার টেংরাখালী-চরটেংরাখালী উপ-প্রকল্প হস্তান্তর ও অফিসঘর (ও এন্ডএম শেড) উদ্বোধন। উদ্বোধন করেন- আলহাজ্ব এড. মীর শওকত আলী বাদশা, মাননীয় সংসদ সদস্য বাগেরহাট-২ ।উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ সহিদুল হক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রক্ষণাবেক্ষণ, এলজিইডি, শেখ মোহাঃ নূরুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক, পঙ্কজ চন্দ্র রায়, জেলা পুলিশ সুপার এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও জনাব তপন কুমার বিশ্বাস, জেলা প্রশাসক, বাগেরহাট।

খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প

বাংলাদেশ অতি মাত্রায় গ্রামীণ। তাই দেশের সার্বিক উন্নয়ন পল্লি এলাকায় তথা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশে বর্ষা-মৌসুমে দেশের নদী নালায় প্রবাহিত জলরাশির পরিমাণ ৫০.০০ লক্ষ কিউসেক হলেও শুস্ক মৌসুমে ইহা মাত্র ২.৫০ লক্ষ কিউসেক। শুস্ক মৌসুমের পানি প্রবাহ বর্ষা-মৌসুমের প্রবাহের মাত্র পাঁচ শতাংশ, ফলে দেশে বর্ষা-মৌসুমে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি থাকলেও শুস্ক মৌসুমে পানির দারুণ স্বল্পতা দেখা দেয়। বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সেচ এলাকার প্রসার ঘটানো এবং সে উদ্দেশ্যে ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বাংলাদেশে কৃত্রিম জলাধার তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় পাহাড়ী এলাকা ও নিমজ্জিত করে ফেলার মত যথেষ্ট ভূমি নাই। এখানে নদ-নদী চ্যানেলেই পানি সংরক্ষণ করতে হবে। এ অবস্থায় বর্ষা পরবর্তী মৌসুমে পানি সংরক্ষণের জন্য রাবার ড্যাম প্রযুক্তি অত্যন্ত লাগসই। বংলাদেশে লাগসই ও ব্যয় সাশ্রয়ী পানি সংরক্ষণ পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রচেষ্টা হিসাবে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর চাইনিজ প্রযুক্তিতে ১৯৯৫-১৯৯৬ইং অর্থ বছরে খাল খনন কর্মসূচীর আওতায় কক্সবাজার জেলার বাঁকখালী নদী ও ঈদগাঁও খালে এবং ১৯৯৭-১৯৯৮ইং অর্থ বছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের (জিওবি) অর্থায়নে শেরপুর জেলার ভোগাই নদীতে পাইলট ভিত্তিতে ৩টি রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হয়। পাইলট রাবার ড্যাম ৩টি শুস্ক মৌসুমে পানি সংরক্ষণে কার্যকর ভূমিকা রাখায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে এলজিইডি দশটি রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় জুলাই/ ১৯৯৯ইং থেকে জুন/২০০৮ইং মেয়াদে ১১টি জেলায় ছোট ও বড় ১৪টি রাবার ড্যাম নির্মাণ করে। নির্মিত প্রতিটি রাবার ড্যাম শুস্ক মৌসুমে বাড়তি ফসল উৎপাদন করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখায় দিন দিন জনগণ তথা জনপ্রতিনিধির কাছে রাবার ড্যাম একটি আকর্ষনীয় প্রকল্প হিসাবে নন্দিত হয়ে উঠে এবং রাবার ড্যাম নির্মাণের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলশ্রুতিতে জনগণের চাহিদা পূরণে পুনরায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে জুলাই/ ২০০৯ইং থেকে জুন/ ২০১৬ইং মেয়াদে ১১টি জেলাতে ১৫টি নতুন রাবার ড্যাম নির্মাণের লক্ষ্যে "খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ শীর্ষক" প্রকল্পটি গৃহীত হয়। পরবর্তীতে উক্ত প্রকল্প সংশোধন করে জুন/ ২০১৭ইং মেয়াদে পূর্বে নির্মিত পুরাতন রাবার ড্যামের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে অব্যহত রাখার লক্ষ্যে ১০টি রাবার ড্যাম অবকাঠামো মেরামত ও ৬টি মেয়াদত্তীর্ণ রাবার ব্যাগ পরিবর্তনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। জুন/ ২০১৭ইং প্রকল্পের মেয়াদ সমাপ্ত হয়েছে। গৃহীত ১০টি পুরাতন রাবার ড্যাম অবকাঠামো মেরামত ও ৫টি মেয়াদোত্তীর্ণ রাবার ব্যাগ পরিবর্তনের কাজ সহ বিগত অর্থ বছরে কুড়িগ্রাম জেলার জিঞ্জিরা নদী ও নওগাঁ জেলার আত্রাই নদী রাবার ড্যাম সহ ১৫টি রাবার ড্যাম যথাক্রমে ঃ চট্টগ্রাম জেলার হালদা নদী, দিনাজপুর জেলার আত্রাই নদী, নওগাঁ জেলার আত্রাই নদী, কুড়িগ্রাম জেলার জিঞ্জিরাম নদী, বান্দরবান জেলার শীলক খাল, দিনাজপুর জেলার টাংগন নদী, খাগড়াছড়ি জেলার চেঙ্গি নদী, মৌলভীবাজার জেলার লংলা নদী, লালমনিরহাট জেলার শানীয়াজান নদী, ঠাকুরগাঁও জেলার টাংগন নদী, লালমনিরহাট জেলার ধরলা নদী, দিনাজপুর জেলার পূর্ণভবা নদী, শেরপুর জেলার ভোগাই নদী, সুনামগঞ্জ জেলার ঘাঘটিয়া খাল ও সুনামগঞ্জ জেলার গজারিয়া খাল রাবার ড্যামের নির্মাণ কাজ পুর্নাঙ্গ ভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

ভোগাই নদী রাবার ড্যাম, নকলা, শেরপুর।

১৫টি রাবার ড্যাম নির্মাণের ফলে ২২,৮৭৫ হেক্টর জমি চাষের আওতায় আসবে, প্রতি বছর প্রায় ১,৪৫,২৫০ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপাদন হবে, ২,৫৭,৫০০ জন দিবস কর্ম সংস্থান সৃষ্টিসহ রাবার ড্যামের উজানে সংরক্ষিত পানিতে স্বল্প মেয়াদে মৎস্য চাষের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিটি রাবার ড্যামের ভবিষ্যৎ সুষ্ঠু সেচ ব্যবস্থা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সমবায় নীতিমালা অনুসারে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং পাবসস'কে এতদসম্পর্কীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নির্মিত রাবার ড্যামগুলির কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং মৎস্যজীবি ও কৃষকগণ এর সুফল পেতে শুরু করেছেন।

ভবনের প্রস্তাবিত নকশার বাহ্যিক কিছু দৃশ্য

প্রস্তাবিত ভবনের ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরীণ দৃশ্য

ভবনের প্রস্তাবিত নকশার বহ্যিক কিছু দৃশ্য

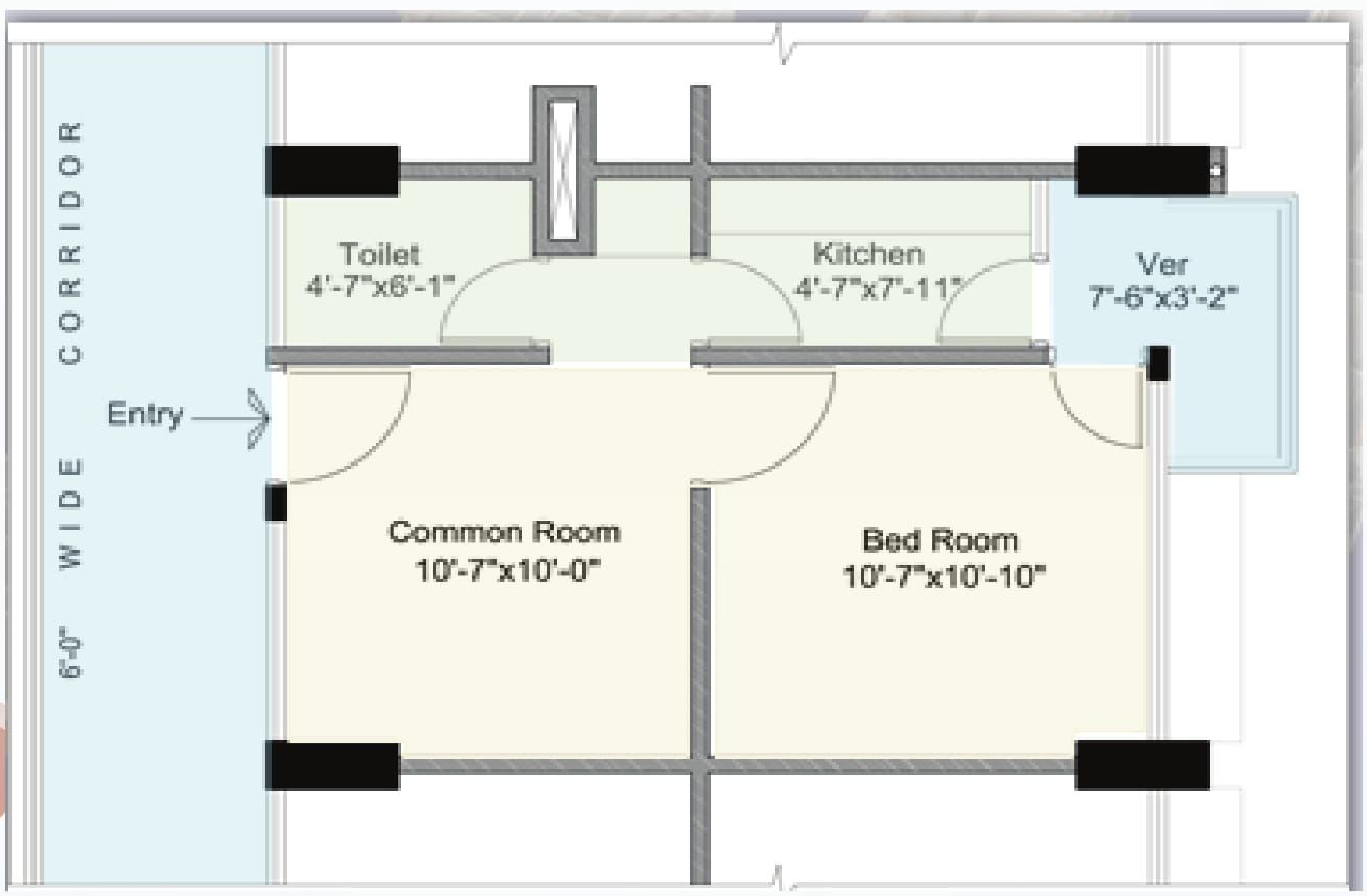

ভবনের প্রস্তাবিত ইউনিট প্ল্যান

প্রকল্প বাস্তবায়নে পদক্ষেপ

দয়াগঞ্জে ৫টি, ধলপুরে ৫টি ও সূত্রাপূরে ৩টি সর্বমোট ১৩টি ১০ তলা ভবন নির্মাণ করা হবে। বর্ণিত ভবনসমুহের নির্মাণ কাজ ৩টি প্যাকেজের মাধ্যমে (দয়াগঞ্জ প্যাকেজে ৫টি ভবন, ধলপুর প্যাকেজে ৫টি ভবন ও সূত্রাপূর প্যাকেজে ৩টি ভবন) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পে দয়াগঞ্জ, ধলপুর ও সূত্রাপুর কলোনীতে ৮টি পুরাতন ভবন ভেঙ্গে তদস্থলে ১৩টি নতুন ভবন নির্মাণ করা হবে। পুরাতন ভবনে প্রায় ৬৫০টি সুইপার ফ্যামিলি অবৈধভাবে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় বসবাস করছে। তাদের পুর্নবাসন কিংবা বিকল্প স্থানে স্থানান্তরের কোন প্রভিশন এই প্রকল্পে নেই। তাদের দ্রুত সরিয়ে ভবনসমূহ খালি করে এলজিইডির নিকট বুঝিয়ে দেয়ার জন্য প্রজেক্ট ষ্টিয়ারিং কমিটি ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে নির্দেশ দিয়েছেন। প্রকল্পের ষ্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত এবং বারবার তাগিদপত্র প্রদানের পর অদ্যাবধি সিটি কর্পোরেশন ১১টি ভবনের জায়গা খালি করে যথা ক্রমে গত ১লা মে ২০০১৫, ৩১শে ডিসেম্বর ২০১৫, ২৭শে আগষ্ট ২০১৬ এবং ৮ই এপ্রিল ২০১৭তারিখে এলজিইডিকে বুঝিয়ে দিয়েছে। ফলে ৩টি প্যাকেজে (দয়াগঞ্জে ৩টি, ধলপুরে ৫টি এবং সূত্রাপুরে ৩টি) সর্বমোট ১১টি নতুন ভবন নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। দয়াগঞ্জে ২টি ভবনের জায়গা খালি করে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এখনও এলজিইডিকে বুঝিয়ে দিতে পারে নাই।

প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা

দয়াগঞ্জ প্যাকেজের ২টি ভবনের ১০ তলা পর্যন্ত ঢালাই কাজ সমাপ্ত হয়েছে, ফিনিশিং কাজ চলমান। এই ২টি ভবন ডিসেম্বর/১৭ তে হস্তান্তর করা সম্ভব হবে। এই প্যাকেজের অপর ১টি ভবনের পাইল ঢালাই কাজ চলমান।

নির্মাণাধীন দয়াগঞ্জ ক্লিনার্স কলোনী ও নির্মাণাধীন ধলপুর ক্লিনার্স কলোনী

ধলপুর প্যাকেজে ২টি ভবনের ১০ তলা পর্যন্ত ঢালাই কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ফিনিশিং কাজ চলমান। এই ২টি ভবন ডিসেম্বর/১৭ তে হস্তান্তর করা সম্ভব হবে। এই প্যাকেজের অপর ৩টি ভবনের প্রিকাষ্ট পাইল কাস্টিং চলমান। সূত্রাপুর প্যাকেজে ৩টি ভবনের ২য় তলা পর্যন্ত ঢালাই কাজ হয়েছে। এই ৩টি ভবনের কাজ জুন/২০১৮ তে সমাপ্ত করা সম্ভব হবে। এ পর্যন্ত ১১টি নতুন ভবনে মোট ৯২৮টি ফ্ল্যাট নির্মাণ কাজ চলছে। দয়াগঞ্জ প্যাকেজে ২টি ভবনের সাইট না পাওয়ায় ২২০ টি ফ্ল্যাট নির্মাণ কাজ শুরু করা যায়নি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-২, ড.নমিতা হালদার, এনডিসি গত ১৬/০২/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে চলমান নির্মাণ কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব-২, ড.নমিতা হালদার, এনডিসি: বিগত ১৬/০২/২০১৭খ্রি: তারিখ প্রকল্প সাইট পরিদর্শন করেন

উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারনে উপকূলীয় শহরের জনজীবনে যে দূর্ভোগ সৃষ্টি হয় তা নিরশনকল্পে, বাংলাদেশ সরকার ও এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় সিটিইআইপি প্রকল্পের কার্যক্রম বরিশাল বিভাগের ৫টি জেলার মোট ৯টি উপকূলীয় শহর (আমতলী, গলাচিপা, পিরোজপুর, মঠবাড়িয়া, বরগুনা, কলাপাড়া, ভোলা, দৌলতখান এবং পটুয়াখালী) ও খুলনা বিভাগের ১টি জেলার ১টি শহর (বাগেরহাট) সহ মোট ১০টি উপকূলীয় শহরে বাস্তবায়িত হচ্ছে। উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্পের (সিটিইআইপি) মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য ও মিউনিসিপাল পরিচালন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ ও কমিউনিটি উন্নয়ন। ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের মধ্যে দুর্যোগকালীন সময়ের জন্য ঘুর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র এবং ঘুর্নিঝড় আর্শয়কেন্দ্রে যাতায়াতের জরুরী প্রবেশ সড়ক,গুরত্বপূর্ন সংযোগ সড়ক নির্মান,পানি নিষ্কাশনের জন্যে ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন, সেতু ও কালভার্ট, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অন্যতম। সামাজিক উন্নয়নের আওতায় দরিদ্র জনগণের দরিদ্রতা হ্রাসকরণ ও শহরবাসীর জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা এবং স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন সর্ম্পকে সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও পরিচালন সহযোগিতা কার্যক্রমসহ নানাবিধ কার্যক্রম প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

পিপিটিএ এর মাধ্যমে সংগঠিত সম্ভাব্য সমীক্ষার মাধ্যমে ব্যাচ-১ এর ৪টি শহর (আমতলী, গলাচিপা, মঠবাড়িয়া ও পিরোজপুর); ব্যাচ-২ এর ৪টি শহর (বরগুনা, ভোলা, দৌলতখান ও কলাপাড়া); এবং ব্যাচ-৩ এর ২টি শহর (পটুয়াখালী ও বাগেরহাট) নির্বাচন করা হয়। উল্লেখ্য যে ব্যাচ-৩ এর ২টি শহর (পটুয়াখালী ও বাগেরহাট) ইউসিসিআরটিএফ (UCCRTF) এর আওতায় ২০১৬-২০১৭ অর্থ বৎসরে অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।

প্রকল্পভুক্ত শহরগুলিকে “সমন্বিত নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচি (UGIAP)” এর কর্মসম্পাদন সূচকের সফল বাস্তবায়নের উপর ২টি ধাপে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ প্রদান করা হবে। শহরগুলিতে প্রকল্পে বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে ১ম ধাপে “সমন্বিত নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচি (UGIAP)” এর নির্ধারিত ৪টি মূল কর্মক্ষেত্রের অর্ন্তভুক্ত মোট ৯টি কার্যক্রমের আওতায় ১৭টি কর্মসম্পাদন সূচকের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে ১ম ধাপের বিনিয়োগ প্রাপ্ত হবে এবং

প্রশিক্ষণ কোর্সের ছবি

e-GP Training কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি মহোদয় প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে মূল্যবান বক্তব্য দিচ্ছেন।

QCT বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীদের DCP Test দেখানো হচ্ছে।

উন্নয়ন বাজেটভুক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে নিম্নবর্ণিত ২১টি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এলজিইডি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারী, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, চুক্তি বদ্ধ শ্রমিক সংঘ (এলসিএস), ঠিকাদার, উপকারভোগী ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

1. Barisal Division Rural Infrastructure Development Project (BDRIDP)
2. Climate Change Adaptation Project (CCAP)
3. Coastal Climate Resilient Infrastructure Project (CCRIP)
4. Char Development and Settlement Project-IV (CDSP-IV).
5. City Governance Project (CGP)
6. City Region Development Project (CRDP)
7. Coastal Towns Environmental Infrastructure Project (CTEIP)
8. Emergency 2007 Cyclone Recovery and Restoration Project (ECRRP)
9. Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (HFMLIP) LGED Part
10. Haor Infrastructure and livelihood Improvement Project (HILIP) including Climate Adaptation and Livelihood Protection (CALIP)
11. Multipurpose Disaster Shelter Project (MDSP)
12. Municipal Governance and Services Project (MGSP) through UM
13. Northern Bangladesh Integrated Development Project (NOBIDEP)
14. Participatory Small Scale Water Resources Sector Project (PSSWRSP)
15. Public Procurement Reform Project II (AF) Implemented by Procurement Unit
16. Rural Employment and Road Maintenance Programme-2 (RERMP-2)
17. Second Rural Transport Improvement Project (RTIP-II)
18. South Western Bangladesh Rural Development Project (SWBRDP)
19. Sustainable Rural Infrastructure Improvement Project (SRIIP).
20. Third Primary Education Development Program (PEDP-III)
21. Third Urban Governance and Infrastructure Improvement (Sector) Project (UGIIP-III)

নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন অর্জন

পরিচালন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অকাঠামো উন্নতিকরণ কর্মসূচি (UGIIP-III) আওতায় ৩১ (একত্রিশ) টি পৌরসভায় পরিচালন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য ''নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচী" (UGIAP) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়াও নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (NOBIDEP) প্রকল্পের আওতায় ১৮ (আঠার) টি পৌরসভায় এবং সিটি গভার্নেন্স প্রজেক্ট (CGP) আওতায় ৫ (পাঁচ) টি সিটি কর্পোরেশনে পরিচালন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য "নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচী" (UGIAP) গ্রহণ করা হয়েছে এবং MGSP এর আওতায় ৪টি সিটি কর্পোরেশন ও ২২টি পৌরসভায় UGIAP বাস্তবায়নের কাজ চলমান আছে। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন-২০০৯ অনুসরণে ৬ (ছয়) টি সুনিদিষ্ট কর্মক্ষেত্রে ২১ (একুশ) টি কর্মকান্ডের (Activities) মাধ্যমে ১১৬ (একশত ষোল) টি সুনির্দিষ্ট করণীয় (Task) নিয়ে ''নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচী" প্রণয়ন করা হয়েছে। পৌরসভা পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিসহ পৌরসভায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ UGIAP বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা দপ্তর থেকে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহের জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাধ্যমে UGIAP বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। নিম্নলিখিত ৬ (ছয়) টি সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কর্মতৎপরতা ও করণীয় নির্ধারণের মাধ্যমে নগর পরিচালন ও উন্নতিকরণ কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়। এ কর্মসুচির মাধ্যমে পৌরসভায় অণুসৃত নাগরিক সনদ, সিটিজেন রিপোর্ট কার্ড, (Mass) মাস্-কমিউনিকেশন সেল, অভিযোগ নিষ্পত্তি কেন্দ্র, ইত্যাদি পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়নে নব যুগের সুচনা করেছে।

১) নাগরিক সচেতনতা ও অংশগ্রহণ
২) নগর পরিকল্পনা
৩) নারী অংশগ্রহণ
৪) নগর দারিদ্র বিমোচন
৫) আর্থিক দায়বদ্ধতা ও স্থায়ীত্বশীলতা
৬) প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও ই-গভরন্যান্স

দক্ষতাবৃদ্ধি

পৌরসভায় কর্মরত জনবলসহ নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য বিশ্ব ব্যাংক ও এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত মিউনিসিপ্যাল সহায়তা ইউনিট (MSU) ও নগর ব্যবস্থাপনা সহায়তা ইউনিট (UMSU) এর মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় এবং বর্তমানে এর কলেবর বৃদ্ধি পেয়ে ১৪ টি অঞ্চলে ১৯২ টি পৌরসভা ও ৮ টি সিটি কর্পোরেশনে "মিউনিসিপ্যাল ক্যাপাসিটি বিল্ডিং" এর এ কার্যক্রম চালু আছে। তাছাড়া এমজিএসপি প্রকল্পের আওতায় আরো ১২৮টি পৌরসভায় এই কার্যক্রম চালু হয়েছে। সহজে, স্বল্প সময়ে উন্নত ও মানসম্পন্ন নাগরিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পৌরসভাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে গঠিত MSU-UMSU বর্তমানে এলজিইডি'র তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর (নগর ব্যবস্থাপনা) ও পরিচালক (MSU) এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। দেশের ১৪ টি অঞ্চলে নির্বাহী প্রকৌশলী সমমর্যাদার উপ-পরিচালকের তত্ত্বাবধানে ১৪ টি আঞ্চলিক অফিস রয়েছে, যার মাধ্যমে অঞ্চলসমূহের পৌরসভাসমূহকে দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। দক্ষতাবৃদ্ধির কার্যক্রমসমূহ

কম্পিউটারাইজেশন

(ক) পৌরকর শাখার কম্পিউটারায়ন ও পৌরকরের উন্নততর রেকর্ড ব্যবস্থাপনা;

(খ) পৌর পানি শাখার কম্পিউটারায়ন ও পানি শাখার উন্নততর রেকর্ড ব্যবস্থাপনা;

(গ) ট্রেড লাইসেন্স কম্পিউটারায়ন ও এর উন্নততর রেকর্ড ব্যবস্থাপনা;

(ঘ) হিসাব শাখার কম্পিউটারায়ন ও হিসাব শাখার উন্নততর প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ;

(ঙ)অযান্ত্রিক যানবাহনের ব্যবস্থাপনায় কম্পিউটারায়ন ও এর উন্নততর রেকর্ড ব্যবস্থাপনা (পাইলট ভিত্তিতে)।

পরিকল্পিত নগরায়ণে সহায়তা

(ক) ভৌত অবকাঠামো ডাটাবেইস্ প্রস্তুতকরণ;

(খ) পৌরসভার বেইজ ম্যাপ প্রণয়ন;

(গ) মাষ্টারপ্ল্যান সম্পর্কে ধারণা প্রদান;

(ঘ) সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান।

কমিউনিটি মবিলাইজেশন

পৌরসভা পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণের বিষয়ে গঠিত কার্যক্রমে সহায়তার জন্য শহর সমন্বয় কমিটি (TLCC), ওয়ার্ড কমিটি (WC), কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (CBO) (পাইলট ভিত্তিতে) গঠনের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করা হয়।

তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

এমআইএস, ওয়েব পোর্টাল এবং পৌরসভার তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে নাগরিক সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

নগর ব্যবস্থাপনা সাপোর্ট ইউনিট (UMSU)/*মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিট* (MSU) *কর্তৃক সম্পাদিত প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম ঃ*

নগর ব্যবস্থাপনা সাপোর্ট ইউনিট এর মাধ্যমে e-GP কার্যক্রমের ওপর ৯৩ জন পৌর প্রকৌশলী কে এবং BMDF ভূক্ত পৌরসভার ২৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে Financial Management এর ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০১৬-১৭ অর্থ বৎসরে ১৮১টি ব্যাচে ৪,২৭৮ জন পুরুষ ও ১,৪০৯ জন মহিলাসহ সর্বোমোট ৫,৬৮৭ জন পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারী, জন প্রতিনিধি ও স্টেক হোল্ডারদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিটের আওতায় বিভিন্ন নগর উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৭০০টি ব্যাচে ১১,৫০৮ জন পুরুষ ও ৭,৩০০ জন মহিলাসহ সর্বোমোট ১৮,৮০৮ জন এবং জুন/২০১৭ পর্যন্ত ৮৩,৯৯৯ জন পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারী, জন প্রতিনিধি ও স্টেক হোল্ডারদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া নগর ব্যবস্থাপনা সাপোর্ট ইউনিট (UMSU) এর সদর দপ্তর এবং ১৪ (চৌদ্দ) টি আঞ্চলিক অফিসের মাধ্যমে পৌরসভা পর্যায়ে চলমান কার্যক্রমের উপর সার্বক্ষনিক মনিটরিং করা হয়ে থাকে।

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে অবস্থিত এ টু আই প্রোগ্রামের সহিত সম্পৃক্ত কার্যক্রম

দেশের সকল পৌরসভায় পৌরসভার তথ্য ও সেবা কেন্দ্র (পিআইএসসি) এবং নগর তথ্য ও সেবা কেন্দ্র (টিআইএসসি) স্থাপন করার লক্ষ্যে UNDP এর আর্থিক সহায়তায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অবস্থিত এ টু আই কার্যক্রমে এলজিইডি'র নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিটের আওতায় গঠিত ১৪ (চৌদ্দ) টি আঞ্চলিক দপ্তরের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।

স্থানীয় সরকার বিভাগের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষন কার্যক্রম

স্থানীয় সরকার বিভাগের আর্থিক সহায়তায় পৌরসভাসমূহে দাপ্তরিক কর্মকান্ডে গতিশীল, নাগরিক সুযোগ সুবিধা ও সেবা সমূহকে স্বল্প সময়ে পৌছানো নিশ্চিত করণের নিমিত্তে পৌরসভা সমূহের মধ্যে WAN স্থাপন ও ডাটাবেজ তৈরি, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দক্ষতা উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা শক্তিশালী করণের লক্ষ্যে পৌরসভা এমআইএস সফটওয়্যার এবং ওয়েব পোর্টাল অপারেশন এর ওপর এলজিইডি'র ১০ (দশ) টি আঞ্চলিক দপ্তরের মাধ্যমে পৃথক ৩৪টি ব্যাচে ৩২৩টি পৌরসভার সচিব ও সংশ্লিষ্ট ২ (দুই) জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এমআইএস সফ্টওয়্যার এবং ওয়েব পোর্টাল অপারেশনের ওপর পৌরসভার মোট ৯১০ (নয়শত দশ) জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ৫৫৯ (পাঁচশত ঊনষাট) জন পৌর প্রকৌশলী (সিভিল)-দের পৌরসভার অবকাঠামো ও ডিজাইন ম্যানুয়ালের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এই ব্যবস্থাগুলি গ্রহণের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিভাগ আর্থিক সহায়তা করেছে। প্রশিক্ষণ ছাড়াও সরকারের উন্নয়ন সহায়তা থোক বরাদ্দ থেকে ৪৯.৭৮ কোটি টাকা ব্যায়ে ১৩১টি ড্রাম্পার ট্রাক ক্রয় করে ১৩০টি পৌরসভায় সরবরাহ করা হয়েছে এবং ৪৮.০০ কোটি টাকা ব্যায়ে ২০টি ভাইব্রেটরী রোড রোলার, ১০টি ব্যাকহো লোডার ও ১৫টি কম্প্যাক্ট এক্সাভেটর ক্রয় করা হয়েছে যা সিটি কর্পোরেশনসমূহে সরবরাহের প্রক্রিয়াধীন আছে।

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট

'জাতীয় পানি নীতি' অনুসরণে দেশের সার্বিক পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের একটি অন্যতম কার্যক্রম। পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও বাস্তবায়িত প্রকল্পে দীর্ঘমেয়াদী সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে এলজিইডি'র সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (আইডব্লিউআরএম) ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। পানি সম্পদ উন্নয়নে নীতি সংক্রান্ত, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা সমূহের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন এবং নতুন প্রকল্প প্রণয়নে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট এর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

পরিকল্পনা ও ডিজাইন সেকশন (আইডব্লিউআরএম)

স্থানীয় জনগণ কর্তৃক চিহ্নিত ও ইউনিয়ন পরিষদ থেকে প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পসমূহের প্রাক-বাছাই (Pre-Screening), মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ (Reconnaissance), অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা (PRA) এবং সম্ভাব্যতা যাচাই ও কারিগরি নক্সা প্রণয়ন (Feasibility Study and Detailed Design) করা হয়। এই সমস্ত কার্যক্রম যথাযথ ভাবে সম্পন্ন ও পরিবীক্ষণের সুবিধা জন্য সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটে একটি পরিকল্পনা ও ডিজাইন সেকশন আছে। স্থানীয় পানি সম্পদ ব্যবহারে সমস্যা চিহ্নিত করে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট এর পরিকল্পনা ও ডিজাইন সেকশন এলজিইডি'র ক্ষুদাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন উপ-প্রকল্প গ্রহন করে যাচ্ছে।

উপ-প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় স্থানীয় জনগণ কর্তৃক চিহ্নিত ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রস্তাবিত সর্বোচ্চ ১,০০০ হেক্টর বিস্তৃত আবাদি এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা, পানি নিষ্কাশন, পানি সংরক্ষণ ও ভূপরিস্থ পানি দিয়ে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে উপ-প্রকল্প নির্মাণ করা হয়ে থাকে। স্থানীয় জনগণ কর্তৃক চিহ্নিত ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রতিটি উপ-প্রকল্পের প্রস্তাব গৃহীত এবং প্রাক-সম্ভব্যতা যাচাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর উপকারভোগীদের অংশগ্রহণে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি গঠন ও উপ-প্রকল্প অবকাঠামোর নক্সা অনুমোদন করা হয়। অনুমোদিত নক্সা অনুযায়ী প্রতিটি উপ-প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পর উপকারভোগীদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি ও এলজিইডি যৌথভাবে কাজ সমাপ্তির পর এক বছর পর্যন্ত উপ-প্রকল্প পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে। এরপর উপ-প্রকল্পে নির্মিত সকল অবকাঠামোর ব্যবহারিক মালিকানা একটি লীজচুক্তি করে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির কাছে হস্তান্তর করা হয়। ত্রিপক্ষীয় চুক্তি অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়নের জন্য পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি, এলজিইডি এবং ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যাতে সকল পক্ষেরই ভূমিকা নির্ধারিত করা আছে। পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি উপ-প্রকল্পের পানি সম্পদ অবকাঠামোসমূহের টেকসই পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেয়।

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট প্রতিটি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিকে উপ-প্রকল্পে নির্মিত অবকাঠামো সমূহের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কৌশল প্রণয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণে সহায়তা প্রদান করে। সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট এর ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস) শাখা পরিকল্পনা, ডিজাইন, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষন প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করে। পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির মাধ্যমে এই সমস্ত তথ্য এলজিইডির সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী'র কার্যালয় সংগ্রহ করে এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা পর নির্বাহী প্রকৌশলীর মাধ্যমে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের এমআইএস সফটওয়ারের মাধ্যমে অনলাইনে ডাটা প্রেরণ করেন।

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পসমূহ

এলজিইডি এ পর্যন্ত "ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প" ও "দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প" এবং বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প এর আওতায় ৮২২টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ ছাড়াও "অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প" এর আওতায় পর্যায়ক্রমে ২৬৫টি নূতন উপ-প্রকল্প এবং ১ম ও ২য় পর্যায়ের ১৫০টি উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাস্তবায়ন কাজ চলমান আছে।

আইডব্লিউআরএম এর আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে গৃহীত কার্যক্রমের বিবরণ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা		২০১৫-১৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি
		স্কীম/উপ-প্রকল্পের সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থ (লক্ষ টাকায়)	উপ-প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয়িত অর্থ (লক্ষ টাকায়)	
১	অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প	৪১৩	৮০৫২১.০০	৬৪	১৫৭৭৭.৫৫	৯৯.৮৬%
২	খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প	১৫	২৭৭৪০.৫৫	৪	১৬০৭.০৬	৯৯%
৩	রাজস্ব বাজেটের আওতায় সেচ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম	৪৭২	১৮০০.০০	৩৩০	১৭৫০.০০	৯৭.২২%
৪	এইচআইএলআইপি		১০৭৬৩২.০০		১৪০৩১.৯৩	৯৯.৮৭%
৫	এইচএফএমএলআইপি		৮৮০০০.৬৪		৯৯৪০.০০	৯৯.৪%

অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পটি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, ইফাদ ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির সার্বিক লক্ষ্য হচ্ছে পানির সুষ্ঠু ব্যবহারের করে টেকসই কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারের দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কাজে সহায়তা করা। দরিদ্র্য জনগোষ্ঠিকে বিশেষ বিবেচনায় নিয়ে উপ-প্রকল্প এলাকার সকল শ্রেণী ও পেশার জনগণের দ্বারা পরিচালিত একটি টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রচলন করা এ প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য। জানুয়ারী ২০১০ হতে শুরু হয়ে জুন-২০১৭ পর্যন্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত ছিলো। পরবর্তীতে জুন-২০১৮ পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রকল্পের মাধ্যমে ২৬৫ টি নতুন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পে বাস্তবায়িত ৫৮০টি উপ-প্রকল্পের মধ্যে হতে ১৪৮টি উপ-প্রকল্পের কার্যকারীতা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা নিয়ে প্রকল্পটির কাজ শুরু হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ২,২০,০০০ হেক্টর জমিতে দানাদার শস্যের উৎপাদন ২,৮৭,২৪০ টন হতে বৃদ্ধি পেয়ে ৩,৬৩,২৭৮ টন এবং অদানাদার শস্যের উৎপাদন ১,৩৯,৮০৬ টন হতে বৃদ্ধি পেয়ে ১,৭৯,২৭৯ টন হবে এবং ২,৮০,০০০ টি পরিবার উপকার পাবে।

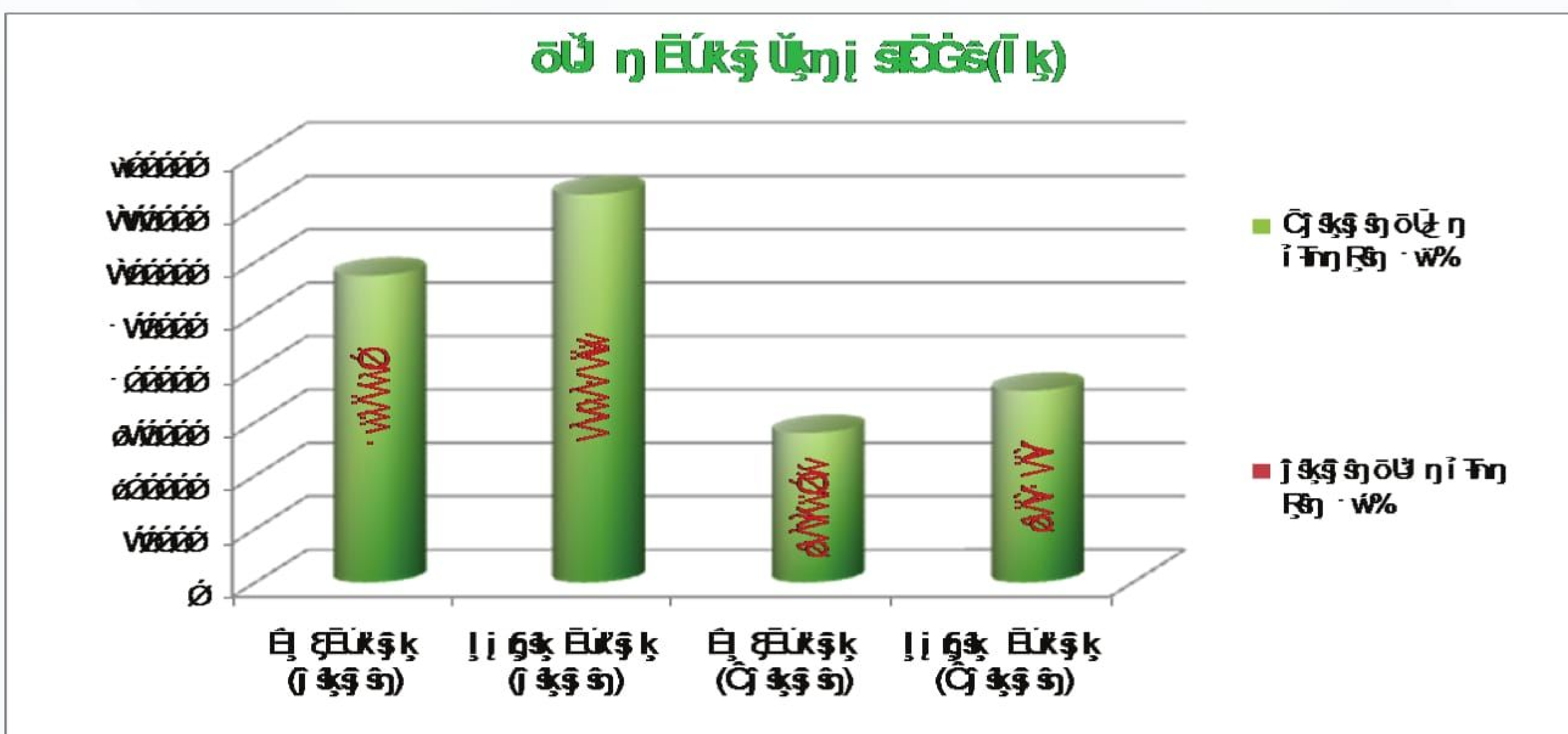

২০১৬-১৭ইং অর্থ বছরে ১৬১টি নতুন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বাকী ১০৪ টি ইতিমধ্যে ১০০% সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত ২৬৫ এর মধ্যে ১৬১টি উপ-প্রকল্পের ভৌত কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে মোট ৮৪টি নতুন উপ-প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৭৭টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি উপাংগের আওতায় একই বছরে গৃহিত ৫৩টি উপ-প্রকল্পের মধ্যে ৪১টি উপ-প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বাকী ১২টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। উপ-প্রকল্প এলাকার দরিদ্র্য এবং দুঃস্থ নারী ও পুরুষের সমন্বয়ে ২,৭৪৭ টি এলসিএস দল গঠন করা হয়েছে। এ সকল উপ-প্রকল্পের মাটির কাজে ২২,৮৯১ জন নারী এবং ৪৫,৭৪৪জন পুরুষ চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক অংশগ্রহণ করেছেন। পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) সদস্য ও প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সরকারের বিভিন্ন বিভাগে প্রশিক্ষণের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ৫৫৯টি প্রশিক্ষণ ইভেন্ট ১২,০৭৪জন পুরুষ এবং ৬,৯৬৭জন নারী অংশগ্রহণ করেন। এর ফলে ৫০,৭৩৭জন দিবসের সৃষ্টি হয়েছে।

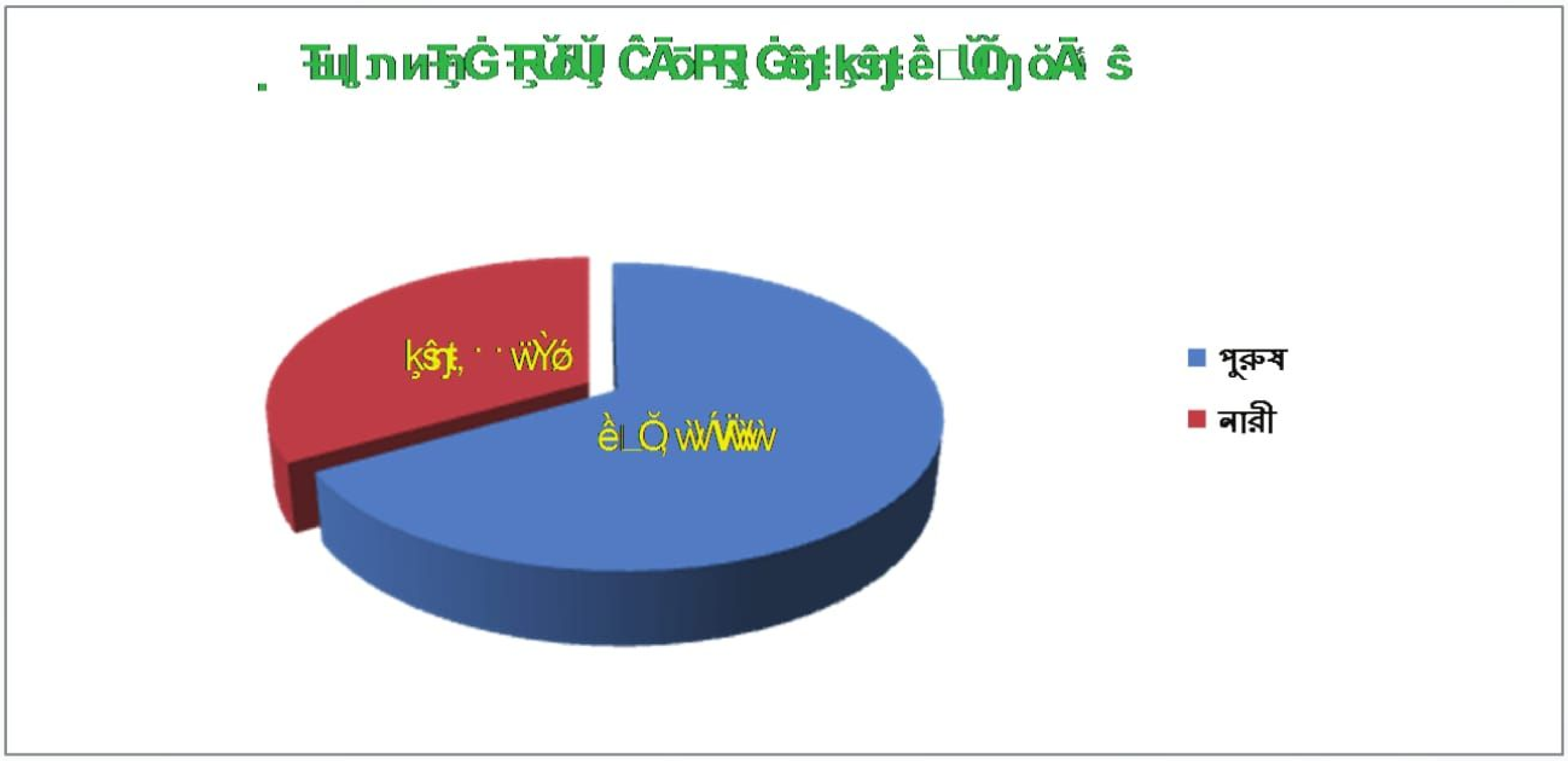

দেশের বিভিন্ন জেলা হতে প্রাপ্ত উপ-প্রকল্প প্রস্তাবের মধ্যে থেকে এ পর্যন্ত মোট ৩৪১টি প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের পিআরএ ২৯০টি উপ-প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই এবং ২৯০টি উপ-প্রকল্পের নকশা প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্যাদি

ক্রমিক নং	কাজের নাম	পরিমাণ
১	বাঁধ নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ(কিঃমিঃ)	২৫.১০কিঃমিঃ
২	পানি নিয়ন্ত্রনক অবকাঠামো নির্মাণ (সংখ্যা)	২৩১টি
৩	সেচ এলাকা (হেক্টর)	২৭,২৯৬ হেক্টর
৪	উপকারভোগী এলাকা (হেক্টর)	৬৮,৭৫০ হেক্টর
৫	খাল পুনঃখনন (কিঃমিঃ)	৭৩২.৫০কিঃমিঃ
৬	সমাপ্তকৃত উপ-প্রকল্প সংখ্যা	১২৫টি

অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে এডিবি-ইফাদ এর যৌথ লোন রিভিউ মিশন গত ১৭-২৯ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা, ঝালকাঠি, বাগেরহাট জেলার ০৯টি উপ-প্রকল্প পরিদর্শন করে। পরিদর্শনকালে মিশন মাঠপর্যায়ে উপ-প্রকল্পের অবকাঠামো নির্মাণ কাজের গুনগতমান পরীক্ষা করে দেখে এবং পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির কার্যক্রম পরিচালিত রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে মতবিনিময় করে। এরপর মিশন প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিসে প্রকল্পের কর্মকর্তা ও পরামর্শকবৃন্দের সাথে ভৌত কাজের অগ্রগতি, তহবিল ছাড়করণ, পূনঃভরণ, কার্যাদেশ প্রদান, অন্যান্য বিষয়পর্যালোচনা করেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন।মিশন এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়কে উপ-প্রকল্প পরিদর্শনের বিষয়ে অবহিত করেন। এছাড়াও মিশন কৃষি, মৎস্য, সমবায় অধিদপ্তরের প্রধানগণের সাথে সাক্ষাত করেন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পাবসস এর দক্ষতা বৃদ্ধি ও দারিদ্রতা বিমোচনে তাদের সহযোগিতা কামনা করেন।

এলজিইডি'র অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের আওতায় গত ২৯ জুলাই ২০১৬ ফরিদপুর জেলার এলজিইডি অডিটরিয়ামে জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রম 'নকশী কাঁথা বুনন' কৌশল শীর্ষক কর্মশালা/প্রশিক্ষনের উদ্বোধন করেন স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি

এলজিইডি'র অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের আওতায় গত ২৯ নভেম্বর ২০১৬বাগেরহাট জেলার কচুয়া উপজেলার টেংরাখালী-চরটেংরাখালী উপ-প্রকল্প হস্তান্তর ও অফিসঘর (ও এন্ডএম শেড) উদ্বোধন। উদ্বোধন করেন- আলহাজ্ব এড. মীর শওকত আলী বাদশা, মাননীয় সংসদ সদস্য বাগেরহাট-২ ।উপস্থিত ছিলেনজনাব মোঃ সহিদুল হক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রক্ষণাবেক্ষণ, এলজিইডি, শেখ মোহাঃ নূরুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক, পঙ্কজ চন্দ্র রায়, জেলা পুলিশ সুপার এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও জনাব তপন কুমার বিশ্বাস, জেলা প্রশাসক, বাগেরহাট।

খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প

বাংলাদেশ অতি মাত্রায় গ্রামীণ। তাই দেশের সার্বিক উন্নয়ন পল্লি এলাকায় তথা গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশে বর্ষা-মৌসুমে দেশের নদী নালায় প্রবাহিত জলরাশির পরিমাণ ৫০.০০ লক্ষ কিউসেক হলেও শুস্ক মৌসুমে ইহা মাত্র ২.৫০ লক্ষ কিউসেক। শুস্ক মৌসুমের পানি প্রবাহ বর্ষা-মৌসুমের প্রবাহের মাত্র পাঁচ শতাংশ, ফলে দেশে বর্ষা-মৌসুমে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি থাকলেও শুস্ক মৌসুমে পানির দারুণ স্বল্পতা দেখা দেয়। বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সেচ এলাকার প্রসার ঘটানো এবং সে উদ্দেশ্যে ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বাংলাদেশে কৃত্রিম জলাধার তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় পাহাড়ী এলাকা ও নিমর্জিত করে ফেলার মত যথেষ্ট ভূমি নাই। এখানে নদ-নদী চ্যানেলেই পানি সংরক্ষণ করতে হবে। এ অবস্থায় বর্ষা পরবর্তী মৌসুমে পানি সংরক্ষণের জন্য রাবার ড্যাম প্রযুক্তি অত্যন্ত লাগসই। বংলাদেশে লাগসই ও ব্যয় সাশ্রয়ী পানি সংরক্ষণ পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রচেস্টা হিসাবে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর চাইনিজ প্রযুক্তিতে ১৯৯৫-১৯৯৬ইং অর্থ বছরে খাল খনন কর্মসূচীর আওতায় কক্সবাজার জেলার বাঁকখালী নদী ও ঈদগাঁও খালে এবং ১৯৯৭-১৯৯৮ইং অর্থ বছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের (জিওবি) অর্থায়নে শেরপুর জেলার ভোগাই নদীতে পাইলট ভিত্তিতে ৩টি রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হয়। পাইলট রাবার ড্যাম ৩টি শুস্ক মৌসুমে পানি সংরক্ষণে কার্যকর ভূমিকা রাখায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে এলজিইডি দশটি রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় জুলাই/ ১৯৯৯ইং থেকে জুন/২০০৮ইং মেয়াদে ১১টি জেলায় ছোট ও বড় ১৪টি রাবার ড্যাম নির্মাণ করে। নির্মিত প্রতিটি রাবার ড্যাম শুস্ক মৌসুমে বাড়তি ফসল উৎপাদন করে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখায় দিন দিন জনগণ তথা জনপ্রতিনিধির কাছে রাবার ড্যাম একটি আকর্ষনীয় প্রকল্প হিসাবে নন্দিত হয়ে উঠে এবং রাবার ড্যাম নির্মাণের চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলশ্রুতিতে জনগণের চাহিদা পুরণে পুনরায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে জুলাই/ ২০০৯ইং থেকে জুন/ ২০১৬ইং মেয়াদে ১১টি জেলাতে ১৫টি নতুন রাবার ড্যাম নির্মাণের লক্ষ্যে "খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ শীর্ষক" প্রকল্পটি গৃহীত হয়। পরবর্তীতে উক্ত প্রকল্প সংশোধন করে জুন/ ২০১৭ইং মেয়াদে পূর্বে নির্মিত পুরাতন রাবার ড্যামের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে অব্যহত রাখার লক্ষ্যে ১০টি রাবার ড্যাম অবকাঠামো মেরামত ও ৬টি মেয়াদত্তীর্ণ রাবার ব্যাগ পরিবর্তনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। জুন/ ২০১৭ইং প্রকল্পের মেয়াদ সমাপ্ত হয়েছে। গৃহীত ১০টি পুরাতন রাবার ড্যাম অবকাঠামো মেরামত ও ৫টি মেয়াদউত্তীর্ণ রাবার ব্যাগ পরিবর্তনের কাজ সহ বিগত অর্থ বছরে কুড়িগ্রাম জেলার জিঞ্জিরা নদী ও নওগাঁ জেলার আত্রাই নদী রাবার ড্যাম সহ ১৫টি রাবার ড্যাম যথাক্রমে ঃ চট্টগ্রাম জেলার হালদা নদী, দিনাজপুর জেলার আত্রাই নদী, নওগাঁ জেলার আত্রাই নদী, কুড়িগ্রাম জেলার জিঞ্জিরাম নদী, বান্দরবান জেলার শীলক খাল, দিনাজপুর জেলার টাংগন নদী, খাগড়াছড়ি জেলার চেঙ্গি নদী, মৌলভীবাজার জেলার লংলা নদী, লালমনিরহাট জেলার শানীয়াজান নদী, ঠাকুরগাঁও জেলার টাংগন নদী, লালমনিরহাট জেলার ধরলা নদী, দিনাজপুর জেলার পূর্ণভবা নদী, শেরপুর জেলার ভোগাই নদী, সুনামগঞ্জ জেলার ঘাঘটিয়া খাল ও সুনামগঞ্জ জেলার গজারিয়া খাল রাবার ড্যামের নির্মাণ কাজ পুর্নাঙ্গ ভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

ভোগাই নদী রাবার ড্যাম, নকলা, শেরপুর।

১৫টি রাবার ড্যাম নির্মাণের ফলে ২২,৮৭৫ হেক্টর জমি চাষের আওতায় আসবে, প্রতি বছর প্রায় ১,৪৫,২৫০ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপাদন হবে, ২,৫৭,৫০০ জন দিবস কর্ম সংস্থান সৃষ্টিসহ রাবার ড্যামের উজানে সংরক্ষিত পানিতে স্বল্প মেয়াদে মৎস্য চাষের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিটি রাবার ড্যামের ভবিষ্যৎ সুষ্ঠু সেচ ব্যবস্থা পরিচালনাও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সমবায় নীতিমালা অনুসারে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) এর সাথে চুক্তি সম্পাদন করে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং পাবসস'কে এতদসম্পর্কীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নির্মিত রাবার ড্যামগুলির কার্যক্রম শুরু হয়েছে এবং মৎস্য জীবি ও কৃষকগণ এর সুফল পেতে শুরু করেছেন।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কর্মকান্ড সম্পর্কিত তথ্য

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	পরিমাণ
১	সমাপ্তকৃত উপ-প্রকল্প (সংখ্যা)	২টি
২	রাবার ব্যাগ পরিবর্তন	২টি সমাপ্ত
৩	রাবার ড্যাম মেরামত	৭টি সমাপ্ত
৪	বাঁধ নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ (কিঃমিঃ)	১৪.৫৭ (কিঃমিঃ)
৫	পানি নিয়ন্ত্রক অবকাঠামো নির্মাণ (সংখ্যা)	১টি
৬	ইরিগেশন ইনলেট-আউটলেট/ ইউ-ড্রেন নির্মাণ (মিঃ)	৩১৫
৭	উপকারভোগী এলাকা উন্নয়ন (হেক্টর)	৩,৫০০ হেক্টর (প্রায়)

মোহনপুর ব্রীজের নিকট আত্রাই নদী রাবার ড্যাম, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর

রাজস্ব বাজেটের আওতায় সেচ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম

এলজিইডি "ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প" (প্রথম পর্যায়) এবং "দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প" এর আওতায় এ পর্যন্ত ৮৩৩ টি উপ-প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট উপ-প্রকল্পের পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির (পাবসস) নিকট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তে হস্তান্তর করা হয়েছে। পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি উপকারভোগী সদস্যদের নিকট হতে মাসিক সঞ্চয়সহ অন্যান্য উৎস হতে তহবিল সংগ্রহ এবং স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে উপ-প্রকল্পের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। উপ-প্রকল্পের জরুরী বা বড় ধরণের রক্ষণাবেক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য এলজিইডি'র সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের মাধ্যমে প্রতি বছর সেচ অবকাঠামো খাতে জরুরী রক্ষণাবেক্ষণের আওতায় পাবসসের চাহিদার প্রেক্ষিতে রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ পাবসসকে অর্থ সহায়তা দেয়া হয়। নিচের সারনিতে এ সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রদর্শিত হয়েছে:

রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্পের বিবরন

জেলার সংখ্যা	উপ-প্রকল্পের সংখ্যা	মোট স্কীমের সংখ্যা	জেলা হতে প্রস্তাবিত চাহিদা (লক্ষ টাকা)	বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমান (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
৫০	৩৩০	৪৭২	৫১১৮.৫৫	১৮০০.০০	

জাইকা'র কারিগরী সহায়তা প্রকল্প

এলজিইডি'র আওতায় জাইকা'র আর্থিক সহায়তায় "Capacity Development Project for Participatory Water Resources Management through Integrated Rural Development" শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের কাজ ২০১২ সালের অক্টোবর মাস হতে চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির ব্যয় ৫,৬৮৫.০০ লক্ষ টাকা যার মধ্যে জাইকার অনুদান হিসাবে ৫,০৩০.০০ লক্ষ টাকা এবং জিওবি খাত হইতে ৩১৫.০০ লক্ষ টাকা সিডি ভ্যাট হিসাবে ও ৩৪০.০০ লক্ষ টাকা Kind expenditure হিসাবে ব্যয় নির্ধারণ করা আছে। ইতোমধ্যে এই প্রকল্পের বেশকিছু লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কাজ চলমান রয়েছে যেখানে ০৪ জন দীর্ঘমেয়াদী জাপানীজ পরামর্শক এবং প্রয়োজন মোতাবেক বিভিন্ন মেয়াদে স্বল্প মেয়াদী জাপানীজ পরামর্শক ও স্থানীয় পরামর্শক কাজ করছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে পানি সম্প সেক্টরের উপ-প্রকল্প গ্রহণ প্রক্রিয়া সহজীকরণ প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। IWRM ইউনিটের MIS Database Software ব্যবহারের মাধ্যমে Database হালনাগাতসহ পানি পুরস্কার ও পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পন করা হয়। বর্তমানে এই Software আরও অধিক উপযোগীকরণের কাজ চলমান আছে। পাইলট প্রকল্প হিসাবে ৩টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন লক্ষ্যে নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পথে এবং একটি সম্পাদিত উপ-প্রকল্পের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা অর্জনের উদ্দেশ্যে স্থানীয় অংশীদারদের জন্য প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রস্তুত করা হয়েছে এবং বিভিন্ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্পের মাধ্যমে পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন গাইড লাইন ও ম্যানুয়াল প্রস্তুত ও হালনাগাতের কাজ চলমান আছে। এ প্রকল্পের ৭ম JCC সভায় নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা সফলভাবে অর্জন নিশ্চিতের জন্য আগামী মে-২০১৮ পর্যন্ত বৃদ্ধিও প্রস্তাব গৃহীত হয়।

JCC সভায় সভাপতিত্ব করেন এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী, জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী

প্রশিক্ষণ ইউনিট

প্রশিক্ষণ

এলজিইডি'র সূচনালগ্ন থেকে প্রশিক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। প্রতি বছর এলজিইডি'র কর্মকর্তা, কর্মচারী, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মেয়র/চেয়ারম্যান, কাউন্সিলর/প্রতিনিধি, প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্মচারী, প্রকল্প/উপ-প্রকল্পের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক সংঘ (LCS) এবং ঠিকাদারদেরকে প্রশিক্ষণ কোর্সে অন্তর্ভুক্ত করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। এ সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে সদর দপ্তর পর্যায়ে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ইউনিট ও ১৪ টি অঞ্চলে অবস্থিত আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। এছাড়া বেশ কিছু সংখ্যক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যেমন Bangladesh Academy for Rural Development (BARD), Engineering Staff College of Bangladesh (ESCB), Cooperative Zonal Institute (CZI), Technical Training Centre (TTC), BPATC, RPATC ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেও উল্লেখ্যযোগ্য সংখ্যক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

২০১৬-১৭ অর্থবছরে রাজস্ব ও উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নে সর্বমোট ৩৫৯১.৯৩ লক্ষ টাকার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। তন্মধ্যে রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২৬০ লক্ষ টাকার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয় এবং ২১টি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় মোট ৩৩৩১.৯৪ লক্ষ টাকার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। রাজস্ব বরাদ্দ ও উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নে সর্বমোট ১,৯৬,২২৭ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং এতে ৯,৪০,২০১ প্রশিক্ষণ-দিবস অর্জিত হয়। অংশগ্রহণকারী মোট প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ৮০,৮৩৭ জন পুরুষ এবং ১,১৫,৩৯০ জন মহিলা।

রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

২০১৬-১৭ অর্থ বছরের রাজস্ব বরাদ্দের আওতায় ৪১টি কোর্স ১৫৫টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। এসব প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে মূলতঃ এলজিইডি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। রাজস্ব বাজেটে মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৪,৯০৩ জন এবং প্রশিক্ষণ-দিবস ১২,৬৫৭। মোট প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্য ৪,৭৪৫ জন পুরুষ ও ১৫৮ জন মহিলা এবং এতে এলজিইডি কর্মকর্তার সংখ্যা ৪,১৩১ জন এবং কর্মচারীর সখ্যা ৭৭২ জন। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে রাজস্ব বরাদ্দের আওতায় বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য প্রশিক্ষণ কোর্স সমূহ নিম্নরূপঃ

1. Training of Trainers (TOT) Course
2. Training on Bridge Construction Management (Pre-stressed)
3. Training of Trainers (TOT) on E-Module Code of Conduct BZ¨vw`|
4. Training on Bridge Planning and Construction Management (Hydro-Morphology)
5. Training of Trainers (TOT) for Basic Construction Practice and Quality Control (CPQC) and Office Management
6. Training on Quality Control (Sub-Soil Investingation-QCT-6)
7. Training on on LGED Activities for Newly Appointed Engineers
8. Training on Gender and Development (GAD)
9. Training on ACR Writing Including Office Management
10. Training on Quality Control 1 (Compaction of Soil, Aggregate & Their test.)
11. Training on Quality Control 2 (Bitumen, Cement, Concrete)
12. Training on Quality Control 6 (sub-soil Investigation)
13. Training on Quality Control Test and Laboratory Management (Phase-I)
14. Training on Financial Management including financial rules, Accounts and Audit for UE, UAE

15. Training on Financial Management including financial rules, Accounts and Audit for Accountant, Account Assistant
16. Training on Audit Management for UE, UAE
17. Training on Audit Management for Accountant, Account Assistant
18. Training on Concrete Mix Design
19. Training on Basic Construction practice and Quality Control (Road/Bridge/ Building) for Work Assistant
20. Training on Supervision Infrastructure Construction (SIC) for SAE
21. Training on Plumbing and Electrical works for Electricians
22. Training on Electrical Works in Building including ICT Utilities for UAE, AE
23. Training on e-GP (3 days Basis) for LGED Officials
24. Training on e-Filing (2 days Basis) for LGED Officials
25. Training on e-Filing (1 day Basis)
26. Training on Basic Computer (BCT/ICT) for Office Assistant, Account Assistant
27. On Job Training (OJT-R) on Roads (WMM/WBM)
28. On Job Training (OJT) on Load Test
29. On Job Training (OJT) on Roughness Survey
30. On Job Training (OJT) on Bridge works (sub soil boring and casting, scaffolding, pre stress etc)
31. On Job Training (OJT) on SPT (OJT-SPT)
32. Training on Maintenance Planning and Management
33. Training on E-Module Code of Ethics
34. Training on Contract Management
35. Training of Trainers (TOT) on E-Module Roll Out
36. Training on Development, Guidelines and Checklist on Internal Audit
37. Training on Internal Audit for Sr. AE, AE, AO, Accountant
38. Training on Internal Audit Techniques and Methods/System/guidelines for Sr. AE, AE, AO, Accountant
39. Training on Risk Management for XEN, Sr. AE, AE
40. Training on Risk assessment and Management System for XEN, Sr. AE, AE
41. Training on Contract Management Manual for works

Laboratory তে Bitumen Extraction Test করা হচ্ছে।

Laboratory তে Cement Test করার জন্য Mortar প্রস্তুত করা হচ্ছে।

জেলা/আঞ্চলিক ল্যাবরেটরীতে সম্পাদনযোগ্য পরীক্ষার অতিরিক্ত কিছু বিশেষ পরীক্ষা এলজিইডি'র কেন্দ্রীয় মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীতে সম্পাদন করা হয়ে থাকে যা নিম্নরূপঃ

1. Marshall Mixed Design.
2. Stability Determination of Bituminous Sample.
3. Extraction of Bitumen.
4. Ductility Test of Bitumen.
5. Sub-Soil Investigation using Rotary Hydraulic Drilling Rig.
6. Unconfined Compression Test of Soil.
7. Consolidation test of Soil.
8. Direct Shear Test of Soil.
9. Cone Penitration Test (CPT).
10. Tensile strength & Elongation Test of reinforcement

এছাড়া বিভিন্ন Load Devices এর Calibration করার ব্যবস্থাও রয়েছে।

মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীসমূহে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সংগৃহীত যন্ত্রপাতি

২০১৬-১৭ অর্থবছরে এলজিইডি'র কেন্দ্রীয় মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী ও জেলা পর্যায়ে ল্যাবরেটরীগুলির বর্তমান মজুদের সংযোজন হিসাবে সরকারের রাজস্ব খাত থেকে ১৪৯.৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নিচে বর্ণিত যন্ত্রপাতিসমূহ কেনা হয়।

1	Cement Morter Mixer	10	Electric Oven
2	Cylinder Mould	11	Brick Cutter Machine
3	Bitumen Extractor	12	Bentonite Slurry Test Kit Box
4	CBR Machine	13	Rebound Hammer
5	SPT Accessories	14	Bitunen Flash & Fire Point Tester
6	Electronic Balance	15	Bitumen Penetration Tester
7	Testing Materials	16	Bitumen Softening Point Tester
8	Dial Thermometer	17	Concrete Mini Mixture Machine
9	DCP		

মান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

- এলজিইডিতে কর্মরত প্রকৌশলীগণকে Central Quality Control Unit এর প্রকৌশলীগণ মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকেন। ২০১৬-১৭ অর্থবৎসরে সদর দপ্তরে ১১ টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ২৬২জন এবং মাঠ পর্যায়ে ৪৮ টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ১৩৩০ জন প্রকৌশলীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থায়নে এলজিইডি ও পৌরসভার প্রকৌশলীদের মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

ল্যাবরেটরী পরীক্ষা সংক্রান্ত সরকারী ফি আদায় সংক্রান্ত মনিটরিং

কেন্দ্রীয় মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী ও জেলা মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীতে বিভিন্ন মালামালসমূহ নিয়মিত ল্যাবরেটরী পরীক্ষা করে ফি বাবদ প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়। নিয়মিত মনিটরিং ও ল্যাবরেটরী ফি বাবদ সরকারী কোষাগারে জমাকৃত অর্থের হিসাব প্রতি বছরই এলজিইডি'র বার্ষিক পর্যালোচনা সভায় পেশ করা হয়ে থাকে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে টেস্প ফি বাবদ সমগ্র বাংলাদেশ হতে মোট ১১৫.৭৮ কোটি টাকা আয় হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা ইউনিট

দেশের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিদ্যমান দারিদ্র্যতাকে ক্রমান্বয়ে হ্রাসপূর্বক ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত করার দূরদৃষ্টি নিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 'ভিশন ২০২১' প্রণয়ন করেছেন। এই 'ভিশন'-এ সফলতা অর্জনের চাবিকাঠি হিসাবে অন্যান্যের মধ্যে শিক্ষা খাতকে একটি মৌলিক প্রয়োজন হিসাবে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। অধিক সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায়, শিক্ষার প্রাঙ্গণকে প্রকৃতই উন্নত করার ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা একটি শক্তিশালী ভিত্তি। এ কারনেই প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কার্যক্রমকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় তাদের একটি অগ্রাধিকার কর্মকান্ড হিসাবে চিহ্নিত করেছে। বহু-উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও জিওবি এর অর্থায়নে তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি নামের এই কার্যক্রম বর্তমানে তৃতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে, যার সংক্ষিপ্ত নামকরণ PEDP-3। শ্রেণী নির্বিশেষে সকল প্রাইমারী বিদ্যালয়গামী বয়সের শিশুদেরকে গুণগত মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের দিকে এই কর্মসূচির দৃষ্টি সরাসরি নিবদ্ধ। এই কর্মসূচি ও অন্যান্য প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে 'প্রয়োজন ভিত্তিক অবকাঠামো নির্মাণ' একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাঙ্গ, যার আওতায় চর-দ্বীপাঞ্চল, হাওর প্রকল্পকে, চা-বাগানসহ সকল দুর্গম এবং শিক্ষায় অনগ্রসর এলাকাসহ বাংলাদেশের সকল অঞ্চলে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় এলজিইডি অদ্যাবধি বিদেশী সহায়তাপুষ্ট ২১টি ও 'জিওবি' অর্থায়নে ৭টি অর্থাৎ মোট ২৮টি প্রকল্প/কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে সমাপ্ত করেছে। বর্তমানে বিদেশী অর্থায়নে ২টি ও জিওবি অর্থায়নে ৪টি অর্থাৎ মোট ৬টি প্রকল্প এবং রাজস্ব অর্থায়নে প্রাথমিক বিদ্যালয় রক্ষনাবেক্ষন ও মেরামত কাজ চলমান আছে। পূর্বে দোতালা ভিত্তি ভবন নির্মাণ করা হলেও বর্তমানে গ্রামীণ এলাকায় চাহিদা ভিত্তিক কমপক্ষে দোতলা ও শহর এলাকায় ছ'তলা ভিত্তি ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে।

বর্তমানে এলজিইডি দেশের প্রকৌশলীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সর্ববৃহৎ। প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ বা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের (ডিপিই) সঙ্গে ১৯৯০ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানটির সংযোগ রয়েছে এবং বর্তমানেও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে "তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি"-র অন্যান্য উপাঙ্গের মধ্যে 'চাহিদা ভিত্তিক অবকাঠামো নির্মাণ' উপাঙ্গের সকল ভৌত কর্মকান্ডের বাস্তবায়নের দায়িত্ব এই প্রতিষ্ঠনটি পালন করে চলেছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণসহ পিটিআই অবকাঠামো সম্প্রসারণ, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার নির্মাণ, জেলা পর্যায়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ভবন ইত্যাদি নির্মাণ আলোচ্য 'প্রয়োজন ভিত্তিক অবকাঠামো নির্মাণ' উপাঙ্গের অধীনে এলজিইডিকে অর্পিত সুনির্দিষ্ট ভৌত কর্মসূচি সম্পর্কিত দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

প্রাথমিক ও গনশিক্ষা মন্ত্রনালয়ের অধীন DPE এর আওতায় গৃহিত সকল শিক্ষা উন্নয়ন অবকাঠামো সুষ্ঠ ও যথাযথ মানসম্পন্ন ভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্তে এলজিইডি'র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে একটি প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা ইউনিট (PEIMU)

(28) Training on design based like STAAD Pro.

(29) Training on Resettlement Framework (RE) and Resettlement Action Plan (RAP)

(30) Training on Beel/Khal re-excavation under community Infrastructure for LCS

(31) Training on Poultry & Livestock Demo Farmers Training for CIG

(32) Tompro Accounting Software Training

(33) Training on Holding Tax Software Installation and Operation for Pourshava Staff

(34) Training on Municipal Accounting Software Installation and Operation

(35) Training on Skills development on off-pavement maintenance for LCS

(36) Training on tree-planting and caretaking

(37) Training on social and gender awareness for LCS

(38) Training on administration and office management for Poura Secretary & AE

(39) Training on Municipal Accounting and Holding Tax billing Software Operation.

(40) Training on solid waste management

(41) Training on sanitary environment

(42) Training on Information & Communication Technology (ICT) and Its Application

(43) Training on Road Safety

(44) Training on Market Operation and Management

(45) Basic Computer Training (BCT/ICT)

(46) Training on Tender and Contract Management

(47) Training on "Capacity Building of LGED Officials on Office Management and ACR Writing"

(48) Training on Total Station Data Processing Software.

(49) Awareness building training on climate change for local leaders

(50) On Job Training(Painting), On Job Training(Electrical)

(51) Training for Building Technology

(52) GIS Training on Computer

(53) Training on Construction and Quality Control of Civil Works for Pourashava Engineers

(54) Training on Formation, Functions & Responsibilities of WC (Councilors' & others)

প্রশিক্ষণ কোর্সের ছবি

Training on Gender Action Plan (GAP) বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি মহোদয় প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য দিচ্ছেন। উপস্থিত রয়েছেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশরী (নগর ব্যবস্থাপনা), প্রকল্প পরিচালক (UGIIP-III) ও নির্বাহী প্রকৌশলী (প্রশিক্ষণ)।

Quality Control (QCT) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণার্থীদের Dense Carpeting এর Mixing দেখানো হচ্ছে।

Quality Control (QCT-2) প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ডিজাইন), উপস্থিত রয়েছেন, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (IWRM I Training), তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (মান-নিয়ন্ত্রণ) এবং নির্বাহী প্রকৌশলী (প্রশিক্ষণ)।

On Job Training (OJT) এ প্রশিক্ষণার্থীদের Pile Construction দেখানো হচ্ছে।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে পুরুষ ও মহিলা ভেদে বিভিন্ন শ্রেনী/গ্রুপ হতে দেশের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের তথ্যাদি

ক্র: নং	প্রশিক্ষণার্থীদের ধরণ	পুরুষ (জন)	নারী (জন)	মোট সংখ্যা (জন)	মোট অর্জিত প্রশিক্ষণ দিবস
রাজস্ব বাজেট					
১।	এলজিইডি কর্মকর্তা/ কর্মচারী	৪,৭৪৫	১৫৮	৪,৯০৩	১২,৬৫৭
উন্নয়ন বাজেট					
২।	এলজিইডি'র কর্মকর্তা/ কর্মচারী	১৩৮৩৪	৭০৬	১৪৫৪০	৩৭২২৫
৩।	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (প্রতিনিধি/কর্মকর্তা/কর্মচারী)	১০,২৭০	৩,১২২	১৩,৩৯২	১৭,১৮৩
৪।	ঠিকাদার , চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক সংঘ, LCS	১৩,৭৪৩	৭৮,১০৩	৯১,৮৪৬	৭,১০,৭৪৯
৫।	উপকারভোগী (ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী, পানি সম্পদ সমিতি, মহিলা কর্নার ইত্যাদি)	৩৮,২৪৫	৩৩,৩০১	৭১,৫৪৬	১,৬২,৩৮৭
	মোট (উন্নয়ন বাজেট)	৭৬,০৯২	১,১৫,২৩২	১,৯১,৩২৪	৯,২৭,৫৪৪
	সর্বমোট (রাজস্ব ও উন্নয়ন)	৮০,৮৩৭	১,১৫,৩৯০	১,৯৬,২২৭	৯,৪০,২০১

২০১৬-১৭ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে বিভিন্ন শ্রেণী/গ্রুপ ভেদে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের অর্জিত প্রশিক্ষণ কর্ম-দিবসের তুলনামূলক চিত্র।

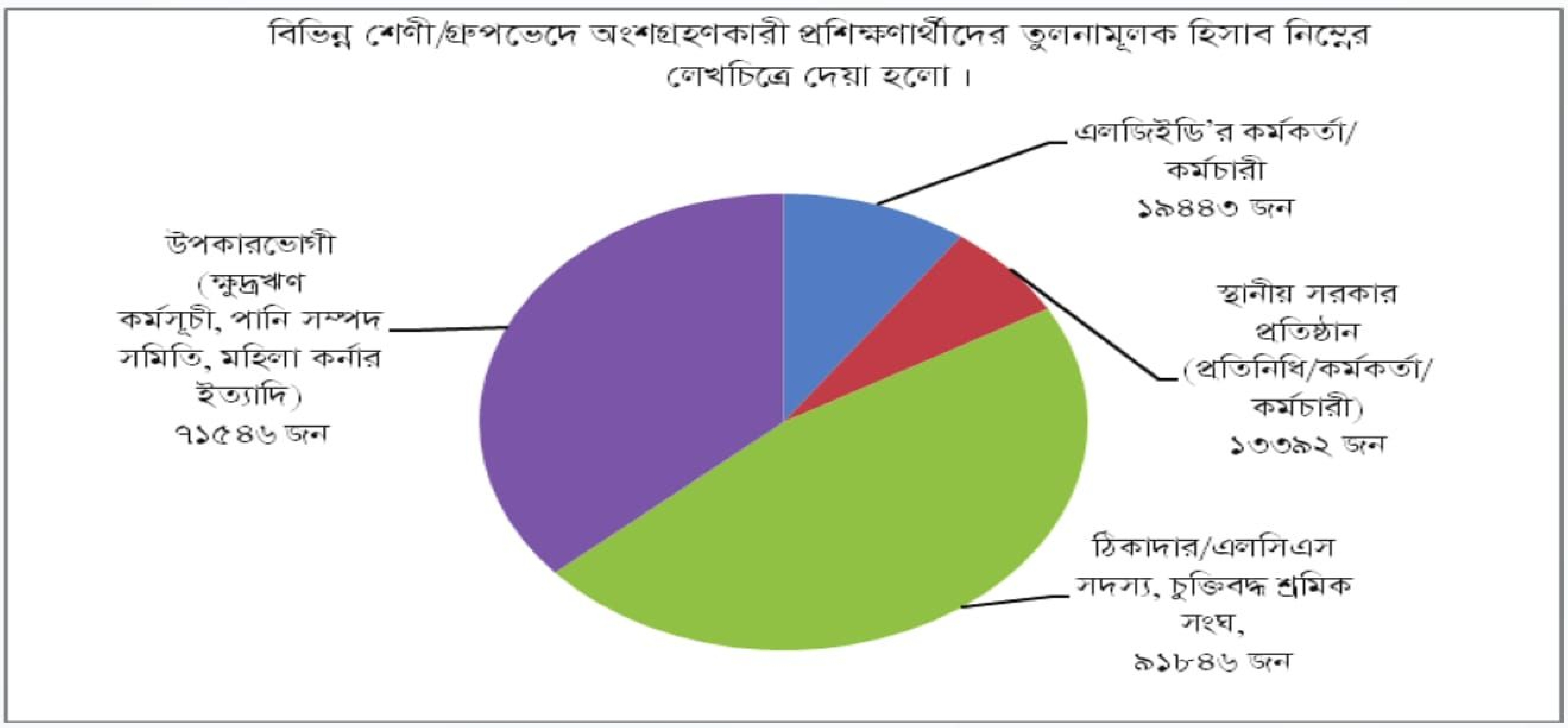

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালা সংক্রান্ত তথ্যাদি

পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের পাশাপাশি কর্মকর্তাদের উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের বিষয়ে এলজিইডি সবসময় গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এবং সেমিনার / কর্মশালায় এলজিইডি'র মোট ৮০জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেছেন। তন্মধ্যে ৫৫ জন কর্মকর্তা বৈদেশিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন এবং ২৫ জন কর্মকর্তা বিদেশে অনুষ্ঠিত স্বল্পকালীন কর্মশালা/সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছেন। এ সংক্রান্ত বিবরণ নিচের সারণিতে দেখানো হলো।

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/স্ট্যাডি ট্যুরে অংশগ্রহণ সম্পর্কিত তথ্যাদি

SL	Name of Training/Study tour	Duration	Country Name	Funded By	No. of Participants
1	Training on Climate Risk Management in a Changing Environment	09-01-2017 to 16-01-2017	Malaysia & Indonesia	DANIDA	09
2	Training on Rural Infrastructure & Community Participation	18-12-2016 to 22-12-2016	Thailand	JICA	10
3	Training on Maintenance Management System of Rural Infrastructure	14-12-2016 to 18-12-2016	Thailand	JICA	11
4	Training on Community Based Disaster Risk Reduction in Changing Climate	25-11-2016 to 04-12-2016	China & Vietnam	DANIDA	10
5	Training on Pile Foundation and Integrity Test	25-07-2016 to 05-08-2016	Thailand	MDSP	7
6	Training on Delivering Results and adding value through Performance Based Contracts	16-07-2016 to 25-07-2016	Thailand	ADB	7
7	Training on Planning, Design, Construction and Operation & Maintenance of Agriculture Infrastructure Project in Crop Field	01-07-2016 to 05-08-2016	Japan	JICA	1
				Total =	55

বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কসপে অংশগ্রহণ সম্পর্কিত তথ্যাদি

SL	Name of Seminar / Workshop	Duration	Country Name	Funded By	No. of Participant
1	Climate Change Adaptation Mainstreaming	28-08-2016 to 02-09-2016	Germany	KFW	04
2	Road Safety Management	20-03-2017 to 24-03-2017	Indonesia	ADB	09
3	Role Of Local Government in Addressing Climate Change	15-12-2016 to 21-12-2016	Spain & Switzerland	GOB	03
4	Climate Change & Climate Risk Management	12-12-2016 to 15-12-2016	Thailand	GOB	03
5	Road Safety Management	22-08-2016 to 31-08-2016	Indonesia	ADB	6
				Total =	25

জাতীয় কর্মশালা/সেমিনার সংক্রান্ত তথ্যাদি

উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার বা নতুন নতুন প্রযুক্তির উপর জ্ঞান/ধারণা দেয়ার লক্ষ্যে এলজিইডি'তে বিভিন্ন সেমিনার আয়োজন করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন প্রকল্পের অভিজ্ঞতা বিনিময় করে জ্ঞান এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যও এলজিইডি জাতীয়/আঞ্চলিক পর্যায়ে সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন করে থাকে। এরূপ কর্মশালা/ সেমিনারের বিবরণ নিচের সারণিতে দেখানো হলো।

জাতীয় কর্মশালা/সেমিনারে অংশগ্রহণ সম্পর্কিত তথ্যাদি

SL	Description of seminar/workshop	Date
1	National Orientation Workshop (PMT MIS Cell, LGED)	01 October 2016
2	National Orientation Workshop (PMT MIS Cell, LGED)	22 Sept 2016
3	Yearly Review Meeing RTIP-II	20 Nov 2016
4	Observance of International Women Day (IWD)	8 March 2017
5	Yearly LGED Review Meeing (LKSS)	29 April 2017
6	Project Review Meeing (UGIIP-III)	03 May 2017
7	Project Review Meeing (UGIIP-III)	04 May 2017

e-GP প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রশিক্ষণার্থী বৃন্দ অনুশীলন করছেন

Construction Practices and Quality Control শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের Briefing দেয়া হচ্ছে।

Training on Infrastructure Work শীর্ষক কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে Briefing দিচ্ছেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশিক্ষণ), উপস্থিত অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা), তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) ও প্রকল্প পরিচালক (NOBIDEP)

ACR Writing Including Office Management শীর্ষক কোর্সে পশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে মূল্যবান বক্তব্য দেয়া হচ্ছে।

প্রকিউরমেন্ট ইউনিট

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০০৩ তারিখে The Public Procurement Regulations ২০০৩ সরকার কর্তৃক জারি হবার পর জানুয়ারী ২০০৪-এ এলজিইডি'র সদর দপ্তরে "প্রকিউরমেন্ট ইউনিট" নামে একটি স্বতন্ত্র ইউনিট স্থাপন করা হয়। এই ইউনিট পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ এবং ইলেক্ট্রনিক প্রকিউরমেন্ট নির্দেশমালা, ২০১১ এর বাস্তবায়ন ও তদারকিসহ ক্রয় কার্যক্রমে এলজিইডি'র সকল ক্রয়কারী কার্যালয়কে কারিগরি সহায়তা দিয়ে আসছে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) এর ২০১৫ সালের সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী "প্রকিউরমেন্ট ইউনিট" এর মোট জনবল ৬ জন যার ইউনিট প্রধান হচ্ছেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রকিউরমেন্ট)। কিন্তু বাস্তবিক প্রয়োজনে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের সহায়তায় এখানে বর্তমানে রাজস্ব ও প্রকল্প খাতে মোট ১৩ জন কর্মকর্তা এবং কর্মচারী কর্মরত রয়েছে যার মধ্যে ১ জন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ১ জন নির্বাহী প্রকৌশলী, ২ জন সিনিয়র সহকারি প্রকৌশলী, ৩ জন সহকারি প্রকৌশলী এবং ১ জন উপসহকারি প্রকৌশলী উল্লেখযোগ্য।

কার্যাবলী

- সরকারী ক্রয় কার্যক্রমে এলজিইডি'র আওতায় সকল ক্রয়কারী কার্যালয়কে ক্রয় সংক্রান্ত কারিগরি সহায়তা প্রদান;
- Central Procurement Technical Unit (CPTU) এর বিভিন্ন কর্মকান্ডে এই ইউনিট সক্রিয় অংশগ্রহণ করে পারস্পরিক সহযোগিতা বিনিময় এবং যোগাযোগ রক্ষা করছে। এই ইউনিট থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সংস্থার কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় করা হচ্ছে।
- সময়ে সময়ে অত্র ইউনিট স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ক্রয় কার্যক্রমে পরামর্শ ও মতামত প্রদান করছে।
- অন্যান্য সরকারী বিভিন্ন ক্রয়কারী কার্যালয়ে অত্র অধিদপ্তরের অভিজ্ঞ প্রকৌশলী কর্মকর্তাগণকে দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটিতে বহিঃসদস্য হিসেবে মনোনয়ন দিয়ে দরপত্র উন্মুক্তকরণ, মূল্যায়ন, ইত্যাদি ক্রয় বিষয়ক কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।
- এলজিইডি'র আওতাধীন বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ এর আলোকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করা হয়;
- সংস্থা প্রধানকে (প্রধান প্রকৌশলী) ক্রয় আইন, ২০০৬ ও ক্রয় বিধিমালা, ২০০৮ অনুসারে অর্পিত দায়িত্ব পালনে নিম্নবর্ণিত আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়ঃ
- প্রকিউরমেন্ট সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় গাইডেন্স নোট ও নির্দেশনা জারী;
- ক্রয়কারীগণ কর্তৃক প্রেরিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা পরিক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন;
- ক্রয়কারীগণ কর্তৃক ক্রয় আইন ও ক্রয় বিধিমালার Compliance Monitor করা হয়;
- CPTU কর্তৃক প্রণীত ডকুমেন্টের অতিরিক্ত কোন ডকুমেন্ট আবশ্যক হলে তা প্রণয়নে সহায়তা করা;
- ই-জিপি বাস্তবায়নে ডোমেনইন ব্যবস্থাপনা, Organization Admin হিসেবে প্রদত্ত যাবতীয় দায়িত্বাবলী প্রতিপালন করা;
- ই-জিপি Help Desk পরিচালনা করা;

ই-গভর্ণমেন্ট প্রকিউরমেন্ট বাস্তবায়ন

উন্নয়ন কার্যক্রমকে আরও গতিশীল এবং সরকারী অর্থ ব্যয়ে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১১ইং সালে ই-টেন্ডারিং ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। প্রবর্তনের পর থেকেই এলজিইডি ই-গভর্ণমেন্ট প্রকিউরমেন্ট ব্যবহারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। এলজিইডি'র ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-গভর্ণমেন্ট প্রকিউরমেন্ট সম্পর্কিত সকল প্রকার সহায়তা এই ইউনিট থেকে প্রদান করা হয়। সরকারী ক্রয়কার্যে অবাধ প্রতিযোগীতা এবং অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এলজিইডি'র সকল ক্রয়কারী কার্যালয়ে ই-জিপি পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে। e-GP/PROMIS Software এর

কার্যক্রম নিবিড়ভাবে মনিটরিং ও সফলভাবে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে এলজিইডি'র ১০ জন Core Members ও ৭ জন Non-Core Members কর্মকর্তা/কর্মচারীর সমন্বয়ে সদর দপ্তরে ইতোমধ্যে e-GP/PROMIS Cell পুনর্গঠন করা হয়। e-Tendering এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এলজিইডি'র নিজস্ব কর্মকর্তাদের দ্বারা সদর দপ্তরে ই-জিপি সফ্টওয়্যার পরিচালনার বিষয়ে এলজিইডি'র মাঠ পর্যায় ও সদর দপ্তরের এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভাসমূহের প্রকৌশলীবৃন্দকেও এলজিইডি হতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং হচ্ছে। e-GP ক্রয় কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়নকে ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারগণকেও হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং হচ্ছে।

ই-জিপি বাস্তবায়নে এলজিইডি এবং অন্যান টার্গেট এজেন্সীর তূলনামূলক চিত্র

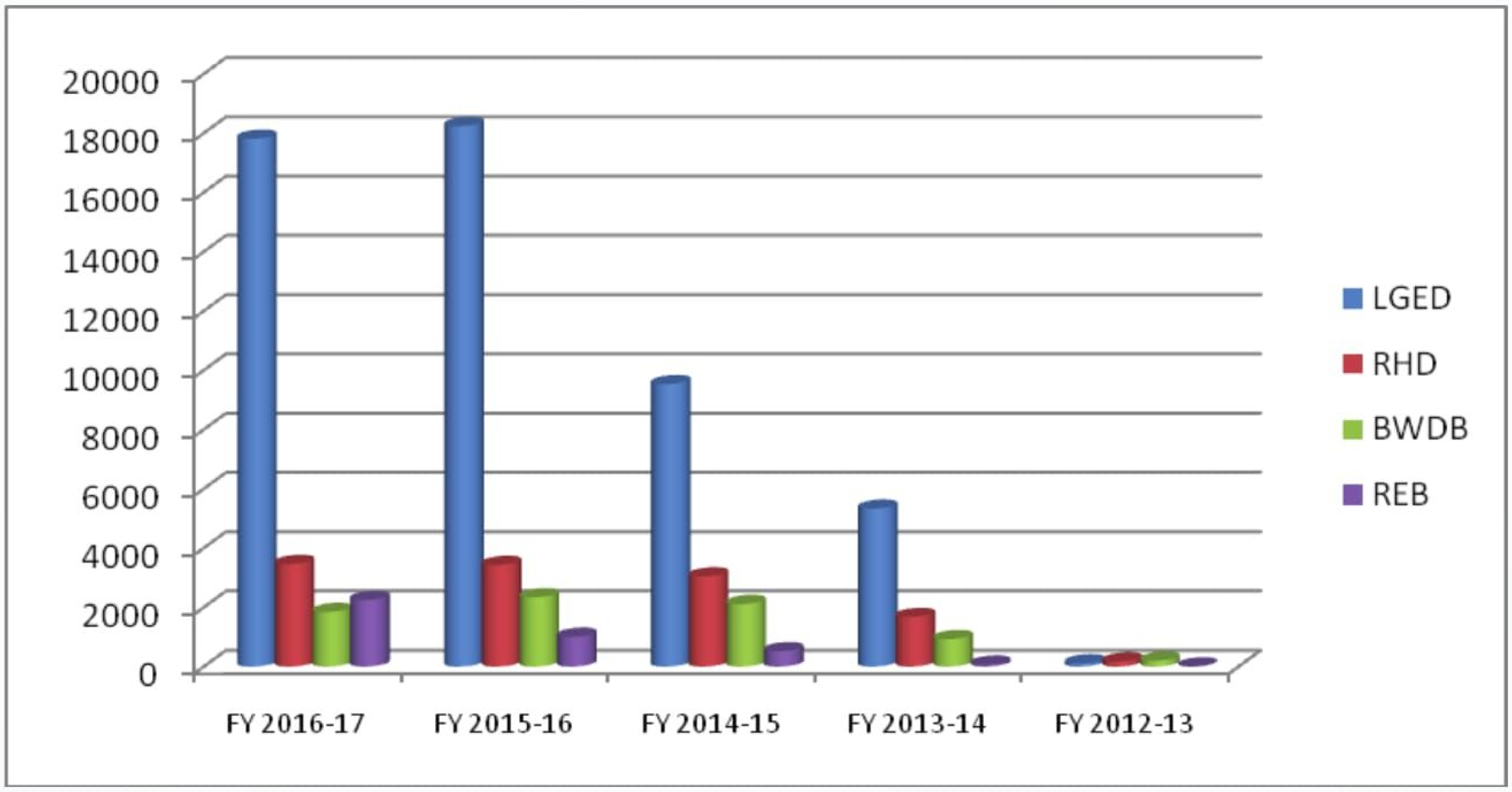

	Nos. of Tender Invited				
	FY 2016-17	FY 2015-16	FY 2014-15	FY 2013-14	FY 2012-13
LGED	17813	18240	9534	5331	112
RHD	3460	3429	3045	1675	172
BWDB	1843	2337	2111	930	200
REB	2249	1007	520	70	6

ই-জিপি বাস্তবায়নে এলজিইডির অগ্রণী ভূমিকা সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট এবং বিশ্বব্যাংক কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে এলজিইডি ১১২টি দরপত্র ই-জিপিতে করে; স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতার প্রতি এলজিইডির অব্যাহত কমিটমেন্টের কারণে ই-জিপি বাস্তবায়নকে এলজিইডি চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করে। ফলশ্রুতিতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ৫৩৩১টি, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৯৫৩৪টি, ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১৮২৪০টি এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৭৮১৩টি অর্থাৎ ৫ বছরে মোট ৫১,০৩০টি দরপত্র ই-জিপিতে করা হয়; তার বিপরীতে একই সময়ে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর ১১,৭৮১টি, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ৭,৪২১টি এবং পল্লি বিদ্যুতায়ন বোর্ড ৩,৮৫২টি দরপত্র ই-জিপিতে আহ্বান করে।

এলজিইডির (২০১২-১৭ সময়কালে) অনলাইন ও অফলাইন টেন্ডারের তুলনামূলক চিত্রঃ

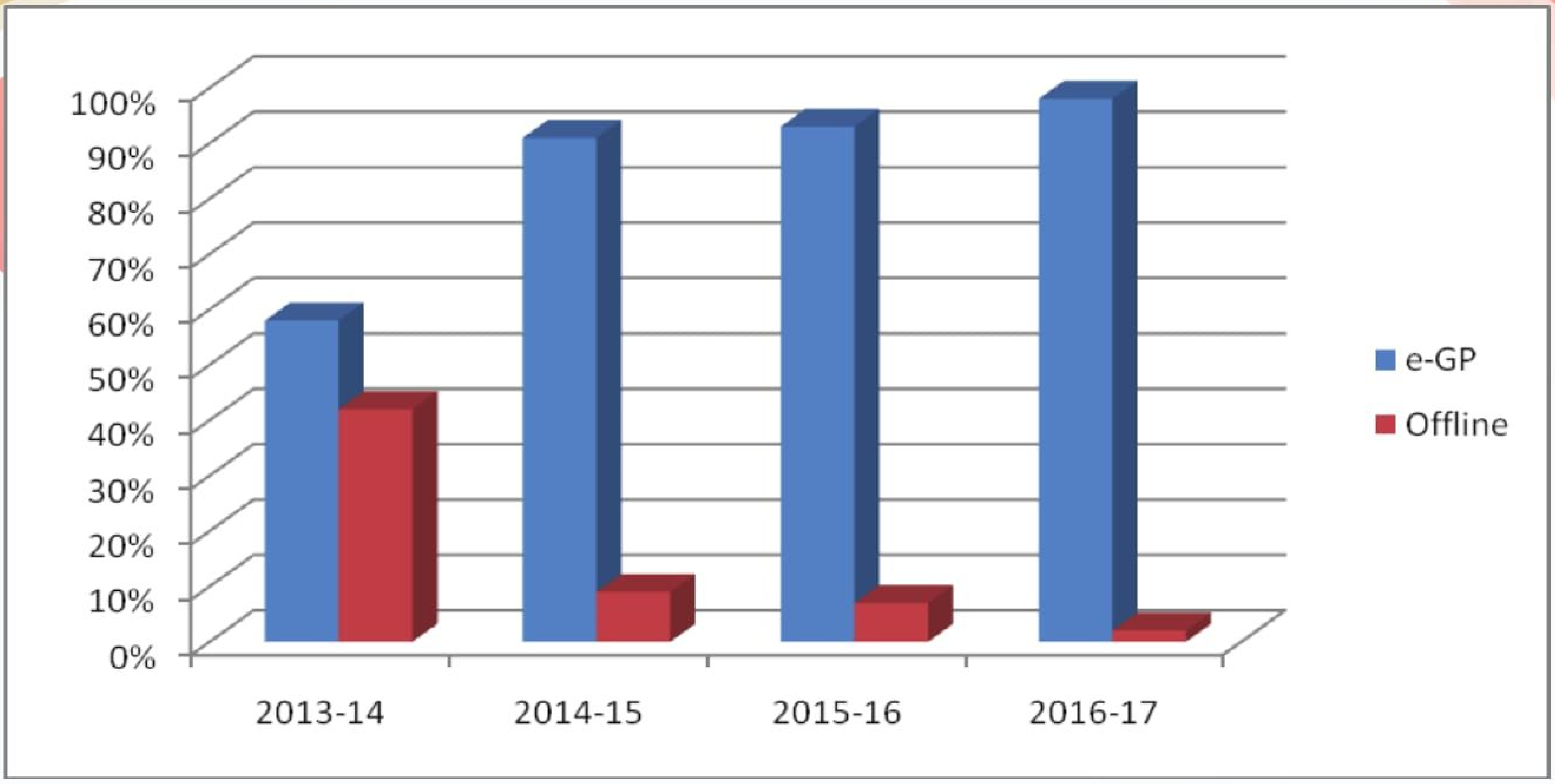

অর্থবছর	e-GP	Offline
২০১৩-২০১৪	৫৮%	৪২%
২০১৪-২০১৫	৯১%	৯%
২০১৫-২০১৬	৯৩%	৭%
২০১৬-২০১৭	৯৮%	২%

শুরু হবার পর হতেই ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) সিস্টেমটি সরকারী দপ্তরগুলোতে ইতোমধ্যেই জনপ্রিয় হয়েছে এবং এর মাধ্যমে দিন দিন দরপত্র আহবানের পরিমানও উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু এখানে এলজিইডি নেতৃত্ব ভূমিকায় আছে। এখন পর্যন্ত প্রায় ১ লক্ষ ৬ হাজারের মত ই-জিপিতে দরপত্র আহবান করা হয়েছে যার মধ্যে প্রায় ৪৮% দরপত্র-ই এলজিইডির। বাংলাদেশে ই-জিপি বাস্তবায়নে এলজিইডির ভূমিকা অগ্রগন্য যা বিশ্বব্যাংক এবং সরকারের বিভিন্ন প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। ইজিপি'র তথ্য বিশ্লেষনে দেখা যায় যে, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এলজিইডি ৫৮% দরপত্র অনলাইনে এবং ৪২% দরপত্র অফলাইনে সম্পন্ন করে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে শতকরা ৯১ভাগ দরপত্রই ই-জিপির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জিওবিভূক্ত প্রকল্পের ১০০ভাগ এবং দাতা সংস্থার অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন অধিকাংশ প্রকল্প ই-জিপির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। সার্বিকভাবে ৯৮ ভাগ ইজিপিতে করা হয়; তবে ইতোমধ্যে ই-জিপি প্রায় সকল দাতা সংস্থার নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়ায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১০০ভাগ দরপত্র অনলাইনে সম্পন্ন করা হচ্ছে।

লজিসটিক সাপোর্ট ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন (Logistics &Infrastructural Development)

- সদর দপ্তর (প্রকল্প অফিসসহ), বিভাগ, অঞ্চল, জেলা, উপজেলা পর্যায়ে এবং প্রকল্পের আওতায় কাজ বাস্তবায়নকারী পৌরসভার প্রকৌশল ইউনিটসহ ৭৬০টি অফিসকে ই'জিপি'র আওতায় আনা হয়েছে।
- সদর দপ্তর পর্যায়ে ই-জিপি সংক্রান্ত কারিগরী জ্ঞানসমৃদ্ধ কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে পর্যাপ্ত অফিস স্পেস ও আসবাবপত্র সহকারে একটি ই-জিপি সেল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- e-GP এর মাধ্যমে এলজিইডি'র ক্রয় প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন পর্যায়ে সফটওয়্যার সংক্রান্ত উদ্ভূত বিবিধ সমস্যা

(Troubleshooting) দ্রুত নিরসনে সহায়তাকারী LGED e-GP Help Desk-এ দায়িত্ব পালনকারী (সিপিটিইউ কর্তৃক নিয়োগকৃত পরামর্শক) পরামর্শকবৃন্দের জন্য এলজিইডিতে পর্যাপ্ত Office Space ও অন্যান্য Logistic সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

- সদর দপ্তর পর্যায়ে ১টি এবং অঞ্চল পর্যায়ে ১৪টিসহ সাকুল্যে ১৫টি ই'জিপি ল্যাব প্রস্তুত করা হয়েছে।
- সদর দপ্তরের ই-জিপি ল্যাবের জন্য ১টি ল্যাপটপ, ২০টি ডেস্কটপ কম্পিউটার ও ১টি প্রজেক্টরসহ নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতের লক্ষ্যে ১টি On-line IPS ক্রয় করা হয়েছে। অপরদিকে প্রতিটি আঞ্চলিক ই-জিপি ল্যাবে ১টি ল্যাপটপ, ১০টি ডেস্কটপ কম্পিউটার ও ১১ সেট আসবাবপত্র (কম্পিউটার টেবিল ও চেয়ার) কেন্দ্রীয়ভাবে সরবরাহ করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে চাহিদানুযায়ী প্রতিটি ল্যাবের জন্য ১টি প্রজেক্টর, ১টি Interactive White Board, ১টি সাউন্ড সিষ্টেমসহ নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিতের লক্ষ্যে ১টি On-line IPS ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ই-জিপি ল্যাব প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় সংস্কার (Renovation Works) করা হয়েছে।
- এলজিইডি'র ই-জিপি'র আওতাধীন সকল পর্যায়ের অফিসসমূহে ই-জিপিতে ক্রয় বাস্তবায়নের সহায়তা প্রদানের জন্য ইতোমধ্যে ৮০৮টি ল্যাপটপ সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া বর্তমানে বাস্তবায়নকারী এলজিইডি'র আওতাধীন প্রতিটি অফিসে ১টি করে ডিস্কটপ কম্পিউটার, প্রিন্টার ও একটি উন্নতমানের Scanner Machinemieivn করা হয়েছে।
- ই-জিপি'র আওতাধীন সকল অফিসসমূহকে ইন্টারনেট সুবিধাদির সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন (Human ResourceDevelopment)

- e-GP প্রশিক্ষণের প্রশিক্ষক তৈরীর উদ্দেশ্যে DLI Fund ব্যবহার করে সদর দপ্তর ও আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রায় ১৪১ জনের একটি দক্ষ প্রশিক্ষক পুল (Trainer Pool) TOT প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তৈরী করা হয়েছে।
- এলজিইডি'র প্রায় ২৯১৮ জন কর্মকর্তা এবং ৫০০ জন দরপত্রদাতাকে ই-জিপিতে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- ITC-ILO, Turin, Italy তে ইতোমধ্যে ৪টি ব্যাচে এলজিইডি'র ৫০ জন কর্মকর্তার Electronic Government Procurement management শীর্ষক স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে। তাছাড়া, ব্রাজিল, পর্তুগাল ও লাটভিয়াতে এলজিইডি ও স্থানীয় সরকার বিভাগের ১০জন করে মোট ৩০জন কর্মকর্তা Electronic Government Procurement management বিষয়ে স্টাডি/এক্সপোজার ভিজিট সম্পন্ন করেছেন।
- এলজিইডি'র বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় পৌরসভা পর্যায়ে এ পর্যন্ত প্রায় ৫০০জন কর্মকর্তাকে (প্রকৌশলী) ই-জিপিতে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে পৌরসভা পর্যায়ে আরো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হবে।
- ২০১৫-১৬ অর্থবছরের মধ্যে ই-জিপি পদ্ধতি অনুসরণে শতভাগ দরপত্র আহ্বানের লক্ষ্যমাত্রা এলজিইডি নির্ণয় করে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এরূপ লক্ষ্যমাত্রার শতকতা ৯৫ ভাগ এবং ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ৯৮ ভাগ অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। ই-জিপি কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এলজিইডি'র ক্রয় সংশ্লিষ্ট মাঠ পর্যায় ও সদর দপ্তরের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং কাজ বাস্তবায়নে নিযুক্ত ঠিকাদারগণকে এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত করা আবশ্যক বিধায় সংশ্লিষ্ট সকলকে e-GP প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য সদর দপ্তরে e-GP ল্যাব গঠন করা হয়েছে এবং ১৪টি আঞ্চলিক দপ্তরে ১৪টি e-GP প্রশিক্ষণ কক্ষও স্থাপন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে আরো ৮টি জেলায় নতুন ই-জিপি ল্যাব স্থাপনের নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছে। ইতোমধ্যে আঞ্চলিক পর্যায়ের প্রশিক্ষণসমূহ স্থানীয় কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে প্রশিক্ষণ প্রদানে যোগ্যদের দ্বারা পরিচালনা করা হচ্ছে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা

যুক্তরাষ্ট্রেও ওয়াশিংটনে বিগত ২৮ জুলাই ২০১৭ অনুষ্ঠিত বিশ্বব্যাংকের বোর্ড সভায় সরকারি কেনা কাটায় বিশ্বব্যাংকের নতুন প্রকল্পের ঋণ অনুমোদিত হয়। ডিজিটাল ইমপ্লিমেন্টেশন মনিটরিং এন্ড পাবলিক প্রকিউরমেন্ট প্রজেক্ট নামে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে মোট সাড়ে ৫ কোটি ডলার দেয়া হবে। প্রকল্পটির একটি বড় উপাদান হচ্ছে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে ই-জিপি বাস্তবায়ন। ৫ বছরব্যাপী নতুন প্রকল্পটির মাধ্যমে অন্তত মোট ১৩০০ টি ক্রয়কারি দপ্তরে ই-জিপি বাস্তবায়ন করা হবে যার মধ্যে মোট ৮৮৮টি দপ্তরে ই-জিপি বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকবে এলজিইডি। এলজিইডির মাধ্যমে আরো পেশাদারী দৃষ্টি-ভংগিতে ই-জিপি বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় ৩২৭টি পৌরসভা, ৪৯১টি উপজেলা পরিষদ,

রোজিনা খতুন ঃ সফল মাছ চাষী

রোজিনা খাতুন যখন ৫ম শ্রেণীতে পড়ে তখন কিশোরগহঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলার বুরুদিয়া ইউনিয়নের অর্ন্তগত মান্দারকান্দি গ্রামের দরিদ্র দিনমজুর মোঃ স্বপন এর সাথে মাত্র ১৪ বছর বয়সে বিয়ে তার হয়। স্বামী স্বপনের একার আয়ে সংসার চলত না। নিজে বাহিরে গিয়ে কোন কাজ করবে এ রকম সুযোগ ছিল না। ফলে বছরে প্রায় ৩ মাস দু'বেলা খাবার ঠিকমত খেতে পারতেন না। ২০১৫ সালে তার মেয়ের বিবাহ কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকলেও অভাব অনটনের কারণে মেয়েকে আনুষ্ঠানিকভাবে শশুরবাড়ীতে উঠিয়ে দেওয়া নিয়ে নানা রকম দুঃচিন্তার মধ্যে দিনযাপন করছিলেন।

এ ছাড়াও অভাবের কারণে ৯ম শ্রেণীতে পড়া অবস্থায় তার ছেলেকে ৩ বছর পূর্বে ম্যাকানিক্যাল কাজ শেখানোর জন্য ঢাকায় পাঠিয়ে দেন। এ পরিস্থিতিতে হাওড় অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প হতে "বসত বাড়ীর পুকুরে মাছ চাষ" বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও তিন বছর মেয়াদী সুদমুক্ত ঋন গ্রহণ করে মাছ চাষ শুরু করেন। প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষন গ্রহণ করে তিনি মাছ চাষের জন্য পুকুর প্রস্তত করেন। পুকুরে চুন ও সার প্রয়োগ করে পুকুরে ৫-৬ ইঞ্চি সিলভার কার্প, কাতল, রুই, মৃগেল, কার্পিও, গ্রাসকার্প ও থাই পুটিসহ মোট ৭ প্রজাতির মাছের ২৫২৪টিপোনা মজুদ করেন। খৈল, কুড়া, গমের ভুষি নিদিষ্ট অনুপাতে ভিজিয়ে পিলেট তৈরি করে পুকুরে সকাল ও বিকালে নিদিষ্ট স্থানে খাবার দিতে থাকেন এবং এই খাবারের পাশাপাশি ভাসমান ফিড (সিপি)দেওয়া হয়। রোজিনা খাতুন নিজে নিয়মিত খাবার প্রয়োগ ও ১৫ দিন পরপর মাছের বৃদ্ধি (দৈর্ঘ্য ও ওজন) পর্যাবেক্ষন করতে থাকেন।

এভাবে নিবিড় পরিচর্যার ফলে পোনা মজুদের ৩ মাসের মধ্যেই মাছ বিক্রয়ের উপযোগী হয়ে ওঠে এবং তিনি ১,১০,০০০.০০ টাকার মাছ বিক্রি করেন। মাছ বিক্রয়ের টাকা দিয়ে প্রথমেই তিনি তার বিবাহিত মেয়েটিকে আনুষ্ঠানিক ভাবে শশুরবাড়ীতে তুলে দেন। ১০,৫০০.০০ টাকা ব্যয়ে একটি স্যালোমেশিন ক্রয় করেছেন এবং ৭০ শতাংশের অন্য একটি পুকুর বাষিক ২০,০০০.০০ টাকা দিয়ে ইজারা নিয়েছেন। এছাড়া তিনি ৯ শতাংশ জমিতে কলা চাষ করেছেন। ২৫০০.০০ টাকা ব্যয়ে তিনি বাড়িতে একটি রিং স্লাভ ল্যাট্রিন স্থাপন করেছেন। ৪০,০০০.০০ টাকা পরবর্তী বছরে মাছ চাষের জন্য ব্যাংকে গচ্ছিত রেখেছেন। রোজিনা খাতুন সাহসি ও যথেষ্ট পরিশ্রমী গৃহিনী। কঠোর পরিশ্রমের ম্যাধমে তার পরিবারকে অনেকটা দারিদ্রমুক্ত করতে পেরেছেন। অনেকে তার কাছে মাছ চাষের জন্য পরামর্শ নিচ্ছে। বর্তমানে তিনি মাছ চাষকে পেশা হিসাবে নিয়েছেন। এই কার্যক্রম তিনি আগামীতে আরও ভাল ভাবে চালিয়ে যাবেন এবং নিজের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন করবেন। হাওড় অঞ্চলের বন্যাব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প -এলজিইডি'এর সহযোগীতায় রোজিনা খাতুন সমাজে একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি হিসাবে পরিচিতি পাবেন এই প্রত্যাশা তার।

উপসংহার ঃ হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পে গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ ও মেরামতের ফলে পল্লি অঞ্চলের জনগণের যাতায়াতে গতিশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যানবাহন চলাচল বেড়েছে, ভ্রমনের সময় হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়া বাজারে প্রবেশ সুবিধা বৃদ্ধিসহ উৎপাদিত ফসল ও সম্পদ বিপণন, জীবিকার সুযোগ ও সামাজিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পাচ্ছে। মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নে জনগণের অংশগ্রহণের ফলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণ ও টেকসই জলমহাল ব্যবস্থাপনায় দরিদ্র নারী ও পুরুষের প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি পাবে। হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প টি বাস্তবায়নের ফলে সম্পদের দক্ষ, সাশ্রয়ী ও ন্যায়সংগত ব্যবহার নিশ্চিত হবে।

Laboratory তে Bitumen Extraction Test করা হচ্ছে।

Laboratory তে Cement Test করার জন্য Mortar প্রস্তুত করা হচ্ছে।

জেলা/আঞ্চলিক ল্যাবরেটরীতে সম্পাদনযোগ্য পরীক্ষার অতিরিক্ত কিছু বিশেষ পরীক্ষা এলজিইডি'র কেন্দ্রীয় মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীতে সম্পাদন করা হয়ে থাকে যা নিম্নরূপঃ

1. Marshall Mixed Design.
2. Stability Determination of Bituminous Sample.
3. Extraction of Bitumen.
4. Ductility Test of Bitumen.
5. Sub-Soil Investigation using Rotary Hydraulic Drilling Rig.
6. Unconfined Compression Test of Soil.
7. Consolidation test of Soil.
8. Direct Shear Test of Soil.
9. Cone Penitration Test (CPT).
10. Tensile strength & Elongation Test of reinforcement

এছাড়া বিভিন্ন Load Devices এর Calibration করার ব্যবস্থাও রয়েছে। মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীসমূহে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সংগৃহীত যন্ত্রপাতি

২০১৬-১৭ অর্থবছরে এলজিইডি'র কেন্দ্রীয় মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী ও জেলা পর্যায়ে ল্যাবরেটরীগুলির বর্তমান মজুদের সংযোজন হিসাবে সরকারের রাজস্ব খাত থেকে ১৪৯.৫৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নিচে বর্ণিত যন্ত্রপাতিসমূহ কেনা হয়।

1	Cement Morter Mixer	10	Electric Oven
2	Cylinder Mould	11	Brick Cutter Machine
3	Bitumen Extractor	12	Bentonite Slurry Test Kit Box
4	CBR Machine	13	Rebound Hammer
5	SPT Accessories	14	Bitunen Flash & Fire Point Tester
6	Electronic Balance	15	Bitumen Penetration Tester
7	Testing Materials	16	Bitumen Softening Point Tester

8	Dial Thermometer	17	Concrete Mini Mixture Machine
9	DCP		

মান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

- এলজিইডিতে কর্মরত প্রকৌশলীগণকে Central Quality Control Unit এর প্রকৌশলীগণ মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকেন। ২০১৬-১৭ অর্থবৎসরে সদর দপ্তরে ১১ টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ২৬২জন এবং মাঠ পর্যায়ে ৪৮ টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ১৩৩০ জন প্রকৌশলীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থায়নে এলজিইডি ও পৌরসভার প্রকৌশলীদের মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

ল্যাবরেটরী পরীক্ষা সংক্রান্ত সরকারী ফি আদায় সংক্রান্ত মনিটরিং

কেন্দ্রীয় মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী ও জেলা মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীতে বিভিন্ন মালামালসমূহ নিয়মিত ল্যাবরেটরী পরীক্ষা করে ফি বাবদ প্রতি বছর উলেখযোগ্য অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়। নিয়মিত মনিটরিং ও ল্যাবরেটরী ফি বাবদ সরকারী কোষাগারে জমাকৃত অর্থের হিসাব প্রতি বছরই এলজিইডি'র বার্ষিক পর্যালোচনা সভায় পেশ করা হয়ে থাকে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে টেস্প ফি বাবদ সমগ্র বাংলাদেশ হতে মোট ১১৫.৭৮ কোটি টাকা আয় হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা ইউনিট

দেশের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিদ্যমান দারিদ্র্যতাকে ক্রমান্বয়ে হ্রাসপূর্বক ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত করার দূরদৃষ্টি নিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 'ভিশন ২০২১' প্রণয়ন করেছেন। এই 'ভিশন'-এ সফলতা অর্জনের চাবিকাঠি হিসাবে অন্যান্যের মধ্যে শিক্ষা খাতকে একটি মৌলিক প্রয়োজন হিসাবে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। অধিক সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায়, শিক্ষার প্রাঙ্গণকে প্রকৃতই উন্নত করার ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা একটি শক্তিশালী ভিত্তি। এ কারনেই প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কার্যক্রমকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় তাদের একটি অগ্রাধিকার কর্মকান্ড হিসাবে চিহ্নিত করেছে। বহু-উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও জিওবি এর অর্থায়নে তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি নামের এই কার্যক্রম বর্তমানে তৃতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে, যার সংক্ষিপ্ত নামকরণ PEDP-3। শ্রেণী নির্বিশেষে সকল প্রাইমারী বিদ্যালয়গামী বয়সের শিশুদেরকে গুণগত মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের দিকে এই কর্মসূচির দৃষ্টি সরাসরি নিবদ্ধ। এই কর্মসূচি ও অন্যান্য প্রকল্পের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে 'প্রয়োজন ভিত্তিক অবকাঠামো নির্মাণ' একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাঙ্গ, যার আওতায় চর-দ্বীপাঞ্চল, হাওর প্রকল্পকে, চা-বাগানসহ সকল দুর্গম এবং শিক্ষায় অনগ্রসর এলাকাসহ বাংলাদেশের সকল অঞ্চলে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় এলজিইডি অদ্যাবধি বিদেশী সহায়তাপুষ্ট ২১টি ও 'জিওবি' অর্থায়নে ৭টি অর্থাৎ মোট ২৮টি প্রকল্প/কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে সমাপ্ত করেছে। বর্তমানে বিদেশী অর্থায়নে ২টি ও জিওবি অর্থায়নে ৪টি অর্থাৎ মোট ৬টি প্রকল্প এবং রাজস্ব অর্থায়নে প্রাথমিক বিদ্যালয় রক্ষনাবেক্ষন ও মেরামত কাজ চলমান আছে। পূর্বে দোতালা ভিত্তি ভবন নির্মাণ করা হলেও বর্তমানে গ্রামীণ এলাকায় চাহিদা ভিত্তিক কমপক্ষে দোতলা ও শহর এলাকায় ছ'তলা ভিত্তি ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে।

বর্তমানে এলজিইডি দেশের প্রকৌশলীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সর্ববৃহৎ। প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ বা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের (ডিপিই) সঙ্গে ১৯৯০ সাল থেকে এই প্রতিষ্ঠানটির সংযোগ রয়েছে এবং বর্তমানেও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে "তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি"-র অন্যান্য উপাঙ্গের মধ্যে 'চাহিদা ভিত্তিক অবকাঠামো নির্মাণ' উপাঙ্গের সকল ভৌত কর্মকান্ডের বাস্তবায়নের দায়িত্ব এই প্রতিষ্ঠনটি পালন করে চলেছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণসহ পিটিআই অবকাঠামো সম্প্রসারণ, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার নির্মাণ, জেলা পর্যায়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ভবন ইত্যাদি নির্মাণ আলোচ্য 'প্রয়োজন ভিত্তিক অবকাঠামো নির্মাণ' উপাঙ্গের অধীনে এলজিইডিকে অর্পিত সুনির্দিষ্ট ভৌত কর্মসূচি সম্পর্কিত দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

প্রাথমিক ও গনশিক্ষা মন্ত্রনালয়ের অধীন DPE এর আওতায় গৃহিত সকল শিক্ষা উন্নয়ন অবকাঠামো সুষ্ঠ ও যথাযথ মানসম্পন্ন ভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্তে এলজিইডি'র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে একটি প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা ইউনিট (PEIMU)

স্থাপন করা হয়েছে। তবে সার্বিক কাজ নিবিড় মনিটরিং ও সমন্বয়ের মাধ্যমে এলজিইডি সদর দপ্তর হতে মাঠ পর্যায়ে বিদ্যমান কারিগরি সেটআপ-এর তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়ন করা হয়। দেশের ৬৪টি জেলার এলজিইডি'র নির্বাহী প্রকৌশলীগণ, ১৪ জন আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এবং তাদের ১৪জন নির্বাহী প্রকৌশলী সরেজমিনে কাজ পরিদর্শন, তদারকি ও মাননিয়ন্ত্রণে সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। এছাড়া, প্রতিটি বিভাগে কর্মরত অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীগণও মাঠ পর্যায়ে চলমান কাজের বিষয়ে সার্বিক সমন্নয়, পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রদান করে থাকেন। সদর দপ্তর ও জেলা পর্যায়ে এলজিইডি কর্তৃক স্থাপিত আধুনিক ল্যাবরেটরীসমূহে স্কুল ভবন নির্মাণের প্রতিটি ধাপে নির্মাণ সামগ্রীসহ বিভিন্ন পরীক্ষা সম্পন্ন করে কাজের গুনগত মান বজায় রাখা হয়।

এলজিইডি'র মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ সম্পর্কিত চলমান কার্যক্রম এলজিইডি ও ডিপিই, জনপ্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি ও প্রধান শিক্ষক এবং মাঠ পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, এলজিইডি'র উপজেলা প্রকৌশলী দপ্তরের মাধ্যমেই প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ কাজ বাস্তবায়িত হয়। উপজেলা পর্যায়ে বিদ্যমান " উপজেলা শিক্ষা কমিটি " সার্বিক কাজের সমন্বয় করে থাকে। উক্ত কমিটিতে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকৌশলী, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে প্রতিনিধি হিসাবে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এছাড়া, কাজের মান নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি অধিক নিশ্চিত হওয়ার জন্য " উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি" তে প্রতিটি বিদ্যালয়ের কাজের অগ্রগতি ও মান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে যে কোন বিষয় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ আছে।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে ২৩২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ/পূন:নির্মাণ ও সংস্কার, ৬০৬২টি শ্রেণী কক্ষ নির্মান, ১টি উপজেলা রিসোর্স সেন্টার নির্মাণ, ১৩৭টি উপজেলা রিসোর্স সেন্টার (ইউআরসি) সংস্কার, ৯৯টি ইউআরসিতে নীড বেজড আসবাবপত্র সরবরাহ, ৭১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (নীড বেজড আসবাবপত্রসহ), ৫টি পিটিআই কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ, ১৩টি পিটিআই কমপ্লেক্স মেরামত, ১১৫টি উপজেলা শিক্ষা অফিস, ১৭৩টি বিদ্যালয়ে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ ও ১৩টি জেলা শিক্ষা অফিস সংস্কার/মেরামত করা হয়েছে, যা প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে ও শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে ব্যাপক সহায়ক হবে।

হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (হিলিপ) এবং ক্লাইমেট এডাপটেশন এবং লাইভলিহুড প্রোটেকশন (ক্যালিপ)

"হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন"শীর্ষক প্রকল্পটি স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ইফাদ ও স্পেনিশ ট্রাস্ট ফান্ড এর সাহায্যপুষ্ট একটি প্রকল্প। প্রকল্পটি হাওর অধ্যুষিত সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, ব্রাক্ষনবাড়ীয়া ও নেত্রকোনা জেলায় ২৮ টি উপজেলার দরিদ্র মানুষের ভাগ্য উন্নয়ন ও বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। জানুয়ারী ২০১২ থেকে জুন ২০১৯ ইং পর্যন্ত মেয়াদকালে প্রকল্প টি হাওর এলাকায় কাজ করবে। হাওর অঞ্চলের মানুষকে পরিবেশের বিরুপ প্রভাব থেকে বাঁচানো ও পরিবেশ টেকসই করার জন্য ২০১৪ সনে এ প্রকল্পের সাথে ক্যালিপ (ক্লাইমেট এডাপটেশন এবং লাইভলিহুড প্রোটেকশন) একটি উপ প্রকল্প যুক্ত হয়। হিলিপ ও ক্যালিপ ৬৮৮০০০ হাউজহোল্ডকে সেবা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করছে যার অধিকাংশই দরিদ্র মানুষ। ইতোমধ্যে ২,১৯,১৫০ মানুষ সরাসরি উপকৃত হয়েছেন যাত ৩৯% মহিলা।

হাওর অঞ্চলের দারিদ্র হ্রাসকরণ, বিকল্প কর্ম সংস্থান সৃজন, যোগাযোগ ও বাজার ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান উন্নয়ন, স্থানীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে এই প্রকল্প গ্রামীন যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন, পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন, সমাজভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, জীবিকার নিরাপত্তা সৃজন, পরিবেশ অভিযোজনের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিকরণসহ নানামুখী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

প্রকল্পের অগ্রগতি

হিলিপ প্রকল্প এর ৬টি উপাঙ্গের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৫টি জেলায় অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ৭৫ কিলোমিটার উপজেলা সড়ক, ১১৩ কিলোমিটার ইউনিয়ন সড়ক, ২২৩ কিলোমিটার গ্রামীন সড়ক, ১৯৫৯ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট ৩২টি বোট ল্যান্ডিং ঘাট, ৫১ টি গ্রামীন বাজার উন্নয়ন, ২৩টি বাজার রক্ষা দেয়াল এবং ৬১ টি গ্রাম রক্ষা বাধ নির্মাণ করা হয়েছে। এতে ৪২১২০ জন গ্রামীণ দারিদ্র লোকের (এলসিএস) কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় এ পর্যন্ত ৫টি জেলায় ৩০ কিলোমিটার খাল খনন, ৫৮ টি বিল উন্নয়ন এবং ৭৮২০০ টি হিজল-করচ গাছের চারা রোপন করা হয়েছে। এ সকল কার্যক্রমের দ্বারা ৬৭ ৩০ জন এলসিএস এর জন্য ১০০৫৭৭ কর্মদিবস কাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

লাইভলিহুড ইমপ্রুভমেন্ট কার্যক্রমের আওতায় ইতোমধ্যে এ পর্যন্ত ৫টি জেলায ৬৮০৬৬ জন কৃষককে কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। হাতে কলমে কৃষদদের শিখানোর জন্য ১৬৬৫ টি বিভিন্ন প্রদর্শণী খামার স্থাপন করে উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ, পশু প্রতিপালন, মৎস্য চাষ করা হচ্ছে। এতে ৬০২টি শস্য, ৮৩৯ টি প্রাণিসম্পদ এবং ২২৪ টি মৎস্য সম্পদ প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। এসব প্রদর্শণীর সাথে ৫১৮৯ জন উপকারভোগী যুক্ত আছেন। তাছাড়া ৪৪১৩৭ টি গরু ছাগল ভেড়া মহিষকে ভ্যাকসিনেশন প্রদান ও কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়ানো হয়েছে। ৩৬০০ গাভীর কৃত্রিম প্রজনন করানো হয়েছে । ৩৯০ জন গ্রামীণ বেকার যুবককে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দিয়ে গ্রামীণ পশু চিকিৎসা কর্মী (প্যারাভেট) তৈরী করা হয়েছে। এসব প্রারাভেটগণ এখন গ্রামে গঞ্জে প্রাণী স্বাস্থ্য রক্ষায় কাজ করে স্বাবলম্বী হচ্ছেন। তাছাড়াও প্রকল্পের মাধ্যমে ভ্যালুচেইন কার্যক্রমের মাধ্যকে কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের সঠিক মূল্য প্রাপ্তির বিষয়ে নিশ্চিত করা হয়েছে।

প্রকল্পের ক্যালিপ অঙ্গের আওতায় ৩৫৫৪২ উপকারভোগীকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত গ্রামীণ বনায়নে ২৯৫১৫ জন, পুকুরে মৎস্য চাষ ২৩২০ জন, বাঁশ বেত কাঠ ও পাট জাতীয় পণ্য উৎপালনে ২৮৮০ জনকে এবং ১০০ জনকে সেলাই, ৬০ জনকে মোবাইল ফোন/কম্পিউটার রিপিয়ারিং, ১১৮ জনকে ডিজেল ইঞ্জিন/পাম্প রিপিয়ারিং, ৬০ জনকে ওয়েল্ডিং, ৬০ জনকে রেফ্রিজারেটর, ২৯০ জনকে ইলেকট্রিশিয়ান, ৫৯ জনকে প্লাম্বিং, ৬০ জনকে মোটর সাইকেল মেরামত এবং ২০ জনকে ড্রাইভিং এর উপর প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

হাওর এলাকায় আগাম বন্যায় প্রতি বছর একমাত্র বোরো ফসল নষ্ট হয়। প্রকৃতিসৃষ্ট পরিবেশের বিরূপ প্রভাব থেকে হাওরবাসীদের বোরো ফসল আগ্রীম কর্তনের জন্য প্রকল্পের অর্থায়নে হাওর এলাকার কৃষকদেরকে বন্যার আগাম সতর্কীকরণ বার্তা প্রদাণের পদক্ষেপ হিসেবে Flash Flood Early Warning System (FFEWS) উন্নয়নের কাজ চলছে। এ বিষয়ে এলজিইডি'র সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (IWM) এর সাথে সমঝোতা পত্র স্বাক্ষর করে একযোগে কাজ করছে। এসব প্রতিষ্ঠান প্রকল্পের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রকল্পভুক্ত হাওর জেলাগুলিতে দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। এসব কাজের ফলে হাওরের কৃষকগণ তাদের ফসল রক্ষার জন্য ৩-৫ দিন পূর্বেই বন্যার আগাম সতর্কীকরণ বার্তা পাবেন। কৃষকদেরকে মোবাইল ফোন, রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে তা জানানো হবে।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে অংগভিত্তিক উল্লেখযোগ্য অর্জন

যোগাযোগ অবকাঠামো উপাঙ্গ

এ উপাঙ্গের আওতায় হাওর ভূক্ত উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ/উন্নয়ন এবং এ সমস্ত সড়কগুলোর উপর সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া মালামাল উঠা-নামার জন্য কিছু সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ ঘাট নির্মাণ করা হয়েছে। নিচের সারণিতে অগ্রগতি প্রদর্শিত হলো।

হাওর এলাকায় নির্মিত একটি উপজেলা সড়ক

যোগাযোগ অবকাঠামো উপাঙ্গের অর্জিত অগ্রগতি

উপ-অংগ	ভৌত অগ্রগতি (২০১৬-১৭)	
	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
উপজেলা সড়ক নির্মাণ (কিলোমিটার)	২০	১৫
ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ (কিলোমিটার)	৩০	২০
উপজেলা সড়কে সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ (মিঃ)	২০	৩৮
ইউনিয়ন সড়কে সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ (মিঃ)	৯৩	১০৮
গ্রামীণ সড়কে সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ (মিঃ)	১৪৮	১৮৩
ঘাট নির্মাণ (সংখ্যা)	১৩	৮

কমিউনিটি অবকাঠামো উপাঙ্গ

প্রকল্পের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশ নিয়ে স্থানীয় জনগণ স্বল্প মেয়াদে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে। এ অর্থবছরে সড়ক এবং বাজার উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে ৭০২৫ এলসিএস সদস্যের স্বল্পমেয়াদি কর্মসংস্থান করা হয়েছে, যার মধ্যে ৪৯১৭ জন পুরুষ এবং ২১০৮ জন নারী। এলসিএস সদস্যের মধ্যে ১০৫৩৭৫০০০ টাকা মজুরী ও ৮৪৩০০০০ টাকা লভ্যাংশ হিসাবে বিতরণ করা হয়েছে।

এলসিএস সদস্য কর্তৃক নির্মিত ভিলেজ ইন্টারনাল রোড পরিদর্শন ।

	কমিউনিটি অবকাঠামো উপাঙ্গের অর্জিত অগ্রগতি

উপাঙ্গের নাম	ভৌত অগ্রগতি (২০১৬-১৭)	
	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
গ্রামীন সড়ক নির্মাণ (কিলোমিটার)	৮০	৫৯
গ্রামীন বাজার উন্নয়ন (সংখ্যা)	২৫	১৮
গ্রাম প্রতিরক্ষা দেয়াল নির্মাণ (সংখ্যা)	২৩	১৭
বাজার প্রতিরক্ষা দেয়াল নির্মাণ (সংখ্যা)	১০	১০
এলসিএস সদস্যের প্রশিক্ষণ প্রদান (ব্যাচ-সংখ্যা)	৪১২	৪১২

সমাজভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা উপাঙ্গ

এই উপাঙ্গের আওতায় এ যাবৎ ৩৮৩ টি জলমহালে ৩৮৩টি ব্যবহারকারী দল প্রকল্পের আওতায় গঠন করা হয়েছে। এর মধ্যে এ অর্থবছরে ৩৯টি দল গঠন করা হয়। এ যাবৎ ৫১ টি বিল ব্যবস্থাপনা কমিটিকে Trained করা হয়েছে এবং এ বছরে ১৬টি বিল ব্যবস্থাপনা কমিটিকে Trained করা হয়েছে। বিল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এ বছর ১৭০০০ টি হিজল/করচের গাছ বিলের পাড়ে রোপন করা হয়েছে। এ বছর ১৩৭টি ব্যাচে প্রতি ব্যাচে ২৫ জন করে মোট ৩৪২৫ জন এলসিএস সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। যার মধ্যে ৩২% মহিলা।

প্রকল্পের অর্থায়নে সমাজভিত্তিক মৎস সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

জীবিকা নিরাপত্তা উপাঙ্গ

প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শণী সহায়তার মাধ্যমে অভীষ্ট জনগোষ্ঠির জীবিকার নিরাপত্তা ও জীবন মান নিশ্চিত করতে এই উপাঙ্গ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত করছে যার ফলে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রতিবেদন প্রণয়নকালে ৩৯২টি কমন ইন্টারেষ্ট গ্রুপ (সিআইজি) দলের ৯৮০০ জন সদস্য প্রকল্পের কৃষি, প্রাণী সম্পদ ও মৎস্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ নিয়েছে যার মধ্যে ৫৪০৬ জন মহিলা (৫৫%) এ ছাড়াও, প্রকল্প এলাকায় প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের জন্য স্থানীয় উৎসাহী বেকার নারী ও পুরুষের মধ্যে থেকে ১২০ জনকে নির্বাচিত করে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে Para-vets তৈরী করা হয়েছে।

হিলিপ প্রকল্পের অর্থায়নে শীতকালীন সবজির উৎপাদনে কৃষক দম্পতি

কর্মরত অবস্থায় আরইআরএমপি-২ এর সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীরা

ইতিমধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়ন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বরিশাল, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের ২৩টি জেলার ১,৩৭০টি ইউনিয়নে ১ম পর্যায়ে নিয়োজিত ১৩,৭০০ জন নারী কর্মীর কাজের মেয়াদ সমাপ্ত হয়েছে এবং তাদের সঞ্চয়কৃত অর্থের চেক আনুষ্ঠানিকভাবে প্রদান করা হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকেই তাদের সুবিধামত আত্ম-কর্মসংস্থানের কাজে সঞ্চয়কৃত অর্থ বিনিয়োগ করেছেন।

রেকছনা বেগম এবং তার স্বামী গরু-ছাগলের পরিচর্যা করছেন।

আত্মনির্ভরশীল রেকছনা বেগমের দিন বদলের কাহিনী

অসুস্থ স্বামী তিন সন্তান ও বৃদ্ধ অসুস্থ পিতা মাতাসহ সাত জন নিয়ে রেকছনা বেগমের অভাব অনটনের সংসার। খুবই কষ্টে চলছিল। একদিন রেকছনা বেগম মাইকে শুনতে পেল এলজিইডির মাধ্যমে আরইআরএমপি-২ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ঝালকাঠী জেলার রাজাপুর উপজেলায় ০২ (দুই) বছর মেয়াদী রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যা করার জন্য কিছু সংখ্যক লোক নিয়োগ হবে। খবর শুনে নির্ধারিত দিনে রাজাপুর ইউনিয়ন পরিষদে ভোটার আইডি কার্ড নিয়ে হাজির হন। রাজাপুর ইউনিয়ন থেকে মহিলা কর্মী হিসাবে কাজ করার জন্য নির্বাচিত হন।

এর পরের কাহিনী সম্পূর্ণ আলাদা। রেকছনা বেগম বলেন, "বর্তমানে তার তিন ছেলে মেয়ের মধ্যে দুই ছেলে মেয়ে পড়াশুনা করে। বড় ছেলে একটি দোকানে কাঠের ফার্নিচারের কাজ করে"। রেকছনা বেগম তার বেতনের টাকা দিয়ে সামান্য করে প্রতিমাসে জমিয়ে একটি ছাগল ক্রয় করে। প্রথম বছর শেষে ছাগলের সংখ্যা দাড়াঁয় চারটি। পরবর্তী বছর একটি ছাগল রেখে বাকীগুলো বিক্রি করে তাদিয়ে সে একটি ছোট গরু ক্রয় করে। বর্তমানে গাই-গরু সহ তার গোয়ালে গরুর সংখ্যা ০৪টি। প্রতিদিন সে তিন কেজি গরুর দুধ বিক্রি করে। এছাড়া তার কাজের মেয়াদ শেষে প্রাপ্ত সঞ্চয়ের টাকা দিয়ে বাড়ির মজা পুকুর পরিস্কার করে মাছ চাষ শুরু করে এবং পুকুর পাড়ে শাক সবজি চাষ শুরু করে। যে সবজি হয় তা দিয়ে তার পরিবারের চলে যায়। তাছাড়া রেকছনা বেগম হাঁস ও মুরগী পালন করে তাদিয়ে তার পরিবারের আমিষের চাহিদা পুরণ হয়। এখন রেকছনা বেগম স্বামী, তিন সন্তান ও বৃদ্ধ পিতা মাতা নিয়ে সুখেই আছেন।

রেকছনা বেগম এবং তার পুকুর।

	জীবিকা নিরাপত্তা উপাঙ্গের ক্ষেত্রে অর্জিত অগ্রগতি

কার্যক্রম	ভৌত অগ্রগতি (২০১৬-১৭)	
	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
সিআইজি গঠন (৮৮৭ টি x ২৫ জন)	২১৮৭৫ জন	২১৯২০জন
শস্য প্রদর্শণী স্থাপন	১৪০ টি	১৪০টি
প্রাণীসম্পদ প্রদর্শণী স্থাপন	১৯৬ টি	১৯৬ টি
মৎস্য প্রদর্শণী স্থাপন	৫৬ টি	৫৬ টি
বিভিন্ন আয় বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ও এক্সপোজার ভিজিট	১৭১৫০ জন	১৭১৫০ জন
গ্রামীন বনায়নের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান	১৪৩২০ জন	১৪৩২০ জন
উন্নতমানের বাঁশ, বেত, কাঠ ও পাঠ জাতীয় দ্রব্য উৎপাদনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান	১৮৮০ জন	১৮৮০জন
বিভিন্ন ট্রেডে ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ প্রদান	১৪০০ জন	১০০০ জন
প্যারাভেট প্রশিক্ষণ প্রদান	২১০ জন	১২০জন
সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ/বিভিন্ন দিবস উৎযাপন	৪২ টি	৪২ টি
শ্রেষ্ঠ কৃষকদের পুরুস্কার প্রদান	১১৩ জন	১১৩ জন

মানবসম্পদ উন্নয়ন

নিয়মানুযায়ী প্রকল্পভূক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীও অভীষ্ট জনগোষ্ঠী উভয়ের জন্যই বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রকল্পের ১৬৮ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে ফাউন্ডেশন ট্রেনিং, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, স্কীম প্রস্তুতকরণ এবং মাননিয়ন্ত্রণ, আইসিটি প্রশিক্ষণ, খাল খনন, টমপ্রো সফটওয়্যার ব্যবহার, মনিটরিং এবং ইভালুয়েশন ও নলেজ ম্যানেজমেন্ট এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এদের মধ্যে মহিলা ৫৯ জন ছিল। জেন্ডার বিষয়ক মূলধারার উপরও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উপকারভোগীদের মধ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২৯৯০ জন এলসিএস এবং ৭৮৭৩ জন সিআইজি মহিলা সদস্যও প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। এছাড়াও, প্রকল্প এলাকায় স্থানীয় উৎসাহী বেকার নারী ও পুরুষের মধ্যে থেকে নির্বাচন করে মোট ১২০ জনকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে Para-vets হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে।

শ্রমবাজার ও মাতৃত্ব

পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন উপাঙ্গের আওতায় প্রকল্পে হাওর অঞ্চলের দরিদ্র পরিবার থেকে আসা নারীরা এলসিএস অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে থাকে। তার একাধারে যেমন পরিবারের ভরণপোষণকারী, তেমনি তাদের অনেকেই শিশু সন্তানের জননী। মায়ের অনুপস্থিতিতে এই সমস্ত পরিবারে শিশুর দেখাশুনা করার মত কেউ থাকে না। এই বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ জেন্ডার ইস্যু হিসাবে বিবেচনায় এনে হিলিপ কর্তৃপক্ষ প্রতিটি সাইটে 'ডে কেয়ার সেন্টার' হিসেবে ব্যবহারের জন্য একটি অস্থায়ী ছাউনী তৈরীর নিয়ম চালু করেছে, যার ফলে মাতৃত্বে ও পাশাপাশি নারীর জন্য শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ সহজসাধ্য হচ্ছে।

নারীর কর্মসংস্থান

এই প্রকল্পে একদিকে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বিল ও খাল খনন কার্যক্রমে নারীরা অংশ নিয়ে স্বল্পমেয়াদে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে। অপরদিকে, জীবিকার নিরাপত্তা উপাঙ্গে অংশ নিয়ে প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী সহায়তার মাধ্যমে নারীরা স্ব-কর্মসংস্থানেরও সুযোগ পাচেছ। এই অর্থবছরে এলসিএস দলে ২৯৯০ জন নারী অর্ন্তভূক্ত হয়ে প্রশিক্ষণগ্রহণ ও স্বল্প সময়ে কর্মসংস্থানেরসুযোগ পেয়েছে এবং ৭৮৭৩ জন নারী সিআইজি দলে অর্ন্তভূক্ত হয়ে প্রকল্পের কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন এবং উৎপাদনমূলক কাজের সাথে যুক্ত হয়েছেন। নারীদের কাজের স্বীকৃতি স্বরুপ এলজিইডি কেন্দ্রীয়ভাবে তাদের পুরস্কৃত করেছে।

এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এই প্রোগ্রামের দাতা সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বরিশাল, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের ২৩টি জেলায় প্রকল্পভূক্ত দুঃস্থ নারী কর্মীদের স্বাস্থ্য সেবা ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে চকঝঝ কর্তৃক নিয়োজিত ৪০টি Partner Organization দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও রংপুর বিভাগের প্রোগ্রামভুক্ত দুঃস্থ নারীকর্মীদের এলজিইডি নিয়োজিত ১০টি স্থানীয় ঘএঙ প্রশিক্ষণ প্রদান করে যাচ্ছে। প্রশিক্ষণসমূহ সচেতনতামূলক ও লাভজনক আত্মকর্ম ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত। পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রাথমিক হিসাবরক্ষণ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ, মাশরুম চাষ, নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহার পদ্ধতি ও এর গুরুত্বের বিষয়েও কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

সড়কসমূহের স্থায়িত্ব বৃদ্ধির স্বার্থে রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি সড়কের উভয় পার্শ্বে ২৩০ কিঃ মিঃ সড়কে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।

আরইআরএমপি-২ এর সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীরা বৃক্ষরোপণ করছেন।

৫৯,১৮০ জন দুঃস্থ মহিলা কর্মীগণকে স্বপরিবারে একটি আত্মনির্ভরশীল পরিবার হিসেবে তৈরী করার যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে এই 'প্রোগ্রাম' বাস্তবায়িত হচ্ছে, আশা করা যায় প্রোগ্রামটি সফল বাস্তবায়নের পর আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে প্রোগ্রামে নিযুক্ত দুঃস্থ নারীগণ আত্মনির্ভরশীল হতে সক্ষম হবেন এবং তারা আর দারিদ্র সীমার নীচে ফিরে যবেন না

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (HFMLIP), এলজিইডি অংশ

নিয়ামতপুর ইউপি অফিস হতে মরিচাখালি বাজার রোড়। উপজেলা ঃ করিমগঞ্জ জেলা ঃ কিশোরগঞ্জ।

মেঘনা অববাহিকার হাওর অঞ্চল বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত। প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে হাওর অঞ্চলের ৮৬০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা প্লাবিত হয় ও অতিবর্ষনে সৃষ্ট আকস্মিক বন্যায় ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এর ফলে জীবনযাপন সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং দৈনন্দিন কর্মকান্ড ব্যহত হয়। হাওর মাস্টার প্ল্যান এর আলোকে জাইকা ২০১৩ইং সালে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর ২৯টি উপ-প্রকল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে চিহ্নিত করে। এরই ধারাবাহিকতাই গত ১৬ জুন, ২০১৪ তারিখে ৩৫তম ওডিএ লোন প্যাকেজ এর আওতায় বাংলাদেশ সরকার ও জাইকার মধ্যে ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো বন্যা হতে ফসলের ক্ষতি হ্রাস, যাতায়াত সুবিধা বৃদ্ধি এবং মৎস্য সম্পদের উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধির মাধ্যমে হাওর অঞ্চলের জনগনের জীবনমান উন্নয়ন। এলজিইডি'র মাধ্যমে হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পটি ৮৮০.০০৬৪ কোটি টাকা (জিওবিঃ ২৮৩.৩০৬৭ কোটি + প্রকল্প সাহায্যঃ ৫৯৬.৩৬৯৯৭ কোটি) ব্যয়ে কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ৩৩টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের মেয়াদকাল জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০২২ পর্যন্ত। প্রকল্পের প্রধান দুটি উপাংগ হচ্ছেপল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন ও মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন।প্রকল্পের আওতায় ৪১৬কিঃমিঃ গ্রামীন সড়ক, ৭৮০মি ব্রীজ, ৮৬০মি কালভার্ট,২০০কি:মি গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ, ২২টি হাট ও ২৪টি ল্যান্ডিং ঘাট নির্মাণ করা হবে। এছাড়াও মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন এর আওতায় ১৫০টি বিলের উন্নয়ন কাজ (অভয় আশ্রম ও জলজ উদ্ভিদ রক্ষা), ২১০ কি:মি বিল সংযোগ খাল খনন, বিল স্কিনিং ,রিসোর্স ম্যাপিং ,খাঁচায় মাছ চাষ, আঙিনা সংলগ্ন পুকুরে মাছ চাষ, দাউদকান্দি মডেল কালচার সহ মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কাজ করা হবে।

বনিয়াচং জিসি হতে কুমড়ি দুর্গাপূর ভায়া জনাব আলি কলেজ সড়ক মেরামত। উপজেলা ঃ বনিয়াচং জেলা ঃ হবিগঞ্জ

প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি

প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে ১১৫ কি:মি গ্রামীন সড়ক নির্মাণ ও ১৫ কি:মি অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষণ কাজ করা হয়েছে। এছাড়াও ১৮৫মিঃ কালভার্ট, ২টি হাট ও ২টি ঘাট নির্মন করা হয়েছে। মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন এর আওতায় ৬৪টি বিলের স্থানীয় পর্যায়ে প্রকৃত মৎস্যজীবিদের মাধ্যমে গঠিত বিল ব্যবহারকারী সংগঠনের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। উক্ত বিল ব্যবস্থাপনায় ১৯০১ জন মৎস্যজীবি জড়িত আছে তন্মধ্যে ৪৮৬ জন নারী। হস্তান্তরিত বিলগুলোর মধ্যে ১০টি বিল পুনঃখনন করা হয়েছে এবং ২৩ কি:মি বিল সংযোগ খাল পুনঃখনন সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও সুফলভোগীদের মাধ্যমে ৬৮টি পুকুরে মাছ চাষ পরিচালিত হচ্ছে, ২টি পেন কালচার, ২টি দাউদকান্দি মডেলের মাছ চাষ,২টি খাচায় মৎস্যচাষ ও ২টি মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যেখানে মোট ২৪১ জন দরিদ্র সুফলভোগী জড়িত। মূলত হাওর এলাকার দরিদ্র জনগনকে মৎস্য চাষে উৎসাহ প্রদানের জন্য উক্ত প্রকল্পগুলো গ্রহন করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আওতায় এলজিইডি কর্তৃক অনুমোদিত প্রশিক্ষন ক্যালেন্ডার মোতাবেক ৪২৯৭ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, তন্মধ্যে ১১১১ জন নারী। চলতি বছর প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট ৪১১ জন কর্মকর্তা বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় কর্মসূচীতে অংশ গ্রহণ করেছেন ।

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ১০০০০ লক্ষ টাকার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় যার ভৌত অগ্রগতি ১০০% ও আর্থিক অগ্রগতি৯৯.৪%। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি ২১.০০% ও আর্থিক অগ্রগতি ২০.৭২%।

অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় অংশগ্রহনমুলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পটি এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক, ইফাদ ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পটির সার্বিক লক্ষ্য হচ্ছে পানির সুষ্ঠু ব্যবহারের করে টেকসই কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারের দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কাজে সহায়তা করা। দরিদ্র্য জনগোষ্ঠিকে বিশেষ বিবেচনায় নিয়ে উপ-প্রকল্প এলাকার সকল শ্রেণী ও পেশার জনগণের দ্বারা পরিচালিত একটি টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রচলন করা এ প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য। জানুয়ারী ২০১০ থেকে জুন ২০১৮ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পের মাধ্যমে ২৬৫ টি নতুন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পে বাস্তবায়িত ৫৮০টি উপ-প্রকল্পের মধ্য হতে ১৪৮টি উপ-প্রকল্পের কার্যকারীতা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা নিয়ে প্রকল্পটির কাজ শুরু হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ২,২৫,০০০ হেক্টর জমিতে দানাদার শস্যের উৎপাদন ৭,৩৫,৬৮৭ টন, অদানাদার শস্যের উৎপাদন ৪,১২,৭৫০ টনে বৃদ্ধি পাবে এবং ২,৮০,০০০ পরিবার উপকার পাবে।

২০১৬-১৭ইং অর্থ বছরে ১৬১টি নতুন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এর মধ্যে ১৬১টি উপ-প্রকল্পের ভৌত কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ৮৪টি নতুন উপ-প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৭৭টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি উপাংগের আওতায় একই বছরে গৃহিত ৫৩টি উপ-প্রকল্পের মধ্যে ৪১টি উপ-প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বাকী ১২টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। উপ-প্রকল্প এলাকার দরিদ্র্য এবং দুঃস্থ নারী ও পুরুষের সমন্বয়ে ২,৭৪৭ টি এলসিএস দল গঠন করা হয়েছে। এ সকল উপ-প্রকল্পের মাটির কাজে ২২,৮৯১ জন নারী এবং ৪৫,৭৪৪জন পুরুষ চুক্তি বদ্ধ শ্রমিক অংশগ্রহণ করেছেন। পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) সদস্য ও প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সরকারের বিভিন্ন বিভাগে প্রশিক্ষণের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ১,৫৫৯টি প্রশিক্ষণ ইভেন্ট ১২,০৭৪জন পুরুষ এবং ৬,৯৬৭জন নারী অংশগ্রহণ করেন। এর ফলে ৫০,৭৩৭জন দিবসের সৃষ্টি হয়েছে।

প্রকল্পের আওতায় উপ-প্রকল্পে গঠিত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস) লিঃ এর মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রশিক্ষণ কোর্স বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড), কোটবাড়ী, কুমিল্লায় এবং পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ) বগুড়ায় চলমান রয়েছে মাঠ পর্যায়ে ৩০টি পাবসস এর দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রশিক্ষণে পাবসস এর ম্যানেজিং কমিটির সদস্য, কমিউনিটি এ্যাসিসট্যান্ট (সিএ), দরিদ্র জনগনের প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/মেম্বার, কৃষি, মৎস্য, প্রানিসম্পদ, সমবায় ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রতিনিধিসহ এলজিইডি ও প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে থাকেন। দারিদ্র্য হ্রাসকরণ পরিকল্পনা অনুসারে সমিতি যথাযথভাবে গৃহীত কার্যক্রম পরিচালনা করে সহজে দারিদ্রতা হ্রাস করা সম্ভব এবং অত্র প্রকল্প থেকে তা মনিটরিং করা হচ্ছে। বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্পগুলির মধ্যে (এসপি-৪১০০৭) হারুয়ালছড়ি, (এসপি-৪১০১০) স্বর্ণখালী, (এসপি-৪৩০২৯) নুর আলী চরকগাছিয়া,(এসপি-২২০৪০) সোনাইছড়ি, (এসপি-২৫২৮৮) দারিয়াপুর, (এসপি-৪৪০৮৭) মহাডাঙ্গা পান্নাবিল, (এসপি-২৫২৩৩) অগ্রণী গন্দব্যপুর, (এসপি-২৫২৮৮) মানুখালী ইত্যাদি উপ-প্রকল্পগুলি শতশত ভালো উপ-প্রকল্পের মধ্যে ২/৪ টি উদাহরণ মাত্র। বিশেষ করে পাবসসভুক্ত নারীদের হাঁস-মুরগী পালন, গবাদি পশু মোটা তাজাকরণ, সেলাই, নকসীকাঁথা, পুকুর পাড়ে সবজি চাষ ইত্যাদি আয়বর্ধকমূলক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়ে থাকে যার মাধ্যমে শতশত মহিলা সদস্য আজ দারিদ্রতাকে জয় করতে পেরেছে।

দেশের বিভিন্ন জেলা হতে প্রাপ্ত উপ-প্রকল্প প্রস্তাবের মধ্যে থেকে এ পর্যন্ত মোট ৩৪১টি প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের পিআরএ, ২৯০টি উপ-প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই এবং ২৯০টি উপ-প্রকল্পের নকশা প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

রোজিনা খতুন ঃ সফল মাছ চাষী

রুজিনা খাতুন যখন ৫ম শ্রেণীতে পড়ে তখন কিশোরগহঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলার বুরুদিয়া ইউনিয়নের অর্ন্তগত মান্দারকান্দি গ্রামের দরিদ্র দিনমজুর মোঃ স্বপন এর সাথে মাত্র ১৪ বছর বয়সেবিয়ে তার হয়। স্বামী স্বপনের একার আয়ে সংসার চলত না। নিজে বাহিরে গিয়ে কোন কাজ করবে এ রকম সুযোগ ছিল না। ফলে বছরে প্রায় ৩ মাস দু'বেলা খাবার ঠিকমত খেতে পারতেন না। ২০15 সালে তার মেয়ের বিবাহ কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকলেও অভাব অনটনেরকারনে মেয়েকে আনুষ্ঠানিকভাবে শশুরবাড়ীতে উঠিয়ে দেওয়া নিয়ে নানা রকম দুঃচিন্তার মধ্যে দিনযাপন করছিলেন। এ ছাড়াও অভাবের কারনে ৯ম শ্রেণীতে পড়া অবস্থায় তার ছেলেকে ৩ বছর পূর্বে ম্যাকানিক্যাল কাজ শেখানোর জন্যঢাকায় পাঠিয়ে দেন। এ পরিস্থিতিতে হাওড় অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প হতে “বসত বাড়ীর পুকুরে মাছ চাষ” বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও তিন বছর মেয়াদীসুদমুক্ত ঋন গ্রহণ করে মাছ চাষ শুরু করেন। প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষন গ্রহণ করে তিনি মাছ চাষের জন্য পুকুর প্রস্তত করেন। পুকুরে চুন ও সার প্রয়োগ করে পুকুরে ৫-৬ ইঞ্চি সিলভার কার্প, কাতল, রুই, মৃগেল, কার্পিও, গ্রাসকার্প ও থাই পুটিসহ মোট ৭ প্রজাতির মাছের ২৫২৪টিপোনা মজুদ করেন। খৈল, কুড়া, গমের ভুষি নিদিষ্ট অনুপাতে ভিজিয়ে পিলেট তৈরি করে পুকুরে সকাল ও বিকালে নিদিষ্ট স্থানে খাবার দিতে থাকেন এবং এই খাবারের পাশাপাশি ভাসমান ফিড (সিপি)দেওয়া হয়। রুজিনা খাতুন নিজে নিয়মিত খাবার প্রয়োগ ও ১৫ দিন পরপর মাছের বৃদ্ধি (দৈর্ঘ্য ও ওজন) পর্যাবেক্ষন করতে থাকেন। এভাবে নিবিড় পরিচর্যার ফলে পোনা মজুদের ৩ মাসের মধ্যেই মাছ বিক্রয়ের উপযোগী হয়ে ওঠে এবং তিনি ১,১০,০০০.০০ টাকার মাছ বিক্রি করেন। মাছ বিক্রয়ের টাকা দিয়ে প্রথমেই তিনি তার বিবাহিত মেয়েটিকে আনুষ্ঠানিক ভাবে শশুরবাড়ীতে তুলে দেন। ১০,৫০০.০০ টাকা ব্যয়ে একটি স্যালোমেশিন ক্রয় করেছেন এবং ৭০ শতাংশের অন্য একটি পুকুর বাষিক ২০,০০০.০০ টাকা দিয়ে ইজারা নিয়েছেন। এছাড়া তিনি ৯ শতাংশ জমিতে কলা চাষ করেছেন। ২৫০০.০০ টাকা ব্যয়ে তিনি বাড়িতে একটি রিং স্লাভ ল্যাট্রিন স্থাপন করেছেন। ৪০,০০০.০০ টাকা পরবর্তী বছরে মাছ চাষের জন্য ব্যাংকে গচ্ছিত রেখেছেন। রুজিনা খাতুন সাহসি ও যথেষ্ট পরিশ্রমী গৃহিনী। কঠোর পরিশ্রমের ম্যাধমে তার পরিবারকে অনেকটা দারিদ্রমুক্ত করতে পেরেছেন। অনেকে তার কাছে মাছ চাষের জন্য পরামর্শ নিচ্ছে। বর্তমানে তিনি মাছ চাষকে পেশা হিসাবে নিয়েছেন। এই কার্যক্রম তিনি আগামীতে আরও ভাল ভাবে চালিয়ে যাবেন এবং নিজের আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন করবেন। হাওড় অঞ্চলের বন্যাব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প -এলজিইডি'এর সহযোগীতায় রুজিনা খাতুন সমাজে একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি হিসাবে পরিচিতি পাবেন এই প্রত্যাশা তার।

উপসংহার ঃ হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পে গ্রামীণ সড়ক নির্মাণ ও মেরামতের ফলে পল্লী অঞ্চলের জনগণের যাতায়াতে গতিশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যানবাহন চলাচল বেড়েছে, ভ্রমনের সময়হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়া বাজারে প্রবেশ সুবিধা বৃদ্ধিসহ উৎপাদিত ফসল ও সম্পদ বিপণন, জীবিকার সুযোগ ও সামাজিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পাচ্ছে। মৎস সম্পদ উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নে জনগণের অংশগ্রহণের ফলে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও জীব-বৈচিত্র সংরক্ষণ ও টেকসই জলমহল ব্যবস্থাপনায় দরিদ্র নারী ও পুরুষের প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি পাবে। হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প টি বাস্তবায়নের ফলে সম্পদের দক্ষ, সাশ্রয়ী ও ন্যায়সংগত ব্যবহার নিশ্চিত হবে।

সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ উপজেলাধীন বাঘা বিল পাবসসের সদস্য আব্দুল খালেক নিজের পুকুরে মাছ চাষ করে স্বাবলম্বী হয়েছেন

নগর উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১০ সালের তথ্য মতে নগর জনসংখ্যার প্রায় ২১ শতাংশ দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে, যার এক-তৃতীয়াংশই অতি দরিদ্র। জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত বিভিন্ন জরিপ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনে নগর দারিদ্রের বিষয়টিকে বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকারযোগ্য বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলাদেশে নগর জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির (বছরে প্রায় ৪ শতাংশ হারে) সঙ্গে সঙ্গে নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপার্জন বাড়িয়ে এবং আয় সংশ্লিষ্ট নয় অথচ দারিদ্রের কারণ এমন বিষয়, যেমন-অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, স্বাক্ষরতা, নিরাপদ পানি সরবরাহ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, অনিশ্চিত জীবন জীবিকা, সরকারী-বেসরকারী সেবার অভাব ইত্যাদির ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন এবং একই সঙ্গে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে মহিলাসহ সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে এলজিইডি'র আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পভুক্ত সিটি কর্পোরেশনসহ সকল পৌরসভায় "দারিদ্র্য বিমোচন কর্মপরিকল্পনা" প্রস্তুত করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এলজিইডি কর্তৃক নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে ১০৪.৭০ লক্ষ জনদিবস কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে যার মধ্যে "নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট অন্যতম। প্রকল্পটির আওতায় উত্তরাঞ্চলসহ ১৪টি জেলার ১৮টি পৌরসভায় দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রম চলমান আছে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় পৌরসভাগুলোর অবকাঠামো নির্মাণ, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পৌরসভার বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে জনগণের সম্পৃক্ততা এবং দারিদ্র্য হ্রাসকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। প্রকল্প হতে "দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা" প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে পৌর এলাকায় পিছিয়ে পড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী করতে বিভিন্ন আয়বর্দ্ধণমূলক কাজের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। দরিদ্র এলাকার মানুষের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্র এলাকায় টয়লেট স্থাপন, টিউবওয়েল ও সোলার লাইট স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে চলেছে। এই পরিকল্পনার অংশ হিসাবে পিছিয়ে পড়া দরিদ্র মহিলাদেরকে নকশীকাঁথা ও সেলাই প্রশিক্ষণ শেষে প্রত্যেককে সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়েছে। প্রদানকৃত সেলাই মেশিন ব্যবহারের মাধ্যমে ঘরে বসে অতিরিক্ত আয়ের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে অনেকাংশ সুফল পাওয়া যাচ্ছে।

প্রকল্পটির মেয়াদ: জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৭। সে মোতাবেক প্রকল্পটি ৩০শে জুন ২০১৭ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে এবং সকল পরিকল্পিত কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয়েছে। ডিপিপি'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের যে কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে তা নিম্নরূপ:

ডিপিপির লক্ষমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়িত কাজ ঃ

১)	সড়ক/বাঁধ রিসেকশনিং	৩৮১.০০ কিঃমিঃ,
২)	এইচবিবি দ্বারা গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন	৪৫.০০ কিঃমিঃ,
৩)	ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন	৪.৪১ কিঃমিঃ,
৪)	গ্রামীণ সড়ক এবং সড়কের অবকাঠামো মেরামত (কালভার্ট/ইউ ড্রেন)	৪৫.০০ কিঃমিঃ,
৫)	সিসি ব্লক রোড	৩.১১ কিঃমিঃ,
৬)	নিস্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ (কালভার্ট/ইউ ড্রেন)	৫৩৯.০০ মিঃ
৭)	খাল পুনঃ খনন	৬২.০০ কিঃমিঃ
৮)	স্লোপ প্রোটেকশান ওয়ার্ক	২১০০.০০ মিঃ
৯)	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জন্য পুকুর খনন	৪০ টি
১০)	গ্রামীণ বাজার উন্নয়ন	৪৩ টি
১১)	নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর বর্ধিতকরণ	৫ টি
১২)	ইউনিয়ন পরিষদের জন্য ব্লক গ্রান্ট	২৬ টি
১৩)	বৃক্ষরোপন ও পরিচর্যা	১৪২.২২ কিঃমিঃ

উল্লেখিত কর্মসূচীগুলি বাস্তবায়নের লক্ষে স্কীম নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পদ্ধতি সমূহ অনুসরন করা হয়েছে ।

- ✔ সমস্ত স্কীম স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সুফলভোগী জনগনের (ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, মেম্বার, স্থানীয় জনসাধারন, স্কুল শিক্ষক, LCS প্রতিনিধি, NGO প্রতিনিধি ইত্যাদি) সাথে Local level planning workshop এর মাধ্যমে আলোচনা ও মতবিনিময় করে এবং Participatory Rural Appraisal (PRA) এর মাধ্যমে স্কীম নির্বাচন করা হয়েছে।
- ✔ স্কীম নির্বাচনে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট সমস্যাদি নিরসনের জন্য Hazard Map প্রনয়নের মাধ্যমে স্কীম নির্বাচন করা হয় ।
- ✔ স্কীম নির্বাচনে জলবায়ূ পরিবর্তন বিশেষজ্ঞের মতামত বিবেচনা করা হয় ।
- ✔ নির্বাচিত অবকাঠামো জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে উপকার ভোগীদের সাহায্য করা।
- ✔ বন্যা বা ঘূর্ণিঝড় পূর্বাভাসে সাইক্লোন সেল্টার ও অন্যান্য নিরাপদ স্থানে যাতায়াতকারী সড়ক উন্নয়নে প্রাধান্য দেয়া।
- ✔ কৃষিজমির জলাবদ্ধতা দূরীকরণে খাল খনন স্কীম গ্রহনে অগ্রাধিকার দেয়া।
- ✔ দ্রুত বন্যার পানি নিস্কাশনের জন্য রাস্তায় প্রয়োজনীয় কালভার্ট/ইউ-ড্রেন নির্মাণে অগ্রাধিকার দেয়া ।
- ✔ সাইক্লোন সেল্টার ও এলাকার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানের সংযোগকারী সড়কের ক্ষতিগ্রস্থ স্লোপের মেরামতের জন্য স্লোপ প্রোটেকশন স্কীম গ্রহন।
- ✔ উন্নয়নের জন্য নির্বাচিত অবকাঠামো সরকারী মালিকানাধীন জমিতে নির্মাণ।
- ✔ স্থানীয় জনগনের সকলের নির্মিত অবকাঠামো ব্যবহারের অধিকার।
- ✔ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং উপকূলীয় উইন্ড ব্রেকার হিসাবে কাজ করে এরূপ বৃক্ষরোপণে অগ্রাধিকার দেয়া।

প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত (জুন ২০১৬) মোট ১৫০০০ জন এলসিএস মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং ১১,০০,০০০ এলসিএস শ্রম দিবস সৃষ্টি হবে।

এ পর্যন্ত (জুন ২০১৭) মোট ২০৫৫৬ জন এলসিএস এর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে তন্মধ্যে পুরুষ ১৫২৫ জন এবং মহিলা ১৯০৩১। সর্বমোট ১১,৯২,৮৭৩ জনদিবস কর্ম সংস্থান হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন প্রকল্পের উন্নয়ন কাজের উপর গৃহীত কিছু আলোকচিত্র

ডেনমার্কের বানিজ্য ও উন্নয়ন সহযোগীতা বিষয়ক মন্ত্রী সিসিএপি প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন কালে এলজিইডি এর প্রধান প্রকৌশলী Mr. Mogens Jensen জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী এর সাথে করর্মদন করছেন।

বাংলাদেশে ডেনমার্কের মান্যবর রাষ্ট্রদুত Mr. Mikael Hemniti Winther সিসিএপি প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করছেন।

এলসিএস মহিলা সদস্যবৃন্দ মাটির রাস্তা উঁচু করছে।

এলসিএস মহিলা সদস্য জলাবদ্ধতা নিরসনে কালভার্ড নির্মাণ করছে।

এলসিএস মহিলা সদস্যবৃন্দ বছর ব্যাপী চলাচল উপযোগী এইচবিবি সড়ক নির্মাণ করছে

এলসিএস মহিলা সদস্যবৃন্দ নিস্কাশন খাল খনন করছে।

হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (হিলিপ) এবং ক্লাইমেট এডাপটেশন এবং লাইভলিহুড প্রোটেকশন (ক্যালিপ)

"হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন"শীর্ষক প্রকল্পটি স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ইফাদ ও স্পেনিশ ট্রাষ্ট ফান্ড এর সাহায্যপুষ্ট একটি প্রকল্প। প্রকল্পটি হাওর অধ্যুষিত সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, ব্রাহ্মনবাড়ীয়া ও নেত্রকোনা জেলায় ২৮ টি উপজেলার দরিদ্র মানুষের ভাগ্য উন্নয়ন ও বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। জানুয়ারী ২০১২ থেকে জুন ২০১৯ ইং পর্যন্ত মেয়াদকালে প্রকল্প টি হাওর এলাকায় কাজ করবে। হাওর অঞ্চলের মানুষকে পরিবেশের বিরুপ প্রভাব থেকে বাঁচানো ও পরিবেশ টেকসই করার জন্য ২০১৪ সনে এ প্রকল্পের সাথে ক্যালিপ (ক্লাইমেট এডাপটেশন এবং লাইভলিহুড প্রোটেকশন) একটি উপ প্রকল্প যুক্ত হয়। হিলিপ ও ক্যালিপ ৬৮৮০০০ হাউজহোল্ডকে সেবা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করছে যার অধিকাংশই দরিদ্র মানুষ। ইতোমধ্যে ২,১৯,১৫০ মানুষ সরাসরি উপকৃত হয়েছেন যাত ৩৯% মহিলা।

হাওর অঞ্চলের দারিদ্র হ্রাসকরণ, বিকল্প কর্ম সংস্থান সৃজন, যোগাযোগ ও বাজার ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান উন্নয়ন, স্থানীয় সম্পদ ব্যবস্তাপনার লক্ষ্যে এই প্রকল্প গ্রামীন যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন, পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন, সমাজভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, জীবিকার নিরাপত্তা সৃজন, পরিবেশ অভিযোজনের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিকরণসহ নানামুখী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

প্রকল্পের অগ্রগতি

হিলিপ প্রকল্প এর ৬টি উপাঙ্গের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৫টি জেলায় অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ৭৫ কিলোমিটার উপজেলা সড়ক, ১১৩ কিলোমিটার ইউনিয়ন সড়ক, ২২৩ কিলোমিটার গ্রামীন সড়ক, ১৯৫৯ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট, ৩২টি বোট লান্ডিং ঘাট, ৫১ টি গ্রামীন বাজার উন্নয়ন, ২৩টি বাজার রক্ষা দেয়াল এবং ৬১ টি গ্রাম রক্ষা বাধ নির্মাণ করা হয়েছে। এতে ৪২১২০ জন গ্রামীন দারিদ্র লোকের (এলসিএস) কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় এ পর্যন্ত ৫টি জেলায় ৩০ কিলোমিটার খাল খনন, ৫৮ টি বিল উন্নয়ন এবং ৭৮২০০ টি হিজল-করচ গাছের চারা রোপন করা হয়েছে। এ সকল কার্যক্রমের দ্বারা ৬৭ ৩০ জন এলসিএস এর জন্য ১০০৫৭৭ কর্মদিবস কাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

লাইভলিহুড ইমপ্রুভমেন্ট কার্যক্রমের আওতায় ইতোমধ্যে এ পর্যন্ত ৫টি জেলায় ৬৮০৬৬ জন কৃষককে কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। হাতে কলমে কৃষদদের শিখানোর জন্য ১৬৬৫ টি বিভিন্ন প্রদর্শণী খামার স্থাপন করে উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ, পশু প্রতিপালন, মৎস্য চাষ করা হচ্ছে। এতে ৬০২টি শস্য, ৮৩৯ টি প্রাণিসম্পদ এবং ২২৪ টি মৎস্য সম্পদ প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে। এসব প্রদর্শণীর সাথে ৫১৮৯ জন উপকারভোগী যুক্ত আছেন। তাছাড়া ৪৪১৩৭ টি গরু ছাগল ভেড়া মহিষকে ভ্যাকসিনেশন প্রদান ও কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়ানো হয়েছে। ৩৬০০ গাভীর কৃত্রিম প্রজনন করানো হয়েছে । ৩৯০ জন গ্রামীণ বেকার যুবককে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রামীন পশু চিকিৎসা কর্মী (প্যারাভেট) তৈরী করা হয়েছে। এসব প্রারাভেটগণ এখন গ্রামে গঞ্জে প্রাণী স্বাস্থ্য রক্ষায় কাজ করে স্বাবলম্বী হচ্ছেন। তাছাড়াও প্রকল্পের মাধ্যমে ভ্যালুচেইন কার্যক্রমের মাধ্যকে কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের সঠিক মূল্য প্রাপ্তির বিষয়ে নিশ্চিত করা হয়েছে।

প্রকল্পের ক্যালিপ অঙ্গের আওতায় ৩৫৫৪২ উপকারভোগীকে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত গ্রামীণ বনায়নে ২৯৫১৫ জন, পুকুরে মৎস্য চাষ ২৩২০ জন, বাঁশ বেত কাঠ ও পাট জাতীয় পণ্য উৎপালনে ২৮৮০ জনকে এবং ১০০ জনকে সেলাই, ৬০ জনকে মোবাইল ফোন/কম্‌পিউটার রিপিয়ারিং, ১১৮ জনকে ডিজেল ইঞ্জিন/পাম্প রিপিয়ারিং, ৬০ জনকে ওয়েল্ডিং, ৬০ জনকে রেফ্রিজারেটর, ২৯০ জনকে ইলেকট্রিশিয়ান, ৫৯ জনকে প্লাম্বিং, ৬০ জনকে মোটর সাইকেল মেরামত এবং ২০ জনকে ড্রাইভিং এর উপর প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

হাওর এলাকায় আগাম বন্যায় প্রতি বছর একমাত্র বোরো ফসল নষ্ট হয়। প্রকৃতিসৃষ্ট পরিবেশের বিরুপ প্রভাব থেকে হাওরবাসীদের বোরো ফসল আগ্রীম কর্তনের জন্য প্রকল্পের অর্থায়নে হাওর এলাকার কৃষকদেরকে বন্যার আগাম সতর্কীকরণ বার্তা প্রদাণের পদক্ষেপ হিসেবে Flash Flood Early Warning System (FFEWS) উন্নয়নের কাজ চলছে। এ বিষয়ে এলজিইডি'র সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ আবহাওয়া অদিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ও ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (ওডগ)এর সাথে সমঝোতা পত্র স্বাক্ষর করে একযোগে কাজ করছে। এসব প্রতিষ্ঠান প্রকল্পের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রকল্পভূক্ত হাওর জেলাগুলিতে দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মকোবেলায় একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। এসব কাজের ফলে হাওরের কৃষকগণ তাদের ফসল রক্ষার জন্য ৩-৫ দিন পূর্বেই বন্যার আগাম সতর্কীকরণ বার্তা পাবেন। কৃষকদেরকে মোবাইল ফোন, রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে তা জানানো হবে।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে অংগভিত্তিক উল্লেখযোগ্য অর্জন

যোগাযোগ অবকাঠামো উপাঙ্গ

এ উপাঙ্গের আওতায় হাওর ভূক্ত উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ/উন্নয়ন এবং এ সমস্ত সড়কগুলোর উপর সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া মালামাল উঠা-নামার জন্য কিছু সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ ঘাট নির্মাণ করা হয়েছে। নিচের সারণিতে অগ্রগতি প্রদর্শিত হলো।

হাওর এলাকায় নির্মিত একটি উপজেলা সড়ক

যোগাযোগ অবকাঠামো উপাঙ্গের অর্জিত অগ্রগতি

উপ-অংগ	ভৌত অগ্রগতি (২০১৬-১৭)	
	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
উপজেলা সড়ক নির্মাণ (কিলোমিটার)	২০	১৫
ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ (কিলোমিটার)	৩০	২০
উপজেলা সড়কে সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ (মিঃ)	২০	৩৮
ইউনিয়ন সড়কে সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ (মিঃ)	৯৩	১০৮
গ্রামীন সড়কে সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ (মিঃ)	১৪৮	১৮৩
ঘাট নির্মাণ (সংখ্যা)	১৩	৮

কমিউনিটি অবকাঠামো উপাঙ্গ

প্রকল্পের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশ নিয়ে স্থানীয় জনগণ স্বল্প মেয়াদে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে। এ অর্থবছরে সড়ক এবং বাজার উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে ৭০২৫ এলসিএস সদস্যের স্বল্পমেয়াদি কর্মসংস্থান করা হয়েছে, যার মধ্যে ৪৯১৭ জন পুরুষ এবং ২১০৮ জন নারী। এলসিএস সদস্যের মধ্যে ১০৫৩৭৫০০০ টাকা মজুরী ও ৮৪৩০০০০ টাকা লভ্যাংশ হিসাবে বিতরণ করা হয়েছে।

এলসিএস সদস্য কর্তৃক নির্মিত ভিলেজ ইন্টারনাল রোড পরিদর্শন ।

	কমিউনিটি অবকাঠামো উপাঙ্গের অর্জিত অগ্রগতি

উপাঙ্গের নাম	ভৌত অগ্রগতি (২০১৬-১৭)	
	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
গ্রামীন সড়ক নির্মাণ (কিলোমিটার)	৮০	৫৯
গ্রামীন বাজার উন্নয়ন (সংখ্যা)	২৫	১৮
গ্রাম প্রতিরক্ষা দেয়াল নির্মাণ (সংখ্যা)	২৩	১৭
বাজার প্রতিরক্ষা দেয়াল নির্মাণ (সংখ্যা)	১০	১০
এলসিএস সদস্যের প্রশিক্ষণ প্রদান (ব্যাচ-সংখ্যা)	৪১২	৪১২

সমাজভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা উপাঙ্গ

এই উপাঙ্গের আওতায় এ যাবৎ ৩৮৩ টি জলমহালে ৩৮৩টি ব্যবহারকারী দল প্রকল্পের আওতায় গঠন করা হয়েছে। এর মধ্যে এ অর্থবছরে ৩৯টি দল গঠন করা হয়। এ যাবৎ ৫১ টি বিল ব্যবস্থাপনা কমিটিকে ঞ্এৎধরহবফ করা হয়েছে এবং এ বছরে ১৬টি বিল ব্যবস্থাপনা কমিটিকে ঞ্এৎধরহবফ করা হয়েছে। বিল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এ বছর ১৭০০০ টি হিজল/করচের গাছ বিলের পাড়ে রোপন করা হয়েছে। এ বছর ১৩৭টি ব্যাচে প্রতি ব্যাচে ২৫ জন করে মোট ৩৪২৫ জন এলসিএস সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। যার মধ্যে ৩২% মহিলা।

প্রকল্পের অর্থায়নে সমাজভিত্তিক মৎস সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

জীবিকা নিরাপত্তা উপাঙ্গ

প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শণী সহায়তার মাধ্যমে অভীষ্ট জনগোষ্ঠির জীবিকার নিরাপত্তা ও জীবন মান নিশ্চিত করতে এই উপাঙ্গ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত করছে যার ফলে কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রতিবেদন প্রণয়নকালে ৩৯২টি কমন ইন্টারেষ্ট গ্রুপ (সিআইজি) দলের ৯৮০০ জন সদস্য প্রকল্পের কৃষি, প্রাণী সম্পদ ও মৎস্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ নিয়েছে যার মধ্যে ৫৪০৬ জন মহিলা (৫৫%) এ ছাড়াও, প্রকল্প এলাকায় প্রাণিসম্পদ উন্নয়নের জন্য স্থানীয় উৎসাহী বেকার নারী ও পুরুষের মধ্যে থেকে ১২০ জনকে নির্বাচিত করে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে Para-vets তৈরী করা হয়েছে।

হিলিপ প্রকল্পের অর্থায়নে শীতকালীন সবজির উৎপাদনে কৃষক দম্পতি

হিলিপ প্রকল্পের অর্থায়নে হাওর অঞ্চলে গ্রামীন দরিদ্র মহিলাদের দ্বারা হাঁস পালন কার্যক্রম

হিলিপ প্রকল্পের অর্থায়নে গ্রামীন দরিদ্র মহিলাদের ৪৫ দিন ব্যাপী টেইলারিং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে

	জীবিকা নিরাপত্তা উপাঙ্গের ক্ষেত্রে অর্জিত অগ্রগতি

কার্যক্রম	ভৌত অগ্রগতি (২০১৬-১৭)	
	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
সিআইজি গঠন (৮৮৭ টি x ২৫ জন)	২১৮৭৫ জন	২১৯২০জন
শস্য প্রদর্শণী স্থাপন	১৪০ টি	১৪০টি
প্রাণীসম্পদ প্রদর্শণী স্থাপন	১৯৬ টি	১৯৬ টি
মৎস্য প্রদর্শণী স্থাপন	৫৬ টি	৫৬ টি
বিভিন্ন আয় বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ও এক্সপোজার ভিজিট	১৭১৫০ জন	১৭১৫০ জন
গ্রামীন বনায়নের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান	১৪৩২০ জন	১৪৩২০ জন
উন্নতমানের বাঁশ, বেত, কাঠ ও পাঠ জাতীয় দ্রব্য উৎপাদনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান	১৮৮০ জন	১৮৮০জন
বিভিন্ন ট্রেডে ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ প্রদান	১৪০০ জন	১০০০ জন
প্যারাভেট প্রশিক্ষণ প্রদান	২১০ জন	১২০জন
সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ/বিভিন্ন দিবস উৎযাপন	৪২ টি	৪২ টি
শ্রেষ্ঠ কৃষকদের পুরুস্কার প্রদান	১১৩ জন	১১৩ জন

মানবসম্পদ উন্নয়ন

নিয়মানুযায়ী প্রকল্পভূক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীও অভীষ্ট জনগোষ্ঠী উভয়ের জন্যই বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রকল্পের ১৬৮ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে ফাউন্ডেশন ট্রেনিং, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, স্কীম প্রস্তুতকরণ এবং মাননিয়ন্ত্রণ, আইসিটি প্রশিক্ষণ, খাল খনন, টমপ্রো সফটওয়্যার ব্যবহার, মনিটরিং এবং ইভালুয়েশন ও নলেজ ম্যানেজমেন্ট এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এদের মধ্যে মহিলা ৫৯ জন ছিল। জেন্ডার বিষয়ক মূলধারার উপরও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উপকারভোগীদের মধ্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ২৯৯০ জন এলসিএস এবং ৭৮৭৩ জন সিআইজি মহিলা সদস্যও প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। এছাড়াও, প্রকল্প এলাকায় স্থানীয় উৎসাহী বেকার নারী ও পুরুষের মধ্যে থেকে নির্বাচন করে মোট ১২০ জনকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চধৎধ-াবঃ হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে।

শ্রমবাজার ও মাতৃত্ব

পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন উপাঙ্গের আওতায় প্রকল্পে হাওর অঞ্চলের দরিদ্র পরিবার থেকে আসা নারীরা এলসিএস অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে থাকে। তার একাধারে যেমন পরিবারের ভরণপোষণকারী, তেমনি তাদের অনেকেই শিশু সন্তানের জননী। মায়ের অনুপস্থিতিতে এই সমস্ত পরিবারে শিশুর দেখাশুনা করার মত কেউ থাকে না। এই বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ জেন্ডার ইস্যু হিসাবে বিবেচনায় এনে হিলিপ কর্তৃপক্ষ প্রতিটি সাইটে 'ডে কেয়ার সেন্টার' হিসেবে ব্যবহারের জন্য একটি অস্থায়ী ছাউনী তৈরীর নিয়ম চালু করেছে, যার ফলে মাতৃত্বে ও পাশাপাশি নারীর জন্য শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ সহজসাধ্য হচ্ছে।

নারীর কর্মসংস্থান

এই প্রকল্পে একদিকে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বিল ও খাল খনন কার্যক্রমে নারীরা অংশ নিয়ে স্বল্পমেয়াদে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে। অপরদিকে, জীবিকার নিরাপত্তা উপাঙ্গে অংশ নিয়ে প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী সহায়তার মাধ্যমে নারীরা স্ব-কর্মসংস্থানেরও সুযোগ পাচেছ। এই অর্থবছরে এলসিএস দলে ২৯৯০ জন নারী অর্ন্তভূক্ত হয়ে প্রশিক্ষণগ্রহণ ও স্বলপ সময়ে কর্মসংস্থানেরসুযোগ পেয়েছে এবং ৭৮৭৩ জন নারী সিআইজি দলে অর্ন্তভূক্ত হয়ে প্রকল্পের কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন এবং উৎপাদনমূলন কাজের সাথে যুক্ত হয়েছেন। নারীদের কাজের স্বীকৃতি স্বরুপ এলজিইডি কেন্দ্রীয়ভাবে তাদের পুরস্কৃত করেছে।

হিলিপ/ক্যালিপ প্রকল্পের বার্ষিক অগ্রগতি ও কর্মপরিকল্পনা কর্মশালা

হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (হিলিপ) এবং এর সহযোগী প্রকল্প জলবায়ু অভিযোজন ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (ক্যালিপ) এর বিভিন্ন কর্মকান্ডের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও ২০১৬-১৭ অর্থ বৎসরের বার্ষিক কর্ম-পরিকল্পনার উপর ২ দিন ব্যাপি প্রতিটি জেলায় কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

উক্ত কর্মশালায় বিভিন্ন দিকনির্দেশনামূলক বক্তব্য সহ বিভিন্ন কর্মকান্ডের উপর সার্বিক পর্যালোচনা ও ২০১৬-১৭ আর্থিক বৎসরের কর্মপরিকল্পনা ঠিক করা হয়। প্রকল্পের PMU ইউনিটের বিভিন্ন পরামর্শকবৃন্দ সহ এলজিইডি ও প্রকল্পের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

বার্ষিক অগ্রগতি ও কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক কর্মশালা

২০১৬-১৭ অর্থ বৎসরেও FAD মিশন কর্তৃক হিলিপ/ ক্যালিপ কার্য এলাকা পরিদর্শন

তারিখ	মিশনের ধরনর	পরিদর্শন এলাকা	মিশন সদস্য
৬-১৯ মে/ ২০১৭	ইফাদ বার্ষিক সুপার ভিশন মিশন হিলিপ / Mid-Term Review মিশন ক্যালিপ	ব্রাহ্মনবাড়ীয়া, হবিগঞ্জ এবং সুনামগঞ্জ জেলার প্রকল্পের বিভিন্ন কর্ম কান্ড পরিচালিত উপজেলা	Mr. Peter Situ, Mission Leader; Ms Wanaporn Yangyuentham, Gender, Targeting M&E, KM Specialist; Edilberto C. Angeles (Financial Management Specialist), Ms Sherina Tabassum , CPO ; Mr Ahsan Uddin Ahmed, Climate Change Specialist; Mr Shamsul Hoque , Infrastructure Specialist and Mr Khairul Islam, Value Chain Specialist
১-১৩ ডিসেম্বর/ ২০১৭	ইফাদ Direct সুপার ভিশন মিশন	কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা এবং সুনামগঞ্জ জেলার প্রকল্পের বিভিন্ন কর্ম কান্ড পরিচালিত উপজেলা	Ms. Paxina Chileshe, Climate and Environment Specialist, IFAD HQ, Ms. Wanaporn Yangyuentham, Gender, Targeting, M&E and KM Specialist, Mr. Shamsul Hoque, Infrastructure Specialist, Mr. Khairul

প্রকল্প পরিচালক, পরামর্শকগণ ও প্রকল্পের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাগণ সার্বক্ষনিকভাবে তাদেরকে প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শনে সহায়তা করেন।

সচিবালয়ে ওয়ার্প আপ মিটিং

টিম লিডার পিটার সেতু উপকারভোগীদের সাথে আলোচনা করছেন

"কাইজেন" কার্যক্রম

"কাইজেন" দু'টি জাপানী শব্দের সমন্বয় । 'কাই' অর্থ 'পরিবর্তন' এবং 'জেন' অর্থ 'আরো ভাল' । সুতরাং "কাইজেন" এর অর্থ হচ্ছে কন্টিনিউয়াস ডেভলপমেন্ট, অর্থাৎ 'অব্যাহত উন্নয়ন' । সুতরাং নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে উচ্চ পর্যায়ের অনুমোদন বা আর্থিক সংশ্লিষ্টতা ব্যাতিরেকেই নিজস্ব চিন্তাভাবনা ও জ্ঞানের প্রয়োগ এবং দক্ষতার সাথে প্রাপ্ত সম্পদের সুষ্ঠু ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উন্নয়ন করার সহজ পদ্ধতি হচ্ছে "কাইজেন" ।

"কাইজেন" এর বৈশিষ্ট্যসমূহ হলোঃ ১) জনগণ এবং সেবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাজ করা । ২) নিজস্ব চিন্তাভাবনা এবং সাধারন জ্ঞান প্রয়োগের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা ৩) অফিসের প্রত্যেক কর্মকর্তা বা কর্মচারীর মতামত নিয়ে টিম-এ কাজ করা ৪) সীমিত সম্পদ ও জনবল ব্যবহার করেই উন্নয়ন করা ।

"কাইজেন" প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুবিধাসমূহ হলো- ১) ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, ২) কর্মক্ষেত্রে কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং ৩) সফলতা বৃদ্ধি প্রাপ্তির সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীদের থেকে মর্যাদাকর মতামত প্রাপ্তি হয় । তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট বাস্তবায়নের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন ।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে সর্বপ্রথম টাঙ্গাইল জেলায় "কাইজেন" কার্যক্রম শুরু করা হয় এবং টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প ব্যবস্থাপনার নির্দেশনা অনুসরণে ক্রমান্বয়ে তা ধারাবাহিক ভাবে সম্প্রসারিত হয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট ৭টি জেলার ৪৯ টি উপজেলায় ৪৯টি ক্ষুদ্র উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল এবং এই কার্যক্রমের অগ্রগতি ৬০% । "কাইজেন" বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে গাজীপুর জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীকে পুরস্কৃত করে জাপানে বৈদেশিক প্রশিক্ষণে প্রেরন করা হয়েছে । উপজেলায় অবস্থিত বিদ্যালয়ের সামনে সতর্কতামূলক নির্দেশনা, গুরুত্বপূর্ণ সড়ক মার্কিং ও স্পিড ব্রেকার মার্কিং, উপজেলা অফিসে হেল্প ডেস্ক স্থাপনের মাধ্যমে সেবা প্রদান সহজীকরণ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ, উপজেলায় অবস্থিত পাবলিক টয়লেট ও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের টয়লেট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা, অফিসের অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য বর্ধণ, অফিস চত্বর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা ও পুরাতন নথিগুলি গুছিয়ে আলাদাকরণের কাজ চলমান রাখা যার ফলে কর্মস্থল কর্মপোযোগী হয়, গ্রোথ সেন্টারগুলি রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, গুরুত্বপূর্ণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ করা এই কার্যক্রমে গৃহীত স্কিমগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য । এলজিইডি জাইকার সহায়তায় ৫টি সিটি কর্পোরেশনে (নারায়নগঞ্জ, গাজীপুর, রংপুর, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম) সিটি গভারনেন্স প্রকল্পে (CGP) সিটি কর্পোরেশনের সেবার মান বৃদ্ধির জন্য "কাইজেন" কার্যক্রম অর্ন্তভুক্ত করেছে ।

সরকারী সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (BPATC) ও জাইকার যৌথ উদ্যোগে টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট (TQM) প্রকল্পের কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে চলছে । প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরে তাদের নিজ নিজ সেবার মানোন্নয়নের একটি কাঠামো গড়ে তোলা ।

২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে অংশগ্রহনমুলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্যাদিঃ

ক্রমিক নং	কাজের প্রকার	পরিমাণ
১	বাঁধ নির্মাণ/ পুণঃনির্মাণ(কিঃমিঃ)	২৫.১০কিঃমিঃ
২	পানি নিয়ন্ত্রক অবকাঠামো নির্মাণ (সংখ্যা)	২৩১টি
৩	সেচ এলাকা (হেক্টর)	২৭,২৯৬ হেঃ
৪	উপকারভোগী এলাকা (হেক্টর)	৬৮,৭৫০ হেঃ
৫	খাল পুনঃখনন (কিঃমিঃ)	৭৩২.৫০কিঃমিঃ
৬	সমাপ্তকৃত উপ-প্রকল্প (সংখ্যা)	১২৫টি

অংশগ্রহনমুলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে এডিবি-ইফাদ এর যৌথ লোন রিভিউ মিশন গত ১৭-২৯ ডিসেম্বর, ২০১৬ তারিখে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা, ঝালকাঠি, বাগেরহাট জেলার ৯টি উপ-প্রকল্প পরিদর্শন করে। পরিদর্শনকালে মিশন মাঠপর্যায়ে উপ-প্রকল্প অবকাঠামো নির্মাণ কাজের গুনগতমান পরীক্ষা করে দেখে এবং পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির কার্যক্রম পরিচালিত রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে মতবিনিময় করে। এরপর মিশন প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিসে প্রকল্পের কর্মকর্তা ও পরামর্শকবৃন্দের সাথে ভৌত কাজের অগ্রগতি, তহবিল ছাড়করণ, পূণঃভরণ, কার্যাদেশ প্রদান এবং অন্যান্য বিষয় পর্যালোচনা করেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন। মিশন এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়কে উপ-প্রকল্প পরিদর্শনের বিষয়ে অবহিত করেন। এছাড়াও মিশন কৃষি, মৎস্য, সমবায় অধিদপ্তরের প্রধানগণের সাথে সাক্ষাত করেন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পাবসস এর দক্ষতা বৃদ্ধি ও দারিদ্রতা বিমোচনে তাদের সহযোগিতা কামনা করেন। ২৯ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে মিশন মন্ত্রণালয়ে সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে প্রকল্পের অগ্রগতিসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোকপাত করে এবং সচিব মহোদয় দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলাধীন সোনাইছড়ি পাবসসের সদস্য দিলরুবা খাতুন মুরগী পালন করে স্বাবলম্বী হয়েছেন

সিলেট জেলার গোলাপগঞ্জ উপজেলাধীন বাঘা বিল পাবসসের সদস্য আব্দুল খালেক নিজের পুকুরে মাছ চাষ করে স্বাবলম্বী হয়েছেন

নগর উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১০ সালের তথ্য মতে নগর জনসংখ্যার প্রায় ২১ শতাংশ দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে, যার এক-তৃতীয়াংশই অতি দরিদ্র। জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত বিভিন্ন জরিপ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনে নগর দারিদ্রের বিষয়টিকে বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকারযোগ্য বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলাদেশে নগর জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির (বছরে প্রায় ৪ শতাংশ হারে) সঙ্গে সঙ্গে নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপার্জন বাড়িয়ে এবং আয় সংশ্লিষ্ট নয় অথচ দারিদ্রের কারণ এমন বিষয়, যেমন-অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, স্বাক্ষরতা, নিরাপদ পানি সরবরাহ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, অনিশ্চিত জীবন জীবিকা, সরকারী-বেসরকারী সেবার অভাব ইত্যাদির ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন এবং একই সঙ্গে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে মহিলাসহ সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে এলজিইডি'র আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পভুক্ত সিটি কর্পোরেশনসহ সকল পৌরসভায় "দারিদ্র্য বিমোচন কর্মপরিকল্পনা" প্রস্তুত করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এলজিইডি কর্তৃক নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে ১০৪.৭০ লক্ষ জনদিবস কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে যার মধ্যে "নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট অন্যতম। প্রকল্পটির আওতায় উত্তরাঞ্চলসহ ১৪টি জেলার ১৮টি পৌরসভায় দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রম চলমান আছে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় পৌরসভাগুলোর অবকাঠামো নির্মাণ, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে পৌরসভার বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে জনগণের সম্পৃক্ততা এবং দারিদ্র্যহ্রাসকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। প্রকল্প হতে "দারিদ্র্যহ্রাসকরণ কর্মপরিকল্পনা" প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে পৌর এলাকায় পিছিয়ে পড়া দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে স্বাবলম্বী করতে বিভিন্ন আয়বর্দ্ধণমূলক কাজের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। দরিদ্র এলাকার মানুষের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্র এলাকায় টয়লেট স্থাপন, টিউবওয়েল ও সোলার লাইট স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে চলেছে। এই পরিকল্পনার অংশ হিসাবে পিছিয়ে পড়া দরিদ্র মহিলাদেরকে নকশীকাঁথা ও সেলাই প্রশিক্ষণ শেষে প্রত্যেককে সেলাই মেশিন প্রদান করা হয়েছে। প্রদানকৃত সেলাই মেশিন ব্যবহারের মাধ্যমে ঘরে বসে অতিরিক্ত আয়ের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনে অনেকাংশ সুফল পাওয়া যাচ্ছে।

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পটি দেশের মোট ৩১টি পৌরসভার জন্য প্রণীত দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে প্রাথমিক দল ও বস্তি উন্নয়ন কমিটি গঠন করে তাদের জীবনমান উন্নয়ন করার লক্ষ্যে কাজ করছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রকল্পের আওতাভুক্ত পৌরসভা এলাকার বস্তিতে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে ইতিমধ্যে প্রায় ১ লক্ষ ৭ হাজার জনকে সংগঠিত করে ১৭৫টি বস্তি উন্নয়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং ১৭০০টি প্রাথমিক দল গঠন করা হয়েছে যার প্রত্যেক সদস্যই নারী। প্রাথমিক দল পরিচালনা ও উন্নয়ন বিষয়ে ৫৫টি ব্যাচে প্রায় ১৮০০ জন নারী এবং পুরুষকে প্রকল্প কর্তৃক প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। নিজেদের চাহিদার মাধ্যমে নিজেদের দ্বারা অবকাঠামো নির্মিত হওয়ায় একদিকে এ সকল অবকাঠামো গুনগত মান যেমন ভাল হবে, স্থায়ীত্বের দিক থেকেও অনেক বেশি টেকসই হবে। অন্যদিকে দরিদ্র নারীদের মাধ্যমে এ কাজটি সামগ্রিকভাবে সম্পাদন করায় ঐ সকল দরিদ্র নারীদের আত্ম বিশ্বাসও অনেক বৃদ্ধি পাবে। একই সাথে এই বস্তিবাসীগণ এখানে শ্রম দেয়ার মাধ্যমে তাদের কর্ম সংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হবে।

"ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য আবাসন নির্মাণ প্রকল্প" এর আওতায় ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে ১৪টি কলোনীতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে অমানবিকভাবে বসবাসরত পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য দয়াগঞ্জ, ধলপুর সূত্রাপুর ক্লিনার্স কলোনীর ঝুঁকিপূর্ন ভবন ভেঙ্গে সেখানে নতুন ভবন নির্মাণ কাজ এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। অল্প জায়গায় অধিক সংখ্যক পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের আবাসন সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে পূর্বের ১২টি ৪তলা ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের স্থানে ১৩টি ১০তলা ভবনে ১১৪৮টি ফ্ল্যাট নির্মাণের প্রস্তাব অন্তর্ভূক্ত পূর্বক ডিপিপি প্রণীত হয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের কর্মরত সুবিধা বঞ্চিত ১১৪৮টি পরিচ্ছন্নতা কর্মী পরিবারকে উন্নত আবাসন ব্যবস্থা প্রদান করা যাবে। এতে তাদের জীবন মানের উন্নয়ন হবে। ফলে তাদের নিকট হতে উন্নত সেবা পাওয়া যাবে। আগামী ডিসেম্বর/২০১৭ তে সমাপ্তকৃত ৪টি ভবনের ৩৪৫টি ফ্ল্যাট হস্তান্তর পূর্বক ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে কর্মরত সমাজের অবহেলিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠি পরিচ্ছন্নতা কর্মী পরিবারের মধ্যে বরাদ্দ প্রদান করা হবে।

অন্যান্য কর্মকান্ডের মাধ্যমে সৃষ্ট কর্মসংস্থান এবং দারিদ্র্য বিমোচন

২০১৬-১৭ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত পল্লী ও নগর উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ, অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহ এবং রাজস্ব কর্মসূচির আওতায় উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক ও গ্রাম সড়ক, গ্রোথ সেন্টার, নগর ও পৌর এলাকার বিভিন্ন অবকাঠামো ইত্যাদি উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে ১,৪২০.০০ লক্ষ জনদিবস কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। অধিকন্তু, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, মহিলা ব্যবসায়ী, যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক পরিবহন শ্রমিক এবং অন্যান্যদের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আয়ের সৃষ্ট সুযোগ দারিদ্র বিমোচনে বিশেষ অবদান রেখেছে।

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র

ক্রমিক নং	খাতের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ জনদিবস)	অর্জিত অগ্রগতি (লক্ষ জনদিবস)
১।	উন্নয়ন খাত		
	ক) পল্লী অবকাঠামো	১১৪২.৮১	১০৮৫.১৯
	খ) নগর অবকাঠামো	১১৭.৯৮	১০৪.৭০
	গ) অন্যান্য মন্ত্রণালয়	১৩৫.৪১	১২০.১০
২।	রাজস্ব খাত	১১০.৪৮	১১০.০১
	মোট	১,৫০৬.৬৮	১,৪২০.০০ (৯৪.২৫%)

মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে এলজিইডি

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ হাজার বছরের ইতিহাসে বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ অর্জন। ইতিহাসের এই সাফল্য অধ্যায়কে স্মরণীয় করে রাখার জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় অনেকগুলি প্রকল্প হাতে নিয়েছে, যার বেশ কয়েকটি এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শাণিত হয়ে নতুন প্রজন্ম নব উদ্দীপনায় দেশমাতৃকার কল্যাণে আত্মনিয়োগ করছে, একই সঙ্গে আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ সাধন করা সম্ভব হচ্ছে। এলজিইডি কর্তৃক এতদ্‌সম্পর্কিত বাস্তবায়িত চলমান কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত তথ্য বিবরণী নিচে দেয়া হয়েছে।

১।	প্রকল্পের নাম	ঃ	উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প।
	প্রকল্প ব্যয়	ঃ	১,২২৩.৫৪ কোটি টাকা
	বাস্তবায়নকাল	ঃ	জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৮
	কার্যক্রম	ঃ	৪৭০টি উপজেলায় ৫ তলার ফাউন্ডেশনে ১ম পর্যায়ে ৩ তলা ভবন নির্মাণ। প্রতিটি ভবনের ফ্লোর এরিয়া ২,৫০০ বর্গফুট। ১ম ও ২য় তলায় মোট ১২টি দোকান বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহৃত হবে। ৩য় তলায় মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অফিস, হলরুম ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক লাইব্রেরী স্থাপনের সংস্থান রয়েছে।
	বর্তমান অবস্থা	ঃ	ইতোমধ্যে ৩৫৪টি উপজেলায় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, তন্মধ্যে ১৫১টি ভবন ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। ৮৭টি ভবন নির্মাণ কাজ চলমান আছে এবং অবশিষ্ট ১১৬টি ভবনের স্থান নির্বাচন ও সার্ভে কাজ চলছে।
২।	প্রকল্পের নাম	ঃ	ভূমিহীন ও অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ প্রকল্প।
	প্রকল্প ব্যয়	ঃ	২৭১.১২ কোটি টাকা
	বাস্তবায়নকাল	ঃ	জানুয়ারী ২০১২ হতে জুন ২০১৮
	কার্যক্রম	ঃ	এক তলা বিশিষ্ট সম্পূর্ন পাকা বাসস্থানের প্রতিটি ফ্লোরের আয়তন ৫০০ বর্গফুট। যাতে ২টি বেড রুম, ১টি ড্রইং কাম ডাইনিং, ১টি রান্না ঘর ও সামনের পাশে ১টি গ্রীল দেওয়া বারান্দা রয়েছে। এছাড়া পেছনের অংশে ১টি প্রশস্থ উন্মুক্ত বারান্দা এবং মূল ভবনের বাহিরে টিউব-ওয়েল ও টয়লেট রয়েছে। এছাড়া ১টি গবাদী পশু ও ১টি হাঁস-মুরগীর শেড রয়েছে, যা বরাদ্দপ্রাপ্ত পরিবার কর্তৃক ব্যবহৃত হবে।
	বর্তমান অবস্থা	ঃ	এ যাবৎ ৪৫৬টি উপজেলায় ২৭২৩টি বাসস্থান নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহন করা হয়েছে। ২৬২৪টি বাসস্থানের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ৯৯টি বাসস্থানের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

ভূমিহীন ও অস্বচ্ছল বীর মুক্তিযোদ্ধা তছলিম উদ্দিন এর জন্য নির্মিত বাসস্থান, সাঘাটা, গাইবান্ধা

রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনের ত্রি-মাত্রিক ছবি

উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন, মোহাম্মদপুর, মাগুরা

এলজিইডি'র বিশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ কর্মকান্ড

রাবার ড্যাম কৃষি উৎপাদনে একটি বাস্তবতা

বাংলাদেশ একটি কৃষি নির্ভর দেশ । কৃষি উন্নতি তথা খাদ্য শস্য এবং অন্যান্য উচ্চ ফলনশীল ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সেচ অন্যতম প্রধান উপকরণ । কৃষির সামগ্রী উন্নয়নে সেচের কোন বিকল্প নেই । বর্ষা মৌসুমে সারাদেশে পানির প্রাপ্ততা প্রায় ৫০.০০ লক্ষ কিউসেক হলেও শুষ্ক মৌসুমে এর পরিমান ২.৫০ লক্ষ কিউসেক এ নেমে আসে । শুস্ক মৌসুমে পানি সেচের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার উপর কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি বহুলাংশে নির্ভরশীল । যার প্রেক্ষিতে সেচের পানির উৎসের তৈরী, সেচ যন্ত্রের সুষ্ঠ ব্যবহার নিশ্চিত করা ও দক্ষ পানি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সরকার নতুন ও আধুনিক প্রযুক্তি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে । তেমনি রাবার ড্যাম হলো একটি আধুনিক প্রযুক্তি । নির্মিত প্রতিটি রাবার ড্যাম উপ-প্রকল্প শুস্ক মৌসুমে প্রয়োজনীয় সেচের পানির প্রাপ্ততা নিশ্চিত করে কৃষি উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে । যার প্রেক্ষিতে জনগণ তথা জনপ্রতিনিধির কাছে রাবার ড্যাম একটি আকর্ষনীয় প্রকল্প হিসাবে নন্দিত হয়েছে । রাবার ড্যাম উপ-প্রকল্পের সফলতায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে জুলাই/ ২০০৯ইং থেকে জুন/ ২০১৭ইং মেয়াদে "খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয় । অনুমোদিত এই প্রকল্পের আওতায় ১২ জেলার ১৫টি উপজেলায় ১৮টি নতুন রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হয়েছে । তাছাড়া এই প্রকল্পের আওতায় ১০টি পুরাতন রাবার ড্যাম অবকাঠামোর পুনর্বাসন এবং ৫টি পুরাতন রাবার ড্যামের মেয়াদ উত্তীর্ণ রাবার ব্যাগ অপসারণ করে নতুন রাবার ব্যাগ পুনঃস্থাপন করা হয় । প্রকল্পটির মেয়াদ জুন/ ২০১৭ইং সমাপ্ত হয়েছে । এ প্রকল্পে নির্মিত ১৮টি রাবার ড্যামের মাধ্যমে শুষ্ক মৌসুমে ১৬৫৭৫.০০ হেক্টর জমি সেচের আওতায় এসেছে যা ৫৩৮৫৪.০০ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য উৎপাদন এবং ২৬৭০০০ জন দিবস কর্মসংস্থনের সৃষ্টি করছে ।

বিগত ১৯৯৫ইং সাল থেকে বিভিন্ন অর্থের উৎসে এলজিইডি কর্তৃক এ পর্যন্ত ৫১টি রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হয়েছে এবং প্রতিটি রাবার ড্যাম শুষ্ক মৌসুমে অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন, দরিদ্র জনগোষ্ঠির কর্ম-সংস্থান, স্বল্প মেয়াদী মৎস্য চাষ, দরিদ্র বিমোচন সহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে ।

টাংগন নদী রাবার ড্যাম, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও

জেন্ডার ও উন্নয়ন (GAD)

নারীর সার্বিক অধিকার প্রতিষ্ঠায়, জেন্ডার সমতায়নে এবং তাঁদেরকে ক্ষমতায়ন করার লক্ষ্যে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন বলতে এর অবকাঠামোগত ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে মানব সম্পদের উন্নয়নকেও বুঝায়। বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। দেশের এই অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে উন্নয়ন কার্যক্রমের মূলস্রোতে অন্তর্ভুক্ত করা না হলে এর কাঙ্খিত সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই অবকাঠামোগত, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ অপরিহার্য। এই অংশগ্রহণ শুধুমাত্র সুবিধাভোগী হিসেবে নয়, হতে হবে অংশীদারিত্বমূলক। সকল ধরনের উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ অংশীদারিত্বমূলক করতে পারলে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে অর্জিত সামগ্রিক উন্নয়ন হবে সু-সমন্বিত।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়ে থাকে মূলতঃ এর তিনটি প্রধান সেক্টর যথা: পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন, ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন এবং নগর অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে। এসব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মধ্যে একটি বিশেষ লক্ষ্য নারী-পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণ। এই লক্ষ্য অর্জনে ২০০২ সালে পাঁচ বছর মেয়াদি প্রথম জেন্ডার সমতা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয় এবং দ্বিতীয় মেয়াদে ২০০৮-২০১৫ সালের জন্য উন্নীত করে তা বাস্তবায়নে লব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে দ্বিতীয় মেয়াদের মাঝামাঝি সময়ে ২০১১ সালে সামগ্রিক বিষয়টি পর্যালোচনা এবং একই বছরে সরকারের প্রণীত ২০১১ সালের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রকাশিত হওয়ার প্রেক্ষিতে ইতিপূর্বে প্রণীত এলজিইডি'র জেন্ডার সমতা বিষয়ক তিনটি পৃথক পৃথক কৌশল পর্যালোচনা করে এলজিইডি'র একটি অভিন্ন জেন্ডার সমতা বিষয়ক কৌশল প্রণয়ন করা হয়। উক্ত কৌশলের ধারাবাহিকতায় সেক্টর ভিত্তিক ব্যবহার উপযোগী কর্মপরিকল্পনা (সংশোধিত) প্রণয়ন করা হয়। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় 'জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম' উক্ত মেয়াদের কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা করে তৃতীয় মেয়াদে ২০১৬-২০২১ এর জন্য এলজিইডি'র সার্বিকসহ সেক্টর ভিত্তিক চারটি আলাদা আলাদা জেন্ডার সমতা বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন কাজ সমাপ্ত করে। বর্তমানে প্রণয়নকৃত তৃতীয় মেয়াদে জেন্ডার সমতা বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা প্রকাশনার জন্য সম্মানিত প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের অনুমোদন গ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং চূড়ান্ত অনুমোদন শেষে 'জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম' তা মুদ্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

'জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম' ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নিয়মিত সভায় মিলিত হয়। এ সভায় এলজিইডি'র জেন্ডার সমতা বিষয়ক কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা ছাড়াও গ্রামীণ, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডি'র প্রকল্পগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে পুরুষের পাশাপাশি নারীর কাজের সুযোগ সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ, নারীর অংশগ্রহণ, কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাঁদের স্বাবলম্বী করাসহ নারীর ক্ষমতায়নে জেন্ডার সমতা বিষয়ক ইস্যুগুলো আলোচনা করা হয়ে থাকে। এ ফোরামের সদস্য সংখ্যা ২৫ (পঁচিশ) জন। ফোরামের সভাপতি-অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (বাস্তবায়ন), সহসভাপতি-তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) ও সদস্য সচিব-সৈয়দা আসমা খাতুন, উপ-প্রকল্প পরিচালক, কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট এবং বাকী ২২ (বাইশ) জন হলেন এলজিইডি'র সদর দপ্তরের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা যেমন-তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক, নির্বাহী প্রকৌশলী ও সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী।

ইতিমধ্যে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (বাস্তবায়ন) মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে এবং সম্মানিত প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের সহযোগিতায় এলজিইডি'র জেন্ডার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা, জেন্ডার বিষয়ক কার্যক্রমের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণপূর্বক পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনার জন্য 'জেন্ডার ইউনিট (প্রস্তাবিত)' এর নির্ধারিত অফিস কক্ষ এলজিইডি'তে স্থান/প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। উক্ত অফিস কক্ষের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র এবং দৈনন্দিন অফিস পরিচালনার Logistic Support এর জন্য প্রকল্প পরিচালক, পিইডিপি-III; প্রকল্প পরিচালক, ইউজিআইআইপি-III; প্রকল্প পরিচালক, নবিদেপ; প্রকল্প পরিচালক, সিসিআরআইপি; প্রকল্প পরিচালক, হিলিপ এবং প্রকল্প পরিচালক, পিএসএসডব্লিউআরএসপি সহযোগিতা অব্যাহত রেখেছেন। এই ইউনিটে কাজ করার জন্য একজন সহকারী প্রকৌশলী, একজন সোসিও-ইকোনমিস্ট এবং দুইজন মনিটরিং অফিসার নিযুক্ত আছে।

ডে-কেয়ার সেন্টার

এলজিইডি'তে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ০৬-মাস থেকে ০৫-বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের অফিসকালীন সময়ে নিরাপদে রাখার মূল উদ্দেশ্যে জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম এর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় এলজিইডি'তে একটি ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালনা করা হয়। মোট ১১ (এগার) জনের সমন্বয়ে একটি ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালনা কমিটি রয়েছে। ছোট্ট শিশু সন্তানদের কাছাকাছি রেখে কোন মানসিক উদ্বেগ ছাড়াই কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে সুষ্ঠুভাবে দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনের সুযোগ রাখা, ছোট্ট শিশুদের মাতৃ-সাহচর্যের সুযোগ সৃষ্টি করে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সহায়তা করা এবং সর্বোপরি, নারীদেরকে আয়মূলক কাজে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা এই ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালনার অন্যতম উদ্দেশ্য।

ডে কেয়ার সেন্টারের দু'টি দৃশ্য

এই ডে-কেয়ার সেন্টারে শিশুদেরকে সার্বক্ষণিক দেখাশুনা করার জন্য ০১ (এক) জন সুপারভাইজার, ০২ (দুই) জন সহকারী সুপারভাইজার এবং ০৫ (পাঁচ) জন কেয়ার গিভার রয়েছে। সভাপতি হিসেবে জনাব মোঃ আউলাদ হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশাসন) এবং সদস্য-সচিব হিসেবে সৈয়দা আসমা খাতুন, উপ-প্রকল্প পরিচালক, কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রকল্প এই ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালনা কমিটির দায়িত্ব পালন করেন। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশাসন) এর সভাপতিত্বে ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালনা কমিটি ০৩ (তিন) মাস অন্তর ডে-কেয়ার সেন্টারের কার্যক্রম পর্যালোচনা করে থাকেন। এ ছাড়া ডে-কেয়ার সেন্টারের বিভিন্ন সুবিধা-অসুবিধার বিষয়ে শিশু সন্তানদের অভিভাবকগণের অংশগ্রহণে ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালনা কমিটির সদস্য-সচিব আলোচনা সভা করে থাকেন এবং পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালনা কমিটিকে অবহিত করেন। সুশৃংখল ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে ডে-কেয়ার সেন্টারটি পরিচালনা করার জন্য একটি অপারেশনাল ম্যানুয়াল অনুসরণ করা হয়।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৬ উদ্‌যাপন

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম এর বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক আন্তর্জাতিক নারী দিবস'২০১৭ এর প্রতিপাদ্য-

'নারী-পুরুষ সমতায় উন্নয়নের যাত্রা
বদলে যাবে বিশ্ব, কর্মে নতুন মাত্রা।'

বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ প্রতিপাদ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়োপযোগী। বিগত বছরের ন্যায় এ বছরেও এলজিইডি জেলা পর্যায়ে বর্ণাঢ্য র‍্যালী করে আন্তর্জাতিক নারী দিবস'২০১৭ উদযাপন করেছে।

সম্মানিত প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের দিক নির্দেশনায় দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে সদর দপ্তর পর্যায়ে এলজিইডি'র অধীন জেন্ডার সংবেদনশীল বিভিন্ন প্রকল্প বা কর্মসূচি হতে সুফল ভোগ করে যে সকল দুঃস্থ নারী আত্মনির্ভরশীল হচ্ছেন তাঁদেরকে উৎসাহ ও উদ্দীপনা প্রদান এবং অন্যদের মাঝে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার সচেতনতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী সম্মাননা পুরস্কার, সনদ ও ক্রেস্ট প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ ছাড়াও আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পর্যায়ের আমন্ত্রিত অতিথিবর্গের সম্মানে ব্রুশিওর বিতরণসহ ভিডিও প্রদর্শনের ব্যবস্থা রাখা হয়।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৭ উদযাপন অনুষ্ঠানে সম্মাননা প্রাপ্তগণ

প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি কর্তৃক এলজিআরডি ও সমবায় মন্ত্রী মহোদয়কে ক্রেস্ট প্রদান

জেন্ডার কার্যক্রমে আত্মনির্ভরশীল নারী ও সফল প্রকল্পকে সম্মাননা প্রদান

এলজিইডি'র পল্লী উন্নয়ন, পানি সম্পদ উন্নয়ন এবং নগর উন্নয়ন সেক্টরের বিভিন্ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত নারীদের মধ্য থেকে আত্মনির্ভরশীল হওয়া প্রাপ্ত নারীদের তথ্যাদির আলোকে মোট ১০ (দশ) জন সফল নারীকে নির্বাচিত করা হয়েছে। মানবিক ও পেশাগত দক্ষতা, আর্থিক সক্ষমতা, সম্পদের মালিকানা, সামাজিক সফলতা ও ক্ষমতায়ন এই পাঁচটি মানদণ্ডের ওপর ভিত্তি করে সেক্টর ভিত্তিক তিনটি মূল্যায়ন কমিটির মাধ্যমে এসব আত্মনির্ভরশীল নারীদের শ্রেষ্ঠত্ব মূল্যায়ন করা হয়েছে। এছাড়াও এলজিইডি'র প্রকল্পসমূহের জেন্ডার সংক্রান্ত কার্যক্রমকে ফটোগ্যালারীর মাধ্যমে তুলে ধরার ব্যবস্থা রেখে সেখান থেকে সফল চারটি প্রকল্পকে নির্বাচন করা হয়েছে একটি বিশেষ মূল্যায়ন কমিটির মাধ্যমে। জেন্ডার কার্যক্রমে সফল এই চারটি নির্বাচিত প্রকল্প যথাক্রমে: (১) কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রকল্প (২) হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (৩) নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প-III এবং (৪) রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেইনটেনেন্স প্রোগ্রাম-II। নির্বাচিত এই চারটি প্রকল্পকে সম্মাননা হিসেবে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। অন্যদিকে, সফল ১০ (দশ) জন আত্মনির্ভরশীল নারী যাদেরকে সম্মাননা হিসেবে ১০,০০০/=(দশ হাজার) টাকাসহ সনদ ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়, তাদের তথ্যাদি নিম্নের সারণীতে প্রদর্শিত হলো-

পল্লী উন্নয়ন সেক্টর থেকে নির্বাচিত সফল ০৩ (তিন) জন আত্মনির্ভরশীল নারী

ক্রমিক নং	নাম	স্থান অধিকারী	উপজেলা ও জেলা	সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের নাম
১	মোছাঃ শেফালী বেগম	প্রথম	তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ	সুনামগঞ্জ কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প
২	বিলকিস বেগম	দ্বিতীয়	মুন্সিগঞ্জ সদর, মুন্সিগঞ্জ	রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেইনটেনেন্স প্রোগ্রাম-II
৩	সোনাভান বিবি	তৃতীয়	সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা	রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেইনটেনেন্স প্রোগ্রাম

পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর থেকে নির্বাচিত সফল ০৪ (চার) জন আত্মনির্ভরশীল নারী

ক্রমিক নং	নাম	স্থান অধিকারী	উপজেলা ও জেলা	সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের নাম
১	রতিবালা	প্রথম	অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ	হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প
২	রিক্তা খাতুন রিতা	দ্বিতীয়	কলমাকান্দা, নেত্রকোনা	হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প
৩	মোছাঃ পারুল বেগম	তৃতীয় যৌথভাবে	পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়	অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প
	মোসাঃ মাজকুরা বেগম		গোদাগাড়ী, রাজশাহী	অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প

নগর উন্নয়ন সেক্টর থেকে নির্বাচিত সফল ০৩ (তিন) জন আত্মনির্ভরশীল নারী

ক্রমিক নং	নাম	স্থান অধিকারী	উপজেলা ও জেলা	সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের নাম
১	আনোয়ারা বেগম	প্রথম	কক্সবাজার পৌরসভা	নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প-II
২	হালিমা খাতুন	দ্বিতীয়	কক্সবাজার পৌরসভা	নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প-II
৩	ইসলাম খাতুন	তৃতীয়	বান্দরবান পৌরসভা	নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প-III

সম্মাননা, সনদ ও ক্রেস্ট প্রাপ্ত সফল আত্মনির্ভরশীল নারীদের একাংশ

এ ছাড়াও কর্মপরিকল্পনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো ফোরামের কর্মকর্তাবৃন্দ কর্তৃক এলজিইডি'র মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন সেক্টরের কার্যক্রম পরিদর্শন । পরিদর্শনের লক্ষ্যণীয় বিষয়গুলি হলো-

কাজের উপযুক্ত পরিবেশ অর্থাৎ তা জেন্ডার সংবেদনশীল কিনা (নির্মাণ সাইটে নারী শ্রমিকদের জন্য পৃথক লেবার শেড, নিরাপদ পানি পানের ব্যবস্থা, পৃথক টয়লেট, প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য Fast Aid Box এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অস্থায়ী শিশু দিবা-যত্ন সহায়ক সুবিধা ইত্যাদি উপযুক্ত কিনা) । ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ এবং অন্যান্য কাজে নিয়োজিত নারী শ্রমিকগণকে মজুরী সঠিক সময়ে এবং সম-মজুরী পরিশোধ করা হয় কিনা । শ্রমিক হিসেবে নারী ও পুরুষের সংখ্যা আলাদাভাবে নিরূপিত হয় কিনা এবং 'Women' কর্তৃক Women Market Section পরিচালিত হয় কিনা । জেলা পর্যায়ে 'জেন্ডার কমিটি' গঠন এবং কমিটির সভা নিয়মিত অর্থাৎ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে হয় কিনা । জেলা জেন্ডার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনের বিষয়াদি পর্যবেক্ষণ করা এবং জেলার মাসিক সভায় 'জেন্ডার বিষয়' এজেন্ডাভুক্ত হয় কিনা । প্রতি ছয় মাস অন্তর জেলা থেকে পল্লী উন্নয়ন সেক্টর এবং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরের প্রতিবেদন 'জেন্ডার মনিটরিং ফরমেট' এর আলোকে 'জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম' এ প্রেরণ করা হয় কিনা । অপরদিকে, নগর সেক্টরের আওতায় পৌরসভা থেকে 'জেন্ডার সংক্রান্ত কার্যক্রম প্রতিবেদন' সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক দপ্তরের মাধ্যমে 'জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম' এ প্রেরণ করা হয় কিনা । উপরোক্ত লক্ষ্যণীয় বিষয়গুলিকে বিবেচনায় রেখে ইতিপূর্বে কিছু জেলা পরিদর্শন করা হলেও এ কার্যক্রমে আরো গতি আনা প্রয়োজন । এজন্য ৬৪টি জেলাসহ পৌরসভাগুলিতে যখন এলজিইডি'র ভৌত কার্যক্রম পরিদর্শন টিম কর্তৃক ফলোআপ করা হয়ে থাকে, ঠিক তখনই একই সাথে জেন্ডার সংক্রান্ত উপরে বর্ণিত কার্যক্রম ফলোআপ করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে পরিদর্শন টিমের সম্মানিত আহবায়কগণকে এ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য এলজিইডি ম্যানেজম্যান্ট কর্তৃক অনুরোধ করার নিমিত্তে "PM & E Unit" এর সু-দৃষ্টি কামনা করছি ।

"কাইজেন" কার্যক্রম

"কাইজেন" দু'টি জাপানী শব্দের সমন্বয়। 'কাই' অর্থ 'পরিবর্তন' এবং 'যেন' অর্থ 'আরো ভাল'। সুতরাং 'কাইযেন' এর অর্থ হচ্ছে কন্টিনিউয়াস ডিভাল্পমেন্ট, অর্থাৎ 'অব্যাহত উন্নয়ন'। সুতরাং নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে উচ্চ পর্যায়ের অনুমোদন বা আর্থিক সংশ্লিষ্টতা ব্যাতিরেকেই নিজস্ব চিন্তাভাবনা ও জ্ঞানের প্রয়োগ এবং দক্ষতার সাথে প্রাপ্ত সম্পদের সুষ্ঠু ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উন্নয়ন করার সহজ পদ্ধতি হচ্ছে'কাইযেন'।

'কাইজেন' এর বৈশিষ্ট্যসমূহ হলোঃ ১) জনগণ এবং সেবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কাজ করা। ২) নিজস্ব চিন্তাভাবনা এবং সাধারন জ্ঞান প্রয়োগের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা ৩) অফিসের প্রত্যেক কর্মকর্তা বা কর্মচারীর মতামত নিয়ে টিম-এ কাজ করা ৪) সীমিত সম্পদ ও জনবল ব্যবহার করেই উন্নয়ন করা।

'কাইজেন' প্রয়োগের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুবিধাসমূহ হলো- ১) ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, ২) কর্মক্ষেত্রে কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং ৩) সফলতা বৃদ্ধি প্রাপ্তির সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীদের থেকে মর্যাদাকর মতামত প্রাপ্তি হয়। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট বাস্তবায়নের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে সর্বপ্রথম টাঙ্গাইল জেলায় "কাইজেন" কার্যক্রম শুরু করা হয় এবং টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প ব্যবস্থাপনার নির্দেশনা অনুসরণে ক্রমান্বয়ে তা ধারাবাহিক ভাবে সম্প্রসারিত হয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট ৭টি জেলার ৪৯ টি উপজেলায় ৪৯টি ক্ষুদ্র উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল এবং এই কার্যক্রমের অগ্রগতি ৬০%। 'কাইজেন' বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে গাজীপুর জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীকে পুরস্কৃত করে জাপানে বৈদেশিক প্রশিক্ষণে প্রেরন করা হয়েছে। উপজেলায় অবস্থিত বিদ্যালয়ের সামনে সতর্কতামূলক নির্দেশনা, গুরুত্বপূর্ণ সড়ক মার্কিং ও স্পিড ব্রেকার মার্কিং, উপজেলা অফিসে হেল্প ডেস্ক স্থাপনের মাধ্যমে সেবা প্রদান সহজীকরণ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রক্ষনাবেক্ষণ, উপজেলায় অবস্থিত পাবলিক টয়লেট ও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের টয়লেট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ও রক্ষনাবেক্ষণ করা, অফিসের অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য বর্ধণ, অফিস চত্বর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা ও পুরাতন নথিগুলি গুছিয়ে আলাদাকরণের কাজ চলমান রাখা যার ফলে কর্মস্থল কর্মপোযোগী হয়, গ্রোথ সেন্টারগুলি রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, গুরুত্বপূর্ণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ করা এই কার্যক্রমে গৃহীত স্কিমগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এলজিইডি জাইকার সহায়তায় ৫টি সিটি কর্পোরেশনে (নারায়নগঞ্জ, গাজীপুর, রংপুর, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম) সিটি গভারনেন্স প্রকল্পে (CGP) সিটি কর্পোরেশনের সেবার মান বৃদ্ধির জন্য "কাইযেন" কার্যক্রম অর্ন্তভুক্ত করেছে।

সরকারী সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (BPATC) ও জাইকার যৌথ উদ্যোগে টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট (TQM) প্রকল্পের কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে চলছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরে তাদের নিজ নিজ সেবার মানোন্নয়নের একটি কাঠামো গড়ে তোলা।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে জাতীয় অনুষ্ঠানে এলজিইডি'র অংশগ্রহণ

১৬ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে মহান বিজয় দিবসে এলজিইডি'র পক্ষ থেকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী এবং এলজিইডি'র অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ ধানমন্ডি-৩২ নম্বর সড়কে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এছাড়াও, বিজয় দিবস উপলক্ষে ১৭ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে এলজিইডি'র সদর দপ্তরের নিজস্ব চত্বরে বিজয় মেলা ২০১৬-এর আয়োজন করা হয়। মেলায় অংশগ্রহণকারী এলজিইডি'র বিভিন্ন প্রকল্প তাদের প্রকল্পের অধীনে পরিচালিত ষ্টলসমূহে প্রদর্শিত বিভিন্ন কর্মকান্ডের ভিত্তিতে এক পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

১৬ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখ মহান বিজয় দিবসে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জানান এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী। সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন, এলজিইডি'র অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীগণ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণ, প্রকল্প পরিচালকগণ, নির্বাহী প্রকৌশলীগণ ও এলজিইডির বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, পরামর্শক ও কর্মচারীবৃন্দ।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে এলজিইডি'র উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ফরিদপুরে এলজিইডি'র আওতায় ৯৬ মিটার দীর্ঘ সেতু, সড়ক এবং মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের কাজের শুভ উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৯ মার্চ ২০১৭ তারিখে এলজিইডি'র আওতায় ফরিদপুর জেলার সদর উপজেলাধীন চর কমলাপুর খেয়াঘাট থেকে বিলমামুদপুর স্কুল সড়কে কুমার নদের ওপর নির্মিত ৯৬ মিটার আরসিসি সেতু নির্মাণ, সদর উপজেলা থেকে বাখুন্ডা জিসি হয়ে রসুলপুর ভায়া চর নিখুরদি সড়ক বিসি দ্বারা উন্নয়ন এবং ভাংগা উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স ভবন নির্মাণসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের কাজের শুভ উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক কুষ্টিয়া জেলার সদর উপজেলায় কুষ্টিয়া-হরিপুর সংযোগ সড়কে গড়াই নদীর ওপর নির্মিত ৬০৪ মিটার দীর্ঘ সেতুর শুভ উদ্বোধন

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন ২৪ মার্চ ২০১৭ তারিখে এলজিইডির জনগুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কুষ্টিয়া জেলার সদর উপজেলায় কুষ্টিয়া-হরিপুর সংযোগ সড়কে গড়াই নদীর ওপর নির্মিত ৬০৪ মিটার দীর্ঘ শেখ রাসেল সেতুর শুভ উদ্বোধন করেন। সেতুটি নির্মাণের ফলে কুষ্টিয়া শহরের সাথে হরিপুরসহ পার্শ্ববর্তী ৪টি ইউনিয়নের সরাসরি সড়ক যোগযোগ নেটওয়ার্ক সৃষ্টি হয়েছে। ফলে এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি মানব সম্পদ উন্নয়ন ও জাতীয় অর্থনীতিতে ব্রিজটি ব্যাপক ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্পের ইস্কাটন থেকে মগবাজার মোড় হয়ে ওয়্যারলেস গেট পর্যন্ত ১ কিলোমিটার অংশ শুভ উদ্বোধন

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে এলজিইডির ঢাকা মহানগরীতে ফ্লাইওভার ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (মগবাজার-মৌচাক (সমম্বিত ফ্লাইওভার নির্মাণ) এর ইস্কাটন থেকে মগবাজার মোড় হয়ে ওয়্যারলেস গেট পর্যন্ত ১ কিলোমিটার অংশ যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করেন। ফ্লাইওভারটির এ অংশ চালুর ফলে বাংলামোটর পয়েন্ট থেকে যানবাহনগুলো কোনো ক্রসিং ছাড়াই ওয়্যারলেস গেট পয়েন্টে গিয়ে নামতে পারছে। সম্পূর্ণ ফ্লাইওভারটি চালু হওয়ায় মগবাজার-মৌচাক এলাকায় যানজট নিরসনে সহায়ক হয়েছে।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ভোলা জেলার সদর উপজেলাধীন বাঘমারা-বাংলাবাজার শরীফখার হাট-ভেলুমিয়া ব্যাংকের হাট রাস্তায় ভোলা খালের উপর নির্মিত ৪৪০ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার ব্রীজের শুভ উদ্বোধন

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ ৬ আগষ্ট ২০১৭ তারিখে ৪২.১১ কোটি টাকা ব্যয়ে ভোলা জেলার সদর উপজেলাধীন বাঘমারা-বাংলাবাজার শরীফখার হাট-ভেলুমিয়া ব্যাংকের হাট রাস্তায় ভোলা খালের উপর নির্মিত ৪৪০ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার ব্রীজের শুভ উদ্বোধন করেন। ব্রীজটি নির্মাণের ফলে ভোলা সদরের সাথে উপজেলার উত্তর দিঘলদী, দক্ষিণ দিঘলদী ও ভেলুমিয়া ইউনিয়ন এবং দৌলতখান উপজেলা এবং পটুয়াখালী জেলার বিস্তীর্ণ এলাকার যোগাযোগ সহজতর হয়েছে। ব্রীজটি অত্র অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

নির্বাচনী এলাকা ফেণী-১ এর মাননীয় সংসদ সদস্য কর্তৃক এলজিইডি'র অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের আওতায় ফেণী জেলার সদর উপজেলাধীন আবুপুর উপ-প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন

নির্বাচনী এলাকা ফেণী-১ এর মাননীয় সংসদ সদস্য নিজাম উদ্দিন হাজারী ৯ মে ২০১৭ তারিখে এলজিইডি'র অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের আওতায় ফেণী জেলার সদর উপজেলাধীন আবুপুর উপ-প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করেন। উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ৫০২ হেক্টর জমি চাষাবাদের আওতায় এসেছে এবং ৩৬% ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। মৎস উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ৩০% এবং মাটির বাঁধ নির্মাণের ফলে বর্ষা মৌসুমে অত্র এলাকার আমন ফসল পুরোপুরি রক্ষা পেয়েছে।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে এলজিইডি'র উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ফরিদপুরে এলজিইডি'র আওতায় ৯৬ মিটার দীর্ঘ সেতু, সড়ক এবং মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবনসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের কাজের শুভ উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৯ মার্চ ২০১৭ তারিখে এলজিইডি'র আওতায় ফরিদপুর জেলার সদর উপজেলাধীন চর কমলাপুর খেয়াঘাট থেকে বিলমামুদপুর স্কুল সড়কে কুমার নদের ওপর নির্মিত ৯৬ মিটার আরসিসি সেতু নির্মাণ, সদর উপজেলা থেকে বাখুন্ডা জিসি হয়ে রসুলপুর ভায়া চর নিখুরদি সড়ক বিসি দ্বারা উন্নয়ন এবং ভাংগা উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপেক্স ভবন নির্মাণসহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের কাজের শুভ উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক কুষ্টিয়া জেলার সদর উপজেলায় কুষ্টিয়া-হরিপুর সংযোগ সড়কে গড়াই নদীর ওপর নির্মিত ৬০৪ মিটার দীর্ঘ সেতুর শুভ উদ্বোধন

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন ২৪ মার্চ ২০১৭ তারিখে এলজিইডির জনগুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় কুষ্টিয়া জেলার সদর উপজেলায় কুষ্টিয়া-হরিপুর সংযোগ সড়কে গড়াই নদীর ওপর নির্মিত ৬০৪ মিটার দীর্ঘ শেখ রাসেল সেতুর শুভ উদ্বোধন করেন। সেতুটি নির্মাণের ফলে কুষ্টিয়া শহরের সাথে হরিপুরসহ পার্শ্ববর্তী ৪টি ইউনিয়নের সরাসরি সড়ক যোগযোগ নেটওয়ার্ক সৃষ্টি হয়েছে। ফলে এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি মানব সম্পদ উন্নয়ন ও জাতীয় অর্থনীতিতে ব্রিজটি ব্যাপক ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্পের ইস্কাটন থেকে মগবাজার মোড় হয়ে ওয়্যারলেস গেট পর্যন্ত ১ কিলোমিটার অংশ শুভ উদ্বোধন

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে এলজিইডির ঢাকা মহানগরীতে ফ্লাইওভার ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প (মগবাজার-মৌচাক (সমন্বিত ফ্লাইওভার নির্মাণ) এর ইস্কাটন থেকে মগবাজার মোড় হয়ে ওয়্যারলেস গেট পর্যন্ত ১ কিলোমিটার অংশ যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করেন। ফ্লাইওভারটির এ অংশ চালুর ফলে বাংলামোটর পয়েন্ট থেকে যানবাহনগুলো কোনো ক্রসিং ছাড়াই ওয়্যারলেস গেট পয়েন্টে গিয়ে নামতে পারছে। সম্পূর্ণ ফ্লাইওভারটি চালু হওয়ায় মগবাজার-মৌচাক এলাকায় যানজট নিরসনে সহায়ক হয়েছে।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক ভোলা জেলার সদর উপজেলাধীন বাঘমারা-বাংলাবাজার শরীফখার হাট-ভেলুমিয়া ব্যাংকের হাট রাস্তায় ভোলা খালের উপর নির্মিত ৪৪০ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার ব্রীজের শুভ উদ্বোধন

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ হোসেন এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ ৬ আগষ্ট ২০১৭ তারিখে ৪২.১১ কোটি টাকা ব্যয়ে ভোলা জেলার সদর উপজেলাধীন বাঘমারা-বাংলাবাজার শরীফখার হাট-ভেলুমিয়া ব্যাংকের হাট রাস্তায় ভোলা খালের উপর নির্মিত ৪৪০ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার ব্রীজের শুভ উদ্বোধন করেন। ব্রীজটি নির্মাণের ফলে ভোলা সদরের সাথে উপজেলার উত্তর দিঘলদী, দক্ষিণ দিঘলদী ও ভেলুমিয়া ইউনিয়ন এবং দৌলতখান উপজেলা এবং পটুয়াখালী জেলার বিস্তীর্ণ এলাকার যোগাযোগ সহজতর হয়েছে। ব্রীজটি অত্র অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

নির্বাচনী এলাকা ফেণী-১ এর মাননীয় সংসদ সদস্য কর্তৃক এলজিইডি'র অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের আওতায় ফেণী জেলার সদর উপজেলাধীন আবুপুর উপ-প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন

নির্বাচনী এলাকা ফেণী-১ এর মাননীয় সংসদ সদস্য নিজাম উদ্দিন হাজারী ৯ মে ২০১৭ তারিখে এলজিইডি'র অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের আওতায় ফেণী জেলার সদর উপজেলাধীন আবুপুর উপ-প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করেন। উপ-প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ৫০২ হেক্টর জমি চাষাবাদের আওতায় এসেছে এবং ৩৬% ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। মৎস উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ৩০% এবং মাটির বাঁধ নির্মাণের ফলে বর্ষা মৌসুমে অত্র এলাকার আমন ফসল পুরোপুরি রক্ষা পেয়েছে।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক স্বাক্ষরিত উল্লেখযোগ্য চুক্তিসমূহ

স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এর মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে এবং সুশাসন সংহত করতে একটি কার্যকর, দক্ষ ও গতিশীল উন্নয়ন-প্রশাসনিক ব্যবস্থা অপরিহার্য। এর প্রেক্ষিতে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য বর্তমান সরকার ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement) এর প্রচলন করেছে। প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে কেবিনেট সচিবের মধ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ সময় এলজিইডি'র সাথে সরাসরি মন্ত্রণালয়/বিভাগের মধ্যে এ জাতীয় কোন চুক্তি স্বাক্ষরিত না হলেও স্থানীয় সরকার বিভাগের সর্বোচ্চ বাজেট বাস্তবায়নকারী দপ্তর হিসাবে এলজিইডি বাস্তবায়ন অগ্রগতি বা অর্জিত সাফল্য স্থানীয় সরকার বিভাগের চুক্তিবদ্ধ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যাপক সহায়ক হয়।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার মধ্যে বার্ষিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এর ধারাবাহিকতায় গত ১৮ জুন ২০১৬ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভগের পক্ষে সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের পক্ষে প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি'র মধ্যে বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি ২০১৬-১৭ স্বাক্ষরিত হয়। স্বাক্ষরিত চুক্তিতে এলজিইডি'র রূপকল্প (ভিশন), অভিলক্ষ (মিশন), কৌশলগত উদ্দেশ্য, কার্যাবলী সাম্প্রতিক অর্জন, সমস্যা-চ্যালেঞ্জসমূহ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ছাড়াও এলজিইডি'র আওতায় উক্ত অর্থবছরে গ্রামীণ, নগর ও পানি সম্পদ সেক্টরে অবকাঠামো নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়। অর্থবছরের সামগ্রিক কর্মকান্ড চুক্তিপত্রের লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে চিহ্নিত করার ফলে এলজিইডি'র চলমান কার্যাবলীর উপর এর ইতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। সরকারের প্রবর্তিত নতুন এই ব্যবস্থাপনায় চুক্তিবদ্ধ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি পরিবীক্ষনের জন্য ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন এবং বৎসরান্তে বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদনে ইতিবাচক প্রভাবের সুস্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যায়। বৎসরান্তে মূল্যায়নে চুক্তিপত্রের ছয়টি কৌশলগত উদ্দেশ্যের এবং ছয়টি আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের আওতায় সবগুলি লক্ষ্যমাত্রার প্রায় শতভাগ অর্জিত হয়েছে। আগামী ২০১৭-১৮ অর্থবছরের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ ও স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মধ্যে বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি ইতিমধ্যে ১৮ জুন ২০১৭ তারিখে সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়েছে। আশা করা যায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সফলতার ধারাবাহিকতা অবিষ্যতে অব্যাহত থাকবে।

২০ জুন ২০১৭ তারিখে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলীল সাথে জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীদের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী ও এলজিইডি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

পল্লি সড়ক গবেষণা বিষয়ে এলজিইডি ও ডিএফআইডি'র মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

পল্লি সড়ক গবেষণা বিষয়ে এলজিইডি ও ডিএফআইডি একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করে। এলজিইডি সদর দপ্তরে গত ৩০ অক্টোবর ২০১৬ এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির আওতায় ডিএফআইডির এশিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশে বিস্তৃত রিসার্চ ফর কমিউনিটি অ্যাকসেস পার্টনারশিপ (রিক্যাপ) প্রকল্পে পার্টনার হিসেবে বাংলাদেশের পক্ষে এলজিইডি কাজ করবে। এলজিইডির পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী এবং ডিএফআইডির পক্ষে রিক্যাপ টিম লিডার জ্যাসপার রাসেল কুক।

পল্লি সড়ক গবেষণা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা বিষয়ে পরিচালিত রিসার্স ফর কমিউনিটি অ্যাকসেস পার্টনারশিপ প্রকল্পটি এশিয়ার ছয়টি ও আফ্রিকার ২৪টি দেশে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এশিয়ার দেশগুলো হলো- বাংলাদেশ, নেপাল, মায়ানমার, ভারত, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান। দীর্ঘমেয়াদি এবং টেকসই পল্লি সড়ক পরিকল্পনা, নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পল্লি জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় পল্লি সড়কের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণার পাশাপাশি অর্জিত গবেষণালব্ধ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিভিন্ন দেশের মধ্যে আদান-প্রদান করা হবে। চুক্তির আলোকে এলজিইডি প্রয়োজনে প্রকল্পভুক্ত দেশগুলোতে সম্পাদিত পল্লি সড়ক বিষয়ক গবেষণার ফলাফল ব্যবহার করতে পারবে। একইসঙ্গে তৈরি সফটওয়ারও কাজে লাগাতে পারবে। ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত এ প্রকল্প চলবে।

৩০ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে পল্লি সড়ক গবেষণা বিষয়ে এলজিইডি ও ডিএফআইডি'র মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী শ্যামা প্রসাদ অধিকারী এবং রিক্যাপ টিম লিডার জ্যাসপার রাসেল কুক। এ সময় উপস্থিত ছিলেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মোঃ আবুল কালাম আজাদ ও মোঃ খলিলুর রহমান এবং নির্বাহী প্রকৌশলী আবুল মনজুর মোঃ সাদেক।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে এলজিইডি'র অর্জন/প্রাপ্ত প্রশংসা

এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) থেকে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফর লিভঅ্যাবল সিটিজ অ্যাওয়ার্ড পেল ইউজিআইআইপি-৩

এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের আরবান সেক্টর গ্রুপ ২০১৬ স্পেশাল অ্যাওয়ার্ড এন্ড রিকগনিশন 'ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফর লিভঅ্যাবল সিটিজ' অ্যাওয়ার্ড পেল এলজিইডি'র তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (ইউজিআইআইপি-৩)। ৯ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে ফিলিপাইনের ম্যানিলায় অবস্থিত এডিবি সদর দপ্তরে এক অনুষ্ঠানে এ স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। প্রকল্পভুক্ত পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থা ও অবকাঠামো উন্নয়নে অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ ইউজিআইআইপি-৩ এই বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত হয়।

উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত ইউজিআইআইপি-২ শীর্ষক প্রকল্পটিও এডিবি কর্তৃক ২০১১, ২০১৩ সালে এককভাবে ও ২০১৫ সালে ইউজিআইআইপি-৩ প্রকল্পের সঙ্গে যৌথভাবে বেস্ট প্রজেক্ট পারফরমেন্স অ্যাওয়ার্ড লাভ করে। দক্ষ ব্যবস্থাপনা, লক্ষ্য অর্জনে সফলতা, আর্থিক স্বচ্ছতা, টিমওয়ার্ক ও যোগ্য নেতৃত্ব দিয়ে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা গড়ে তোলার পাশাপাশি উন্নত নাগরিক সেবা নিশ্চিত করার জন্য প্রকল্পটি দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করায় প্রকল্প পরিচালক মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ ও তার টিমকে এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক এ পুরস্কারে ভূষিত করে। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত এ ধরনের পুরস্কার সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রমের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি স্বাক্ষর বহন করে।

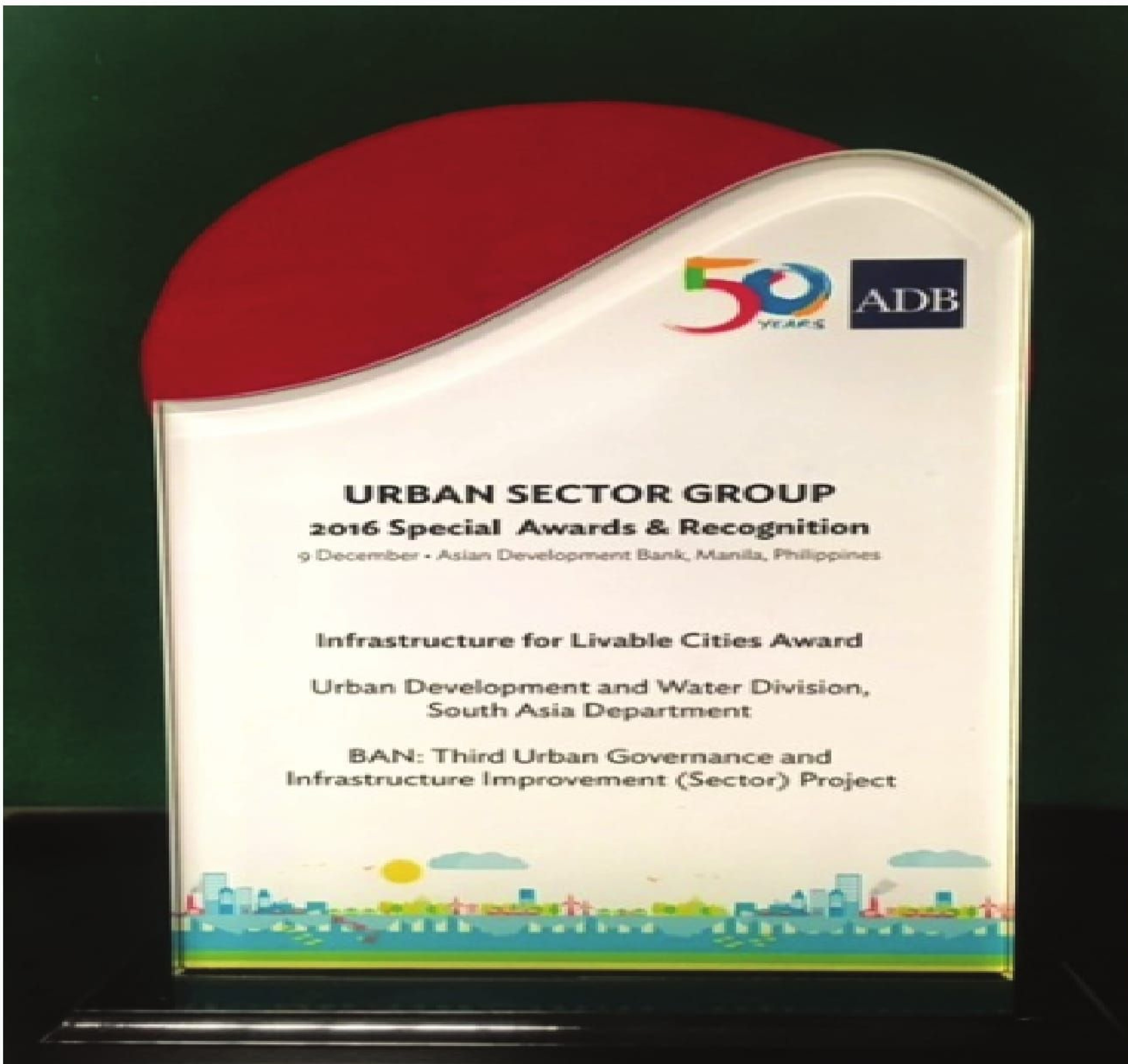

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য জেলা প্রশাসক, পঞ্চগড় কর্তৃক এলজিইডিকে জেলা পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রদান

৯-১১ জানুয়ারী ২০১৭ তারিখে জেলা প্রশাসন, পঞ্চগড় কর্তৃক আয়োজিত, "উন্নয়ন মেলা ২০১৭" উপলক্ষে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, পঞ্চগড়, জেলা পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান এবং ১৯-২১ জানুয়ারী ২০১৭, তারিখে "ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০১৭" উপলক্ষে ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মানে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য জেলা প্রশাসক, পঞ্চগড়, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জেলা পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ পোর্টালের দপ্তর হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন।

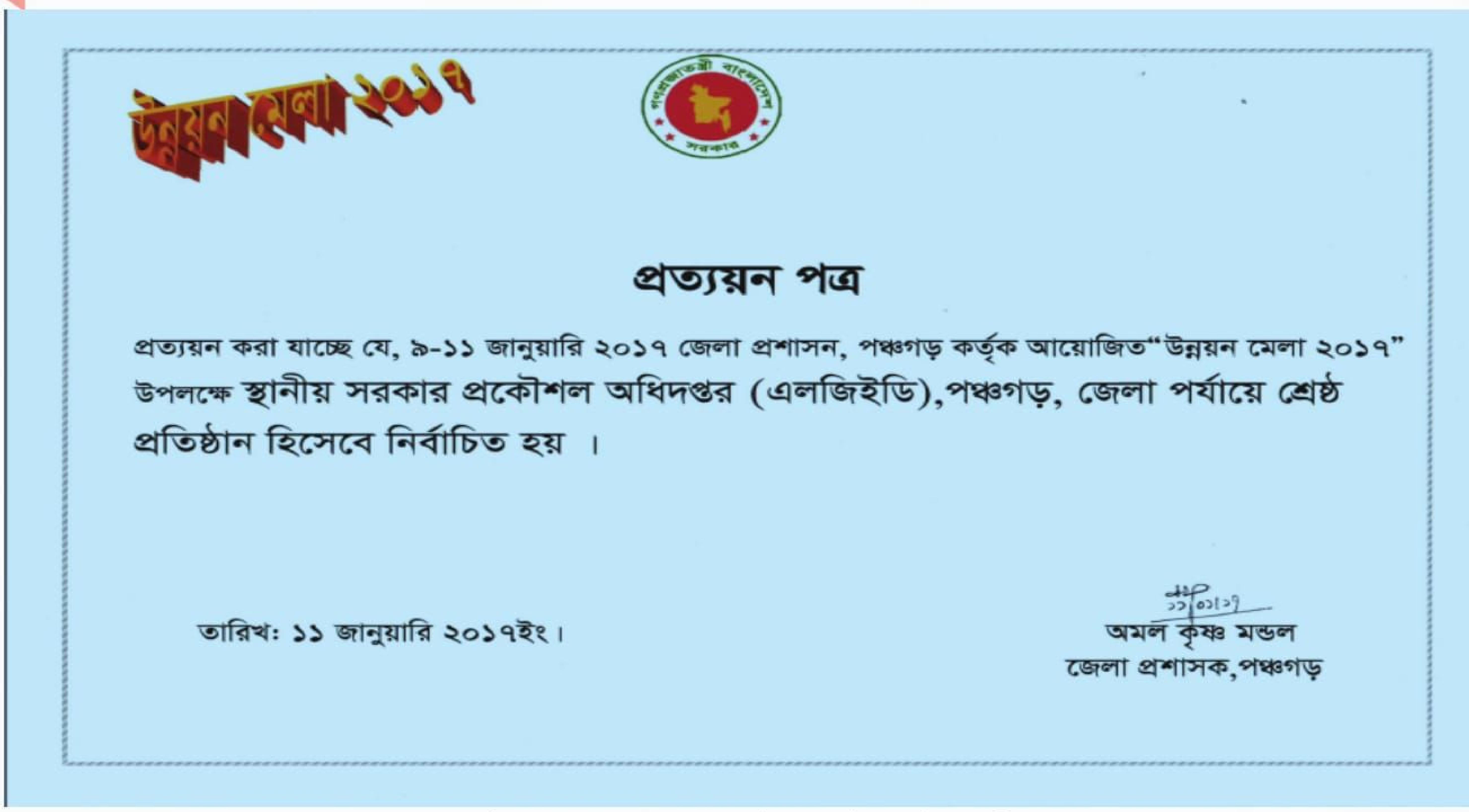

উন্নয়ন মেলা ২০১৭

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ৯-১১ জানুয়ারি ২০১৭ জেলা প্রশাসন, পঞ্চগড় কর্তৃক আয়োজিত "উন্নয়ন মেলা ২০১৭" উপলক্ষে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), পঞ্চগড়, জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচিত হয়।

তারিখঃ ১১ জানুয়ারি ২০১৭ইং।

অমল কৃষ্ণ মন্ডল
জেলা প্রশাসক, পঞ্চগড়

জেলা প্রশাসক, পঞ্চগড় কর্তৃক এলজিইডিকে জেলা পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি প্রদান

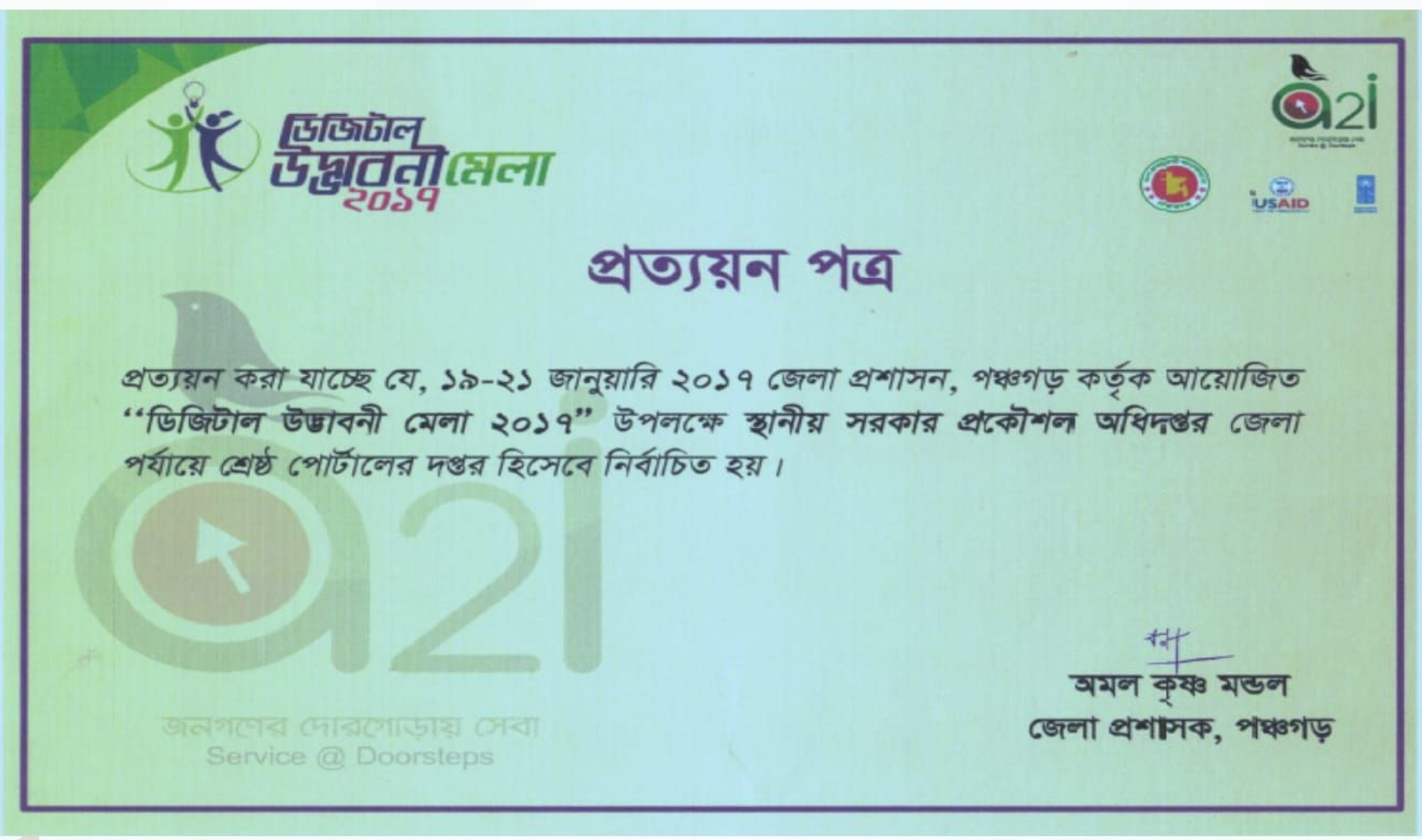

ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০১৭

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ১৯-২১ জানুয়ারি ২০১৭ জেলা প্রশাসন, পঞ্চগড় কর্তৃক আয়োজিত "ডিজিটাল উদ্ভাবনী মেলা ২০১৭" উপলক্ষে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর জেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ পোর্টালের দপ্তর হিসেবে নির্বাচিত হয়।

জনগণের দোরগোড়ায় সেবা
Service @ Doorsteps

অমল কৃষ্ণ মন্ডল
জেলা প্রশাসক, পঞ্চগড়

জেলা প্রশাসক, পঞ্চগড় কর্তৃক এলজিইডিকে জেলা পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ পোর্টালের দপ্তর হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান

আরো তথ্যের জন্য যোগাযোগ

১) **জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী,** প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি।
ফোন ঃ ৮১১৪৮০৫, ৮১১৬৮১৭ ; ই-মেইলঃ ce@lged.gov.bd

২) **জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন,** অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, (নগর ব্যবস্থাপনা), এলজিইডি।
ফোন ঃ ৯১২৯১০০; ই-মেইলঃ ace.urban@lged.gov.bd

৩) **জনাব নূর মোহাম্মদ,** তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, (প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন), এলজিইডি।
ফোন ঃ ৮১৪৪৪৬৫; ই-মেইলঃ se.pme@lged.gov.bd

৪) **মির্জা মোঃ ইফতেখার আলী,** নির্বাহী প্রকৌশলী, (প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন), এলজিইডি।
ফোন ঃ ৯১১৯৮৪৩; ই-মেইলঃ pme@lged.gov.bd

৫) **জনাব বিশ্বজিৎ কুমার কুন্ডু,** নির্বাহী প্রকৌশলী, (প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন), এলজিইডি।
ফোন ঃ ৯১১৬৯৩৬; ই-মেইলঃ pme@lged.gov.bd

৬) **জনাব সোহানা পারভীন,** সহকারী প্রকৌশলী, (প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন), এলজিইডি।
ফোন ঃ ৯১২৬৫৬৮; ই-মেইলঃ pme@lged.gov.bd

সম্পাদনা ও প্রকাশনায়
প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন ইউনিট
এলজিইডি, আগারগাঁও, ঢাকা।

মুদ্রণে ঃ অগ্রণী প্রিন্টিং প্রেস
এলজিইডি সদর দপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।

সেন্টার পয়েন্ট শপিংমল
Jenny
Apex